A

TREATISE

ON THE

SCIENCE OF HINDU MUSIC.

"The man that hath no Music in himself,
Nor is not mov'd with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems, and spoils,
The motions of his spirit are dull as night,
And his affections dark as Erebus:
Let no such man be trusted."

SHAKESPERE, *Merchant of Venice.*

EDITED BY

HARISHCHANDRA DATTA,
PROFESSOR OF ORIENTAL LANGUAGES TO THE FOREIGNERS.

সঙ্গীত তানসেন।

"সঙ্গীতসাহিত্যরসানভিজ্ঞঃ সাক্ষাৎ পশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ।
চরত্যসৌ কিং তৃণমত্তি নো বা পরঃ পশূনামুপবাসহেতুঃ ॥"—

জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষোত্তীর্ণ, প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত,
রাজকীয় ও সৈনিক ইংরাজকর্ম্মচারীদিগের বহুভাষাধ্যাপক
শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
ও প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৩৩নং মুসলমানপাড়া লেন, সখা-যন্ত্রে
শ্রীললিতমোহন দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৯৯ সাল।

PRICE TWO RUPEES ONLY. মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

PRINTED BY L. M. DAS, AT THE SAKHA PRESS,
33, MUSSULMANPARA LANE, MIRZAPUR STREET, CALCUTTA.

TO

HIS HIGHNESS THE HONORABLE MAHARAJA,

PUSAPATI ANANDA GAJAPATI,

AJ MUNNEY SULTAN BAHADUR OF VIZIANAGRAM, G. C. I. E.,

THIS WORK IS DEDICATED,

AS A SMALL MARK OF REGARD AND ESTEEM,

BY HIS MOST OBEDIENT SERVANT,

HARISHCHANDRA DATTA,
THE EDITOR.

ভূমিকা।

বহুবৎসর পরিশ্রমের পর সঙ্গীত তানসেন নামক পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। অর্থাৎ তানসেন প্রভৃতি সুবিখ্যাত গায়কগণ সঙ্গীতশাস্ত্রের যে সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন, সেই সেই সঙ্গীতশাস্ত্রানুমোদিত প্রবচনগুলি সংগৃহীত করিয়া এই সঙ্গীত তানসেন নামক পুস্তক বিরচিত করা হইয়াছে। ইহাতে সঙ্গীত শাস্ত্রের স্বরাধ্যায়, রাগাধ্যায় ও বাদ্যাধ্যায় প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে সঙ্গীতবিদ্যার সমগ্র উপক্রমণিকা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত ঔপপত্তিক প্রবচন গুলির মূলার্থ, তৃতীয় অধ্যায়ে স্বরসাধনপ্রণালী, চতুর্থ অধ্যায়ে রাগাধ্যায়, পঞ্চম অধ্যায়ে বাদ্যকাণ্ডের মৃদঙ্গশিক্ষা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে তবলাশিক্ষা ও সপ্তম অধ্যায়ে পরমার্থ ভাব সংযুক্ত সঙ্গীতগুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়ের সঙ্গীতের কবিতাগুলি কলিকাতা শিয়ালদহনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কবিবর মুন্সী বেলাএৎ হোসেন মহোদয় বিরচিত। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বঙ্গভাষায় কবিতা প্রণয়ন করিতে অনভিজ্ঞ। মুন্সী বেলাএৎ হোসেন মহোদয়ই কেবল সর্ব্বসাধারণের নিকট সেই মহৎ শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সেই জন্য অস্মদীয় গুণাগ্রগণ্য মহা মহা পণ্ডিতগণ উক্ত মুন্সী মহোদয়কে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। মুন্সী মহোদয়ের পরমার্থভাবপূর্ণ পদাবলীগুলি আমাদিগের পুরাকালীন সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রসাদগুণপূর্ণ বলিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অভিহিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ মহৎ গুণের জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে উক্ত মুন্সী মহোদয় "কাব্যপ্রসন্ন" উপাধিতে বিখ্যাত হইয়াছেন।

"কালীপ্রসন্ন" অর্থাৎ মহাশক্তির প্রসন্নতার সুযোগ্য ভাবুক "কবি" মুন্সী বেলাএৎ হোসেন মহোদয়কে পণ্ডিতেরা এইরূপ নামে সম্বোধন করিয়া থাকেন। ঐ উপাধিপ্রাপ্ত নামটী মুন্সী মহোদয়ের প্রত্যেক রচিত কবিতার শেষে বিবৃত আছে। পাঠকেরা সঙ্গীতের কবিতাগুলি পাঠ করিলেই উক্ত কবির অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। আরও বলিতে হইলে তাঁহার বিশুদ্ধ স্বভাব, চরিত্র, দয়া, দান, উপকার, নিষ্ঠা, ধর্ম্মশীলতা, উচ্চাভিলাষ ও এতাদৃশ মহৎ কবিত্ব শক্তিতে তিনি যে, পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এরূপ উপাধিবিশিষ্ট হইবেন, সে বিষয়ে আশ্চর্য্য নাই। ইহাতে ধর্ম্মপথের পথিকদিগের যে কোনরূপ ভাব সংযুক্ত পদাবলীর আবশ্যক হইতে পারে, সম্ভবমত তৎসমুদয় সংরক্ষিত হইয়াছে। মুন্সী মহোদয় আমাকে একশত পঁচিশটী পরমার্থীয় কবিতা প্রদান করেন, আমি সেই সেই কবিতাগুলি সঙ্গীতশাস্ত্রানুমোদিত পুরাতন খেয়াল, ধ্রুপদ, টপ্পা ও হোলীগানের সুরের কায়দা মত সংযোজিত করিয়াছি। গীতের সুরগুলি পাঠকদিগের পক্ষে বিশেষ কঠিন বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু নিয়ম পূর্ব্বক সঙ্গীতবিদ্যা উপযুক্ত গুরুমহাশয়ের নিকট না শিক্ষা করিয়া কেমন করিয়া অতি সহজে গীতগুলি আয়ত্তাধীন হইতে পারে, এবিষয় সদ্বিবেচনার জন্য পাঠক মণ্ডলীর মধ্যে আমার একটী বিশেষ জিজ্ঞাস্য কথা। না জানিয়া শুনিয়া অনেকে এই পরম সঙ্গীতবিদ্যার উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া ইহা অধিকাংশ ভদ্র সমাজের মধ্যে অতীব ঘৃণার্হরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গীতবিদ্যার পবিত্র অনুষ্ঠানের অভাবে মানবজীবনের মহার্ঘ উপকরণ সংসাধিত হয় নাই, ইহাও বলিলে বলিতে পারা যায়। সুতরাং এক্ষণে সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্তাধীন করিবার জন্য উপযুক্ত সঙ্গীতবিদ্যা-বিশারদ গুরু অন্বেষণ করিয়া তদ্বিষয় সফলিকৃত করিতে বিশেষ চেষ্টা করা সকলেরই পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহার তাঁহার দ্বারা কিম্বা যেমন তেমন করিয়া সঙ্গীতগুলি অভ্যস্ত হইলে উত্তম উত্তম সঙ্গীতগুলির অবমাননা করা হইবে তাহা আর কোন রূপ অসম্ভবপর কথা নহে। কবিত্বশক্তি নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার, আবার তৎ সঙ্গে সঙ্গে কবিতাগুলি সঙ্গীতশাস্ত্রানুমোদিত ভাবে সংরক্ষিত হওয়া যে কি কঠিন কার্য্য তাহা বর্ণনাতীত।

D

সুতরাং কবিতাগুলির অবিকল ভাব রাখিয়া সঙ্গীত করাও অতীব কঠিন। আমি সেই বিষয় সুপ্রচারের জন্য এই পুস্তকের কবিতাসমূহের রাগ রাগিণী গুলি বিশেষ করিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া বসাইয়া দিতে ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে সর্ব্বসাধারণে অনলোপম উৎসাহের সহিত সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিলে তাঁহাদের সঙ্গীত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভব।

সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, উর্দ্দু, পারস্য, আরব্য, মহারাষ্ট্র, গুজরাটী, পালী, তেলেগু, তামিল ও উৎকল প্রভৃতি ভাষায় অনেকগুলি প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থ রচিত আছে। আমি উক্ত ভাষাগুলি অভ্যাস করতঃ তৎসমুদয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে অবহেলা করি নাই। অন্য পক্ষে পাশ্চাত্যদিগের ইংরাজী, লাটিন, ফ্রেঞ্চ, গ্রীক, জরমান ও ইটালিয়ান প্রভৃতি ভাষাগুলি অভ্যাস করিয়া ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হই নাই। আরও বলিতে হইলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সঙ্গীত গ্রন্থগুলি * পাঠ করিয়া এইরূপ জানা যায় যে, আমাদিগের সঙ্গীতবিদ্যার প্রণালী পদ্ধতির সহিত তাহাদিগের কোনরূপ সৌসাদৃশ্য নাই। যদিও মহামহোপাধ্যায় পাইথাগোরাস্ ভারতবর্ষ হইতে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিয়া সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে প্রচারিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সেই শিক্ষার প্রবাহ এতদূর বিকৃতাবস্থা ধারণ করিয়াছে যে, এখনকার প্রচলিত পদ্ধতির সহিত কোনরূপ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। সেই জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সঙ্গীত পুস্তকের কোন সাহায্য গ্রহণ করি নাই।

পঞ্জাব, দিল্লী, গোয়ালিয়র, আগরা, জয়পুর, যোধপুর, রামপুর, লক্ষ্ণৌ ও কাশী প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের গায়কদিগের সঙ্গীতবিদ্যার মতামত গুলি

---

* বিখ্যাত উইলার্ড সাহেব লিখিয়াছেন—"Indeed so wide is the difference between the nature of the European and oriental music that I conceive a great many of the latter would baffle the attempts of the most expert contrapuntist to set a harmoney to them, by the existing rules of that science." তিনি আরও বলেন—"A great difference prevails between the music of the oriental nation in respect to time, in which branch it resembles more the rhythm of the Greeks and ancient nations, than the measures peculiar to the modern music of Europe."

বিশেষরূপে অবগত হইবার জন্য উক্ত দেশ, সকল ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। অনেক গায়কদিগের নিকট সঙ্গীতশাস্ত্রের বিশুদ্ধবিষয়গুলি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বলিতে হইলে কাহারও সঙ্গীতশাস্ত্রে বোধ নাই ও কেহ সঙ্গীতশাস্ত্রের বিশুদ্ধ ভাবের অভিজ্ঞ নহেন। সকলেই গান করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সকল প্রণিধান করিতে পারেন না। যাহা হউক আমি তাঁহাদের মতামত অবগত হইতে অবহেলা করি নাই। আমি এই পুস্তক প্রণয়নকালীন কলিকাতাস্থ অনেকগুলি মুসলমান ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতব্যবসায়ীদিগের নিকট অনেক বিষয় অবগতির জন্য গিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক বিখ্যাত গায়কেরাও আমাকে সন্তোষপ্রদ উত্তর প্রদান করিতে পারেন নাই।

সংস্কৃত ভাষায় অহবল প্রণীত "সঙ্গীতপারিজাত," শুভঙ্কর প্রণীত "সঙ্গীত দামোদর," বীরনারায়ণ প্রণীত "সঙ্গীতনির্ণয়," হরিভট্ট প্রণীত "সঙ্গীতসার," "সঙ্গীতার্ণব" ও "রত্নাবলী, পুরুষোত্তম প্রণীত "সঙ্গীতনারায়ণ" এবং দামোদর প্রণীত "সঙ্গীতদর্পণ" প্রভৃতি প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি। নানা মুনির নানা মত, সুতরাং সঙ্গীতগ্রন্থকর্ত্তাদিগের মতামত স্থির করিয়া পুস্তক প্রণয়ন করাও অতি দুর্ঘট। এই পুস্তকখানি যতদূর সর্ব্ববাদিসম্মত হইতে পারে, তাহার অনুষ্ঠান করিতে অবহেলা করি নাই। কিন্তু উক্ত সঙ্গীতশাস্ত্রের অনেক বিষয় বিশেষরূপে বিবৃত করিয়া এই পুস্তকে প্রকাশ করা নিতান্ত সম্ভবপর নহে বলিয়া আমি তৎসমুদয় প্রকাশ করিতে পারি নাই। বিশেষতঃ মতামত লইয়া বিরোধ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাতে সর্ব্বসাধারণের সঙ্গীত বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। সেই কারণ বশতঃ আমি মতামত গ্রহণ করি নাই।

উক্ত সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থগুলির মধ্যে অনেক গুলি সঙ্গীতগ্রন্থ কলিকাতাস্থ স্যার উইলিয়ম জোন্স মহোদয় সম্প্রতিষ্ঠিত "এসিয়াটিক সোসাইটিতে" প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি তৎসমুদয় মদীয় অধ্যাপক পরম ভক্তিভাজন সর্ব্ববিদ্যা-

সমন্বিত জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতবর ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয়ের সাহায্যে পাঠ করিয়াছিলাম। সেই সেই গ্রন্থের সারাংশ লইয়া এই পুস্তক খানি লিখিত হইল।

সঙ্গীতশাস্ত্রকারদিগের মতভেদ বড় চমৎকার; এক জন কোন একটী রাগকে রাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, অপর একজন সেই মত খণ্ডন পূর্ব্বক সেই রাগটীকে রাগিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক জনের মতে কোন একটী রাগ বা রাগিণী যাড়ব বংশ জাত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, অপর এক জন সেই রাগ বা রাগিণীটীকে সম্পূর্ণ বংশজাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এইরূপে সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রত্যেক বিষয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই পুস্তকে মতভেদের সমগ্র সমালোচনা করাও কঠিন কার্য্য। আমি সেই কারণে সঙ্গীতশাস্ত্রের সারাংশ গ্রহণ ব্যতীত মতভেদ গ্রহণ করি নাই।

সঙ্গীতশাস্ত্রকারদিগের যেরূপ নানা প্রকার মতভেদ আছে, আমাদিগের দেশস্থ অনেক গায়কদিগেরও সেইরূপ মতভেদ দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতায় মুসলমান, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী নানা প্রকার লোকে সঙ্গীত বিদ্যানুশীলন করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহ কাহাকে উচ্চ জ্ঞান করেন না। সকলেই আপনাকে আপনি বড় জ্ঞান করিয়া বিবাদ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে মুসলমান বাদশাদিগের দরবারে গায়কদিগের সঙ্গীতবিদ্যার বিশেষ পরীক্ষা হইত; একণে সে হিন্দু রাজা নাই, মুসলমান বাদশা ও নাই, সুতরাং সঙ্গীত বিদ্যার সমুচিত পরীক্ষাও নাই। কাজেই সকল গায়ক তিলকে তাল বোধ করিয়া থাকে। এখনকার গায়কদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকে নীচপ্রকৃতি সম্পন্ন, তাঁহাদিগের লেখা পড়ার উপর বিশেষরূপ জ্ঞান নাই। সঙ্গীতবিদ্যা সামান্য বিদ্যা নহে, সুতরাং বৃথা আড়ম্বরে কিম্বা উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষা না করিয়া দুই চারিটী গীত শিখিয়া ও কেহ গায়ক হইতে পারে না। সঙ্গীতবিদ্যা প্রকৃতরূপে শিক্ষা করিতে হইলে দীর্ঘকাল পরিশ্রম ও দৃঢ় অধ্যবসায় সাপেক্ষ।

ইহা বাজারুতার সামগ্রী নহে—স্বর্গীয় সামগ্রী। দেশস্থ লোকদিগেরও ইহার উপর বিশেষ মঙ্গল দৃষ্টি নাই। সকলেই গান শুনিয়া মজা বর্দ্ধন করিতে ইচ্ছুক। বাইজির গান, কিম্বা দুই একটী টপ্পা গান হইলেই হইল, গায়ক-দিগের সঙ্গীতবিদ্যার বিশুদ্ধানুষ্ঠানের আবশ্যক নাই। এইরূপ হীনতা দোষে সমাজের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইতেছে। কেহ প্রকৃতরূপে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিতে যত্ন প্রকাশ করেন না। অথচ সকলেই আপনা আপনি উচ্চ শ্রেণীর গায়ক বলিয়া আত্মাভিমান করিয়া থাকেন। গায়কদিগের এইরূপ নীচ আত্মাভিমান দোষই সঙ্গীতবিদ্যার ঘৃণিত অবস্থা হইবার মূলীভূত কারণ বলিয়া অবগত হওয়া যায়। বিশুদ্ধ মনে যদি কেহ সঙ্গীতবিদ্যানুশীলন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা এই পুস্তক খানিতে বিশিষ্টরূপে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। অন্যপক্ষে যদি কেহ বিরুদ্ধ চরিতে কেবল তর্ক করিবার ইচ্ছায় এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া সঙ্গীতবিদ্যানুশীলন করিতে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে ইহাতে তাঁহাদিগের আনন্দ লাভের আশা অতীব অল্প।

প্রকৃত গুণীর গুণ ব্যাখ্যা করাই পরম মহাত্মার কর্ম্ম। কেমন করিয়া অসাধুর দ্বারা ইহার পরিশেষ হইতে পারে? সাধুরা গুণীর গুণ গ্রহণ করিয়া থাকেন—দোষ গ্রহণ করেন না, ইহা মহদ্বাক্য। কিন্তু কয়জন এই বাক্য প্রতিপালন করিতে পারেন। আমি এমন আশা করি না যে, আমি এই পুস্তক সম্পূর্ণ নির্ভুল করিয়া প্রণয়ন করিয়াছি, কিন্তু গুণাগ্রগণ্য মহা মহা পণ্ডিতগণ আমার এই পুস্তকের ভ্রম দোষ দর্শাইয়া দিলে আমি এই পুস্তক খানি সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। যদি আমার দ্বারা ইহা সম্পূর্ণতা লাভ না করে, ভবিষ্যতে অন্য কাহারও যত্ন ও চেষ্টায় সঙ্গীতশাস্ত্রের সমগ্র উদ্ধার হইলে আমি পরম সুখী হইব। এই পুস্তকখানি প্রথম সংস্করণের বিশেষ উপযোগী করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক বিষয় সুপ্রকাশিত হয় নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে তত্তৎ বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে বিবৃত করিয়া এই পুস্তকখানি সুবৃহৎ আকারে প্রকাশ করিব বলিয়া বিশেষ ইচ্ছা রহিল।

সর্ব্বসাধারণের নিকট অনলোপম উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে এই বিষয় সকলিভূত হইবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

আমি বাল্যকাল হইতে কনোজনিবাসী স্বামীজী দেবী মিশ্র মহোদয়ের নিকট প্রায় পঞ্চদশ বৎসর ধরিয়া কণ্ঠসঙ্গীত সাধন করিতাম। তাঁহার উপ-দেশের অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চাঁপাতলা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ তবলা ও মৃদঙ্গ বাদক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস মহোদয় ও দোস্তগ্রাম নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ রায় মহোদয় দিগের নিকট প্রায় ত্রয়োদশ বৎসর ধরিয়া তবলা ও পাখওয়াজ শিক্ষা করিতাম তাঁহাদিগের উপদেশের সারাংশও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত দেবী মিশ্র মহোদয়ের মৃত্যুর পর কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের নিকট প্রায় সপ্ত বৎসর কাল গমনা-গমন করিয়া সঙ্গীতবিদ্যার অনেক সার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি; সেই সেই উপদেশের সারাংশও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে কলিকাতার পরম সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ঘোষ মহোদয়ের নিকট এই পুস্তক সম্বন্ধে অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। গয়া নিবাসী বিখ্যাত এসরাজ বাদক শ্রীযুক্ত কানাই লাল ঢেড়ী মহোদয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই পুস্তক খানিতে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। ভক্তিভাজন অধ্যাপক ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী মহোদয় কৃত * "সঙ্গীত সার" নামক পুস্তকও বিখ্যাত মৃদঙ্গ-বাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মুরারী মোহন গুপ্ত মহোদয় কৃত "সঙ্গীত প্রবেশিকা" নামক পুস্তকখানির † সাহায্য লইয়াছি। এমন কি এই দুইখানি পুস্তক

---

* "গীতের দোষ গুণ বিচার" ও "বাদ্যের দোষ গুণ বিচার" প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় যাহা এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে তৎসমুদয় "সঙ্গীত সার" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে।

† "সঙ্গীত প্রবেশিকা" নামক পুস্তক হইতেও কতক কতক বিষয় বিশেষ আবশ্যকীয় বলিয়া ইহাতে উদ্ধৃত করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে।

না হইলে আমার অনেক বিষয় অবগতির উপায় ছিল না, ইহাও বলিলে বলিতে পারা যায়। মদীয় প্রতিবাসী ভক্তিভাজন পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহোদয় কর্ত্তৃক এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কিত কর্ম্মাগুলি পরিদর্শিত হইয়াছে।

এক্ষণে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়া যদি সজ্জনদিগের মনসাধ পরম রমণীয় সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষার্থ যত্নশীল হয় ও একটী মানবাত্মার নাদরূপ অপার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবারী জন্য, ধর্ম্মপথে সুমতি জন্মে, তাহা হইলে আমি সকল পরিশ্রম সফল বোধ করিব। ইতি।

১লা আশ্বিন ১২৯০ সাল
৪৩নং শাঁখারিটোলা লেন,
কলিকাতা।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত।

সূচী-পত্র।

প্রথম অধ্যায়।—

দ্বিতীয় অধ্যায়।—

তৃতীয় অধ্যায়।—

চতুর্থ অধ্যায়।—

পঞ্চম অধ্যায়।—

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(২২৪ পৃষ্ঠার পর) সপ্তম অধ্যায়ের

সঙ্গীতের-সূচী-পত্র।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	স্থান	পড়িতে হইবে।
৪৪	১৫	গৌরী।	গৌরী, শোভনী।
৪৪	১৬	নাটিকা।	নাটিকা, প্রদীপিকা।
৬৮	১৩	শোভার	সুবার
৬৯	১	গুস্বার	গোসার
৮৩	২	পা পা পা,	পা পা পা পা,
১০২	১	ত্রিধণী	ত্রিবণী।
১৬০	৮	১ তেটে	১ তেটে
১৭০	১৩	১ ঘেগেদী, ঘড়া	১ ঘেগেদী, ঘড়া।
১৮৮	৬	০ কড়ান্	+ কড়ান্
"	"	২ কড়াৎ	০ কতাৎ
১৯০	১০	৪ ০ গদিঘেনে	৪ গদিঘেনে
২৯৪	৮	১৫ গদিঘেনে	১৪ গদিঘেনে
২০৭	৫	৩ ২ ধাগেনে	৩ ধাগেনে
২১৩	১	+ ঠেকা—ধিন	+ ঠেকা—ধিন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	স্থান	পড়িতে হইবে।
২২৮	১০	• টাগেৎ	• তাগেৎ
২১৯	২	৩ তেটে, ধেন্নে	৩ তেটে, ধেন্নে
২২১	১	০ ধিন্	২ ধিন

২২৩ ৮ম ও ৯ম ছুই ছত্রের পরিবর্ত্তে নিম্ন লিখিত ছুই ছত্র হইবে।

১ ৺ ১ ৺ + ০ ১ ০
সোয়ারী তালের ঠেকা—ধা আ ক তা তা তা দেন তা দেন দেন ধেগে

১ • +
তেটে কৎ তেরে কেটে তাগ। ধা।

সঙ্গীত তানসেন।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

"নাদাব্ধেস্তু পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াত্তুম্বং বহতি বক্ষসি॥"

সঙ্গীত স্বর্গীয় সামগ্রী। এমন সর্ব্বজনমনোমোহন সামগ্রীকে যেন পৃথিবীজাত বলিয়া মনে স্থান দিতে ইচ্ছা হয় না। এই ভারতবর্ষে এক সময়ে সঙ্গীতবিদ্যার সমুজ্জ্বল স্রোত পুরাকালীন মহর্ষিদিগের দ্বারা এত প্রগাঢ় ও গভীরতম ভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল যে, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে নিশ্চয়ই অসাধ্য সাধন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা সঙ্গীতশাস্ত্রের সপ্ত স্বর (স, রি, গ, ম, প, ধ, নি) ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সপ্তাধ্যায় (স্বরাধ্যায়, রাগাধ্যায়, তালাধ্যায়, ভাবাধ্যায়, নৃত্যাধ্যায়, কোকাধ্যায় ও হস্তাধ্যায়) প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া সঙ্গীতবিদ্যার বিশেষ এক মহান বৈজ্ঞানিক ভিত্তিমূল সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সকলের মনকে

তাঁহারা এরূপ বিমুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, আজ অবধি পৃথিবীর কোন সুসভ্য জাতি ভারতবর্ষীয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীমোদিত সঙ্গীতবিদ্যাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই। পূজ্যপাদ মহর্ষিদিগের সঙ্গীত জ্ঞানানুষ্ঠানে এক সময় এই ধরণী মণ্ডল স্তম্ভিত হইয়াছিল। নানা প্রকার সুসভ্য জাতি অন্যান্য দেশ হইতে এই ভারতবর্ষে আসিয়া সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিত ও শিক্ষার শক্তিস্রোত এত উজ্জ্বল রূপে প্রসারিত হইয়াছিল যে, অনেককে নত মস্তকে শ্রীমন্‌মহর্ষিদিগের চরণকমলে অনির্ব্বচনীয় ধন্যবাদ প্রদান করিতে হইয়াছিল। ধন্য তাহাদিগের জ্ঞানশক্তি, ধন্য তাহাদিগের বুদ্ধিকৌশল!

"ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা"—এ কথা যথার্থ, এ বিদ্যা দেবলোক হইতে মর্ত্যলোকে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র হইতে পথের ভিখারী পর্য্যন্ত, সঙ্গীত সকলেরই বিনোদনসামগ্রী। ইহা কথিত আছে যে, বিশ্রামকাল উপস্থিত হইলে, দেবরাজের প্রধান কাজ নন্দনকাননে সঙ্গীতালোচনা। ধনীর সময় ক্ষেপণের অবলম্বন সঙ্গীত। শোকাকুলের শোক দুঃখ দূরীকরণের শ্রেষ্ঠ সাধন সঙ্গীত। হৃদয়ের নিগূঢ়তম স্থানে প্রবেশ করিতে সঙ্গীত ভিন্ন আর কে সমর্থ?

হিন্দু দেবদেবীগণ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবাদিদেব ত্রিনেত্র—সেই বলব্যঞ্জক নধর দেহ, সেই ঢল ঢল চক্ষু, যন্ত্র হস্তে রাগ রাগিণীর সৃষ্টি ও তৎসঙ্গে সঙ্গে

সঙ্গীত শাস্ত্রের অবতারণা করিতেছেন। তাঁহার এই মূর্ত্তি ধ্যান করিলে মন ভক্তিরসে আর্দ্র হয়। দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্র সহযোগে ভূতনাথের ও ভূতভাবন, পরম করুণা-নিধান, সর্ব্বলোকপ্রতিপালক বিশ্ববিধাতার নাম গুণ গান করিতেছেন; সেই গানে আপনি বিভোর হইয়া মাতিয়া উঠিতেছেন, পাগল ঠাকুরকে মাতাইয়া তুলিতেছেন, সর্ব্ব-দেব লোক বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন;—দেবপূজার, দেবতৃপ্তিসাধনার এমন সামগ্রী আর দ্বিতীয় নাই। কি মনোহর বিদ্যা! দেবগণও ইহার জন্য ব্যস্ত; ইহার মোহিনী মায়ায় ক্রোধমত্ত ব্যক্তিও শান্ত হয়, উত্থিত রক্তপিপাসু কৃপাণ ও দানবহস্ত হইতে স্খলিত হয়।

"ত্রিবর্গফলদাঃ সর্ব্বে দানযজ্ঞজপাদয়ঃ।
একং সঙ্গীতবিজ্ঞানং চতুর্বর্গফলপ্রদম্॥"

সঙ্গীতশাস্ত্র এত বিস্তৃত ও দুরূহ যে তাহা বর্ণনাতীত। মনুষ্য সমস্ত জীবনে ইহার অনুশীলন করিয়া কি করিবে, সাক্ষাৎ সরস্বতী, দেবাদিদেব মহাদেবও ইহা পরিশেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। নাদসাগর এত অপার, যে নিজে সরস্বতী ইহা পার না হইতে পারিয়া শেষে তুম্ব লইয়া ভাসিলেন। সপ্তস্বর ও আদিনাদের অন্তর্গত। এই সপ্তস্বর প্রণালীগুলি আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক যোগবলে শ্রীমন্মহর্ষিরা স্বয়ং দেহ ভাণ্ডারের অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই সমস্ত ইতিবৃত্ত লইয়া কি করিব, কারণ ইহার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে

একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। প্রথম শিক্ষার্থীদিগের যাহাতে সঙ্গীতবিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মে, সেই বিষয় পর্য্যালোচনা করা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি সঙ্গীত-শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠকদিগের নিকট জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতবিদ্যা যে অতীব প্রাচীন ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত কথা। আমি প্রায় বহু বৎসর ধরিয়া সঙ্গীতবিদ্যানুষ্ঠান করিয়া জানিতে পারিতেছি যে, ইহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিমূলটী নিতান্ত বিশুদ্ধরূপে সংস্থাপিত রহিয়াছে। সকল দেশের লোকেরা এই ভারতবর্ষীয় সপ্তস্বর প্রণালীগুলি লইয়া আপন আপন দেশে সঙ্গীত-বিদ্যা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পাইথাগোরাস প্রভৃতি মহামহাপণ্ডিতগণই তাহার উদাহরণ স্থল।

প্রাচীন ভারতে এই মনোহর বিদ্যার যত আলোচনা ছিল, এত অন্য কোথাও ছিল কি না সন্দেহ। একখানি সমগ্র বেদ কেবল গীত ও স্তোত্রে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য, পুরাণ ভগবদ্গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র তাদৃশ সুলভ ছিল না। ক্ষমতা থাকিলেও দুষ্প্রাপ্যতা বশতঃ সকলে সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেন না। সেই অভাব মোচন করিবার নিমিত্ত সেই সময় হইতে এতদ্দেশে কথকতা প্রচলন হয়। তখন লোকে কথকের সেই বিশুদ্ধ স্বরলয়যুক্ত বক্তৃতা শুনিয়া রামায়ণ মহাভারতের যাবতীয় বিবরণ শিখিত—বক্তৃতার সহিত

সঙ্গীত ভাগ অধিক থাকাতে কথকের কথা সকল লোকের হৃদয়গ্রাহিণী হইত।

দেবাদিদেব মহাদেব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটী ফলোদ্দেশে চারি প্রকার শাস্ত্র প্রকাশ করেন। যথা ধর্ম্মের নিমিত্ত নিদান এবং অর্থের উপযোগী জ্যোতিষ, কাম বা মোক্ষের কারণ সঙ্গীত ও মুক্তিমূলক বেদ। এই চতুর্ব্বিধ শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ ফল পূর্ব্বকালে প্রকাশিত ছিল। বর্ত্তমান কালে সদ্‌গুরু এবং সৎ শিষ্যাভাবে আলোচনা না থাকাতে, ক্রমে ফলের ন্যূনতা হইয়া আসিতেছে। বরং নিদান, জ্যোতিষ, বেদ এই ত্রিবিধ শাস্ত্র কিয়দংশ পরিমাণে কোন কোন দেশে প্রকাশিত আছে, সঙ্গীতবিদ্যার ফল কিছুমাত্র প্রদর্শন হয় না অর্থাৎ নিদানাদি তিন প্রকার বিদ্যা শুদ্ধ বর্ণাত্মক, শ্রবণাবলোকনের দ্বারা অভ্যাসিত হইলে ফল স্থির হইতে পারে। সঙ্গীত বিদ্যা বর্ণাত্মক এবং স্বরাত্মক উভয় সংযোগ ব্যতীত ফল স্থির হয় না। সঙ্গীত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ব্যুৎপন্ন হইলে তাহাকে তদ্‌বিষয়ে বর্ণাত্মক বিদ্বান বলিয়া গণ্য করা যায়, আর তার যন্ত্রের সহিত স্বর যোগে সাধনা করিয়া তারের সহিত স্বরের ঐক্য হইলে তাহাকে স্বরাত্মসাধক বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। এই উভয় বিষয়ে ব্যুৎপত্তি না হইলে সঙ্গীত-শাস্ত্রাধ্যাপক পদে গণ্য হইতে পারে না। পরন্তু উক্ত দুই বিষয়ে ব্যুৎপন্ন তাহাকেই বলা যায় যে ব্যক্তি রাগরাগিণীর রূপ সকল জল অনলাদির ক্রিয়া বর্ত্তমান দেখাইতে পারেন। সঙ্গীত

শাস্ত্রে এরূপ প্রত্যক্ষ ফল থাকায় সঙ্গীতবিদ্যা অন্যান্য বিদ্যাপেক্ষা উত্তম ও সুকঠিন সন্দেহ নাই। যে সকল ব্যক্তি বর্ণাত্মক ও স্বরাত্মক উভয় বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই সঙ্গীত-শাস্ত্রের রসাস্বাদের কিঞ্চিৎ অধিকারী হইয়াছেন। বিদ্যামাত্রেই নিত্য, বিদ্যার বিনাশ নাই। কেবল যথারূপে আলোচনার অভাবে বিদ্যার ফল প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে না। যখন শাস্ত্র সকল সমভাবে দীপ্তিমান রহিয়াছে তখন সাধকগণ যথার্থ নিয়ম পূর্ব্বক সাধনা করিলে অবশ্যই সেই বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিবেন তাহার আর সংশয় কি? সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগের জীব সকলের পরমায়ুর সংখ্যা অধিক ছিল বলিয়া অনেকেই অনেক শাস্ত্র অভ্যাস করিতে সক্ষম হইতেন। কলিযুগে জীব সকলের আয়ুর পরিমাণ অত্যল্প হওয়ায় এবং শাস্ত্র সকলের সংখ্যা অধিক থাকায় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত একটী শাস্ত্রেও সমগ্র করিয়া কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

"সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে,
জ্ঞান করে উপদেশ,
তব কোয়্‌লা কী ময়লা ছোটে,
যব আগ্‌ করে পরবেশ॥"

মানবজন্ম সকল জন্মের সার ও ইহা নিতান্ত দুর্লভ জন্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই মানব জন্মে পরম পদ পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। গান্ধর্ব্ববেদ, ধনুর্ব্বেদ, জ্যোতির্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি যাহা কিছু

বলিনা কেন, সকলই মানবদেহ ভাণ্ডারের চেতনশক্তির মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছে। সেইগুলি যিনি অভ্যাসের দ্বারা সুমার্জ্জিত করিয়াছেন, তাঁহারই উহা বিকশিত হইয়া থাকে, নতুবা অপ্রকাশিত হইয়া যায়। যাহার চিত্তবৃত্তি যে ভাবে উন্নত ও নিবদ্ধ, তিনি ইহ জন্মে সেই বিষয়ের উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। ধন্য বিশ্ববিধাতার রচনা কৌশল! তাঁহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে গেলে কি এক অদ্ভুত মনের ভাব উদয় হয়। নরাধম নাস্তিকগণ ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। এই বাক্য নিতান্ত গভীর, সদ্গুরু উপদেশ ভিন্ন ইহা ভালরূপ বুঝিয়া উঠা নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার। যাহার ইহ জন্মে সদগুরু লাভ হইয়াছে, তাহারই জীবন নিশ্চয়ই সফল জীবন, তাহার জীবন নিশ্চয়ই অমূল্যবান রত্নবিশেষ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

"গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজা সাপূজা নিষ্ফলা ভবেৎ।
আত্মাদাবাদিকঞ্চৈব সদ্গুরুভ্যো নিবেদয়েৎ॥
গুরবো বহবঃসন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্ল্লভো গুরুরেকোহি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥"

প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতের সঙ্গীতালোচনার তুলনা করিলে বোধ হয়, পূর্ব্বে যাহা ছিল এক্ষণে তাহার চতুর্থাংশ আছে কি না সন্দেহ। শুদ্ধ যে আলোচনার অল্পতা হইয়াছে এমন নহে, অনেক রাগ রাগিণীর স্বর, লয় ও তাল প্রভৃতির ও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

সঙ্গীতের ক্ষমতা অতি চমৎকার—রাগ রাগিণীর প্রকৃত স্বর মিলন হইলে মনুষ্যের মনের অবস্থা প্রতি রাগিণীতে বিভিন্নরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। দীপক রাগে আগুন জ্বলে, মল্লারে বৃষ্টি হয় একথা বড় উড়াইয়া দিবার কথা নয়—যথার্থ স্বরে দীপক রাগ গীত হইলে কি শ্রোতা কি গায়ক উভয়েরই শরীর ও মন অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠে, মল্লারে শরীর শীতল হয়, প্রকৃতি স্তব্ধ হয়।

আজ কাল এই সকল রাগের স্বরে কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, সে জন্য স্বরের বিবিধ ভাবোদ্দীপক ক্ষমতারও হ্রাস হইয়াছে। বেহাগ রাগিণীর স্বরে মনে এক অপূর্ব্ব ঔদাস্য আসিবে—কোথায় আছি, কি অবস্থায় আছি, কি করিতেছি জ্ঞান থাকিবে না—সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি জন্মিবে—সেই জন্য দিবসে বেহাগ গাইবার সময় নয়, উহা নিশীথে নিভৃতে গাইতে হয়। এই প্রকার রাগ রাগিণীর অপরাপর প্রসূত সময় ও নিয়ম বিশিষ্টরূপে নির্দ্ধারিত আছে; কিন্তু তাহার যথার্থ ব্যবহার এক্ষণে প্রায় লুপ্তপ্রায়, যে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকে, এসকল কারণে সঙ্গীতের এত অনাদর দেখিতে পাওয়া যায়, আজ কাল সঙ্গীত যেন একটা ছেলে খেলার জিনিষ হইয়াছে।

সঙ্গীতের অবস্থা এরূপ দিন দিন অবনত হইবার আরও কয়েকটি কারণ দেখা যায়। প্রথমতঃ অধীনতার দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর বন্ধন। মনের স্ফূর্ত্তি নাই আনন্দের বিকাশ

হয় না—অন্তরের ভাব প্রকাশ্যে জানাইতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ বলের অভাব। সঙ্গীতশাস্ত্র সমুদ্রবিশেষ, সে সমুদ্রে সাঁতার দিতে ধৈর্য্য চাই—বুকের বল চাই—আবার শরীরের দৃঢ়তা থাকা অতি আবশ্যক। ফুপ্‌ফুস্‌ ও হৃৎপিণ্ড বিলক্ষণ সবল ও কার্য্যক্ষম না হইলে লোকে গায়ক হইতে পারে না। যাহার মন দুর্ব্বল, শরীরও দুর্ব্বল, সে ব্যক্তি সঙ্গীত শিখিতে পারে না।

ভারতবর্ষে সঙ্গীতবিদ্যাটী চতুবর্গফলপ্রদায়িনী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। আমাদিগের দেশে রীতিমত সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ গুরু নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য। আবার যদি কাহাকেও উপযোগী শিক্ষক বলিয়া পাওয়া যায়, তাহা হইলেও, পাছে শিষ্য উন্নতিসাধন করিয়া উচ্চপদ প্রাপ্ত হয় এই স্বার্থপরতা ও নীচহিংসা-দোষে কেহ কাহাকেও সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দেন না। মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, পঞ্জাব ও হিন্দুস্থান এই চারিটী স্থানে এক সময়ে গীতবাদ্যের বিশেষরূপ চর্চ্চা হওয়াতে চারি প্রকার সঙ্গীতের নাম হইয়াছে, কিন্তু এই চারি প্রকার সঙ্গীতের মধ্যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশিত আছে। এক্ষণে ক্রমান্বয়ে সঙ্গীতের হীনাবস্থা হইয়া পড়িতেছে ও অনেক স্থানে ইহার অনুষ্ঠান একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। এবং যে সকল স্থানে ইহার শিক্ষক আছেন, তাঁহারা প্রায় আপন ঘরওয়াণাতেই

সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং আধুনিক শিক্ষার্থী-ছাত্রগণও অনেকাংশে বেইমান বা বিশ্বাসঘাতক পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সঙ্গীতবিদ্যার অবনতি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আমার নিজ নিদর্শনে আমি উত্তমরূপে বলিতে পারি যে, সুশিক্ষিত সঙ্গীতবিদ্যায় প্রকৃত নিপুণ ব্যক্তি, আমি বড় অল্প জনকে দেখিতে পাই। বাঙ্গালা ও পশ্চিম নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি কিন্তু কোথাও সঙ্গীতবিদ্যার যথার্থ আলোচনা দেখিতে পাই না। অন্যপক্ষে যাহা-দিগকে সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ সুযোগ্যব্যক্তি বলিয়া মনে প্রতীতি জন্মিয়াছে, তাঁহারা এক্ষণে বৃদ্ধ বলিয়া নিতান্তই কার্য্যাক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন। সেই জন্য সঙ্গীতবিদ্যার এরূপ ভয়ানক লুপ্তপ্রায় দশা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আরও বলিতে হইবে, ইহা অনভিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞানবিরহিত ব্যক্তিদিগের ব্যবহারে পড়িয়াছে বলিয়া, ইহার কোনরূপ উন্নতি সাধন হইতেছে না। সাধারণতঃ একে লোকে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে যন্ত্রণা-ভোগ করিয়া থাকে, আবার যদিও সময় পাইলে কাহারও সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাও অধ্যাপক-দিগের কুস্বভাব দোষে অনেক সময় ফলবতী হয় না। এই ভয়ানক কারণে ইহা এতদূর ঘৃণার্হ ও দুরপণেয় কলঙ্ক ও বিষাদের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

পুরাকালের সুসভ্য দেশ মাত্রেই সঙ্গীতের বিশেষ আদর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসে মহাকাব্য-

সমূহ ও অপরাপর যাবতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নগরীর প্রত্যেককে রাজপথে গীতরূপে গাহিতে হইত, সে সময়ে লিখনপ্রণালীর প্রচলন সম্পূর্ণ হয় নাই; লোকে শুনিয়া ইতিহাস শিখিত, কাব্য শিখিত, বৃদ্ধ বয়সে আপন বালক বালিকাদিগকে তাহাই শিখাইয়া যাইত, সঙ্গীত হইতে তাহারা পুরুষানুক্রমে আবশ্যক সকল বিষয়ই শিখিত। বিশেষতঃ রাজসভায় একজন বিখ্যাত ও শিক্ষিত গায়ক থাকিতেন।

ভারতে এলেকজ্যাণ্ডারের আগমন হইতে সঙ্গীতবিদ্যার প্রাদুর্ভাব একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তৎপূর্ব্বে সঙ্গীতের বিশুদ্ধ আলোচনা ছিল। কথিত আছে যে, পাইথাগোরাস, পোপ গ্রিগরী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রথমে স্বর লিখনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রীসদেশীয় আলেকজাণ্ডার বাদশার দ্বারা প্রথম নহবত সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তিনি নিজে সঙ্গীতবিদ্যা ভালরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এরূপ আর আর অনেকেই সঙ্গীতবেত্তা হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। পরে ইটালিতে ইহার সমধিক চর্চ্চা ও উন্নতি হয়। ক্লিওপ্যাটরার দ্বারা ইজিপট্ দেশে সঙ্গীতবিদ্যা প্রচারিত হইয়াছিল। বর্ণী সাহেব কৃত ইতিহাসে অবগত হওয়া যায় যে, গ্রীক জাতীয়েরা সঙ্গীতের অধিকভাগই মিসর এবং এসিয়ামাইনর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বরলেখা প্রণালীটির বিষয় কোথাও লিখিত নাই, সুতরাং এস্থলে বিবেচ্য হইতে

পারে যে, গ্রীকেরা তবে তৎপদ্ধতিটী কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? ভারতবর্ষ এবং মিসরে প্রথম সভ্যতা স্থাপিত হয়, ইহা সকল ঐতিহাসিকের উদার চিত্তের কথা। এবং অন্যান্য গ্রন্থেও ইহার বিস্তর পোষকতা দেখিতে পাওয়া যায়। "পোকক সাহেব কৃত ইণ্ডিয়াইন গ্রীক নামক গ্রন্থেও লিখিত আছে যে, গ্রীকদিগের বিদ্যোপার্জ্জন ও সভ্যতা লাভ ভারতবর্ষ হইতেই হইয়াছিল। আবার গ্রীক-দিগের নিকট হইতে সমগ্র ইউরোপখণ্ড সভ্যতা ও বিদ্যা লাভ করেন ইহাও প্রমাণিত কথা। এখনও গ্রীকদিগের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই ভারতবর্ষের সহিত সৌসাদৃশ্য আছে। বিশেষতঃ মহামহো-পাধ্যায় পাইথাগোরাস যে, ভারতবর্ষে আসিয়া নানা প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা আর অধিক আড়ম্বর করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে না যে ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত বিদ্যা অতীব প্রাচীন। যদি কাহারও এরূপ ভ্রম উপস্থিত হয় যে,সে বিষয় কতদূর সঙ্গত কথা, তবে এই অবধি পাঠক-দিগের নিকট জ্ঞাপন করিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, তাহাদিগের সঙ্গীতবিদ্যা উত্তমরূপ শিক্ষা করা অতীব প্রয়োজনীয়। সজ্জনেরা সঙ্গীতবিদ্যা যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা করিলে তবে ইহার নিগূঢ় ভাব সকল ভালরূপ বুঝিতে সক্ষম হইবেন, বৃথা তর্কে কোন ফল ফলিবে না। সঙ্গীত বিনোদনসামগ্রী, আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্য ইহার অনুষ্ঠান অনেকেই করিয়া থাকেন—

তর্কের সামগ্রী নয়। কোন্ জাতীয় সঙ্গীত উত্তম ইহা শ্রবণশক্তির দ্বারা অবগত হওয়া যাইবেই যাইবে। যাহার সঙ্গীতবিদ্যায় কোন জ্ঞান নাই, তিনিও সুরের মোহিনী শক্তিতে নিশ্চয়ই বিমুগ্ধ হইবেন। সুর বা শব্দ দেহ ভাণ্ডারে অনাহতরূপে বিরাজিত আছে। প্রকৃত সুর গায়কের মুখ হইতে বাহির হইলে নিশ্চয়ই দেহের অনাহত শব্দকে মাতাইয়া শ্রোতার মনকে বিমুগ্ধ করিয়া থাকে। এরূপ বিমোহিনীশক্তি ভারতবর্ষীয়সঙ্গীত ভিন্ন আর কোন দেশীয় সঙ্গীতের নাই; এবং অপর কোন দেশের সঙ্গীত যে এত উদ্দীপ্তিকর নয়, ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। সকলই ইহার পরম বিমুগ্ধকরী শক্তিতে পরাভূত বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এবং প্রত্যক্ষ ফলেও এইরূপ বিশ্বাস নিশ্চয়ই শ্রোতৃবর্গের অন্তরে জন্মিবে, সে বিষয় কোনরূপ সন্দেহ নাই।

হিন্দু রাজারা স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইলে সঙ্গীত-বিদ্যা উন্নতির পরকাষ্ঠাশূন্য হইয়া যাইতে লাগিল। কবিতা, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত-প্রায় হইয়া স্বাধীন দেশেই সমুন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে ভারতের পুরাতন ধন সকল ভয়ানক অধীনতাদোষে একেবারে লুপ্তপ্রায় হইতে লাগিল। লোকেরা যথেচ্ছাচার ও অধীনতার বশবর্ত্তী হইয়া দেশীয় স্বর্গীয় সামগ্রী পরম রতন সঙ্গীতবিদ্যাকে একেবারে হৃদয়ের প্রিয়তম স্থান হইতে উদ্ঘাটিত করিয়া সকলেই

অধীনতার বশবর্ত্তী হইলেন। যে ভারতবর্ষের মহৎ জয়পতাকা এক সময়ে সর্ব্বদেশকে পরাজিত করিয়াছিল, যে ভারতবর্ষের পুরাতন মহাজনদিগের নিকট অনেক সুসভ্য জাতি নানা প্রকার বিদ্যাশিক্ষা করিতে ব্রতী থাকিতেন, আজ সেই আর্য্যবংশীয়েরা সামান্য নীচ শিক্ষার প্রভাবে দুরপণেয় কলঙ্ক বিষাদে আকৃষ্ট হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা ভারতের শোচনীয় বিষয় আর কি হইতে পারে। হায়! ভারতভূমি তুমি কি বিষাদের বিষয় হইয়াছ, তোমার মুখমণ্ডলকে কোথায় সকলে হর্ষপূর্ণ দেখিবে, তাহা না হইয়া অতুল বিষাদ সাগরে ভাসিতেছে! কোথায় সকলে সেই আর্য্যসন্তান-দিগের ন্যায় হৃদয় মনকে পবিত্রভাবে সংযত করিয়া মহৎ বেদ সমূহ পাঠ করিবেন, সঙ্গীতবিদ্যার সমুজ্জ্বল স্রোত প্রবাহিত হইয়া সকলে পরমানন্দ উপভোগ করিবেন, কোথায় সকলে সেই পুরাকালীন মহাজনদিগের ন্যায় সত্যা-চার দয়াধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সঙ্গীতবিদ্যা ও অপর অপর বেদ সমূহ শিক্ষার্থে গুরুদিগের চরণ সেবা করিয়া উজ্জ্বলশিক্ষায় সমন্বিত হইবেন, কোথায় পরস্পর পরস্পরের অভাব বিদূ-রিত করিয়া নীচস্বার্থপরতাকে জলাঞ্জলি দিবেন, সদ্‌গুরু অন্বেষণ করিয়া আপন আপন জীবন মন ও আত্মাকে চরি-তার্থ করিবেন, পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে নিবদ্ধ করিবেন, সকলে আর্য্য নামে পরিচিত হইবেন, তাহা না হইয়া ভারতে আর্য্য নামের কলঙ্ক বিস্তারিত হইতেছে। ভারত

বর্ষের সত্য ও পবিত্র নাম এইরূপে কলঙ্কসাগরে ভাসিতেছে—তাঁহার উজ্জ্বল মুখের কিছুমাত্র শোভা নাই। লোকেরা স্বেচ্ছাচার হইয়া বিষম অধীনতার ঘোরতর বন্ধনে নিপতিত থাকিয়া কালাতিপাত করিতেছেন। এইরূপে সমাজের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইতেছে। লোকেরা ও কলি যুগের যুগধর্ম্ম আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনের বশবর্ত্তী এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে, সকলে আত্মমঙ্গলের জন্য ধর্ম্মচিন্তা, আত্মনির্ণয় ও সঙ্গীতালোচনা প্রভৃতি যাহা কিছু পরম ও রমণীয়গুণ উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে তৎসমুদয় অনুষ্ঠান করিতে একেবারে বিরত হইয়াছেন। কালের করালমুখ যতদিন না বিমুখ হইতেছে, ততদিন আর এই সকল স্বেচ্ছাচার লোকের মঙ্গলের উপায় কোথায়? সদ্‌গুরু পরম পিতার দয়াভিন্ন জীবের আর এই ভয়ানক শোচনীয় অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার অন্য উপায় নাই। সুতরাং সঙ্গীতবিদ্যার ও এইরূপ শোচনীয় দশা ঘটিয়াছে।

সংসার অসার ও অনিত্য, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইহার স্বাভাবিক গুণ। ইহা সকলেই জানে, তবে কেন যে, লোকে সৎপথের পথিক হয় না ইহা মানবের জন্মান্তরের ভীষণ কর্ম্মফলদোষ বলিয়া অবগত হওয়া যায়। জীবসকল নানা কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, অর্থের জন্য লালায়িত হইয়া বহুবিধ দুঃখ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইতেছে, নানা প্রকার ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়া শেষে উৎকট

উৎকট রোগে আক্রান্ত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা জীবের শোচনীয় বিষয় আর কি হইতে পারে। বেদে কথিত আছে যে আদিনাদবিন্দুর অভ্যুদয়ে এই জগতের সমগ্র বিষয় সৃষ্টি হইয়াছে। মানবদেহ ভাণ্ডারে সর্ব্বদা আকাশবাণী হইতেছে—সেই আকাশবাণী দেহের পিণ্ডদেশে অধিষ্ঠিত হইয়া নানা সুখ দুঃখ প্রদান করিতেছে, অথচ তাহার নির্ণয় নাই, ইহা অপেক্ষা মানবের শোচনীয় বিষয় আর কি হইতে পারে! হে জীবসকল তোমরা ভাবিয়া দেখ, তোমাদিগের মঙ্গল সাধনের জন্য সেই অপার নাদসাগর উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা কর! প্রকৃত নাদে এই মন সমাহিত হইলে তবে জন্ম মরণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। আমাদিগের সঙ্গীত বিদ্যা সামান্য বিদ্যা নয়, ইহা মুক্তি-প্রদায়িনী অসীম ভাণ্ডার। ইহার যথার্থ আলোচনা এক্ষণে লুপ্তপ্রায় বলিয়া এত অনাদর প্রাপ্ত হইতেছে। লোকদিগের সঙ্গীতবিদ্যার উপর যথার্থ আস্থা নাই। সকলেই সংসারে বিমুগ্ধ হইয়া ইহাকে সামান্য বিদ্যা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার ন্যায় পরমবিদ্যা আর নাই, ইহা তাঁহারা একেবারেই জানেন না। মায়ার এমনি ভয়ানক মোহিনী শক্তি যে সকলেই ইহাতে বিমুগ্ধ রহিয়াছে। সর্ব্বগুননাশিনী মায়াই আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। জীব সকল ইহার ঘোরদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া পরমরমণীয় উপভোগ সকল উপভোগ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যেখানে মায়া অবস্থিত, সেখানে

সুর বা শব্দ অপ্রকাশিত থাকে। যেখানে মায়ার অধিষ্ঠান, সেখানে তাঁহার ঘোর জাল সুপ্রশস্ত। মিয়া তানসেনের গুরু হরিদাসস্বামী বৃন্দাবনের প্রান্তরে থাকিয়া সুরযোগ সাধনা করিতেন। হরিদাসস্বামী যোগী ছিলেন। গৃহ-ধর্ম্ম সর্ব্বত্যাগী হইয়া কেবল সুরসাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন বলিয়া সঙ্গীতের অতুল উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, একসময়ে আকবরবাদশা হরিদাসস্বামীর গান শুনিতে যাইলে, হরিদাসস্বামী সাক্ষাৎ রাগরাগিণীর মূর্ত্তি-গুলি বাদশাকে প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন। বাদশা তাহাতে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত ও বিমুগ্ধ হইলে হরিদাসস্বামীকে ইহার সবিশেষ কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে হরিদাসস্বামী এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, রাগরাগিণীরা যথার্থ স্বরে বিন্যাসিত হইলে, এই প্রকার রমণীয়রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে পাঠকগণ সঙ্গীতবিদ্যার আশ্চর্য্য ক্ষমতার বিষয় আলোচনা করুন—দেখুন হরিদাসস্বামী কি এক অদ্ভুত ক্ষমতা সঙ্গীতবিদ্যায় নিহিত করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, ইহা গৃহীর নিমিত্ত নহে ফকিরের আয়ত্তাধীন ধন। গৃহী গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিতে যত্ন করিলে কতক পরিমাণে ফলসাধন করিবেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত অনুষ্ঠান সাধুযোগী ভিন্ন সুসম্পন্ন হওয়া দুর্ঘট, ইহাও ধ্রুব নিশ্চয়। সঙ্গীতশাস্ত্র ঋষিদিগের আনন্দপ্রসূত ধন, ইহা কেমন করিয়া ভোগীরভোগ্য হইতে পারে, সুতরাং ইহাও

সম্ভবপর কথা। তবে সংসারীলোকে বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায় রাখিয়া সদ্গুরুসেবায় সঙ্গীতবিদ্যানুষ্ঠান করিলে কতক পরিমাণে ফললাভ করিবেন।

পূর্ব্বে কোন কোন সাধুপ্রবরেরা বহুদেশ অনুসন্ধান করিয়া সদ্গুরুলাভ করিতেন। তাঁহারা জীবের কল্যাণের জন্য এত অধিক সচেষ্ট থাকিতেন যে তাহা বর্ণনাতীত। সংসারের বহুবিধ কষ্টযন্ত্রণা, শোকদুঃখ সহ্য করিয়া তাঁহারা দুর্ল্লভ সদ্গুরুলাভ করিয়া দীক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। সদ্গুরুদেব শিষ্যের একান্ত অনুরাগ দেখিয়া সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিতেন। কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথায় যাইতে হইবে, সংসারে আসিয়া দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিবার কারণ কি, এই সমস্ত বিষয় সানন্দে শিষ্যের নিকট জ্ঞাপন করিতেন। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী এই চারি প্রকার শব্দের বিষয় শাস্ত্রে উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদে বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক এই দুই প্রকার শব্দের উল্লেখ আছে। সঙ্গীতবিদ্যা বর্ণাত্মক ও স্বরাত্মক উভয় সংযুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঋষিরা সদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া ওঁকার প্রতিপাদক পরব্রহ্মের অর্চ্চনা করিতেন। এই সকল অর্চ্চনা আলাপের দ্বারা পরিশেষ হইত। বর্ণাত্মক ও স্বরাত্মক শব্দগুলি যখন হৃদয়মন একত্রিত হইয়া বাহির হইত, তখন তাঁহারা ধ্বন্যাত্মক ওঁকার প্রতিপাদক পরব্রহ্মের অনাহতশব্দ শুনিতে পাইতেন। তখন সাধক সেই অনাহতশব্দের রূপলীলা দেহের অভ্যন্তরে অব-

লোকন করিয়া মানবজীবনের সার্থকতাসম্পাদন করিতেন। শাস্ত্রে চারি প্রকার যোগের বিষয় অবগত হওয়া যায়, যথা—হঠযোগ, মন্ত্রযোগ, রাজযোগ, ও লয় বা শব্দ যোগ। কোন এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সঙ্গে সংলগ্ন কিম্বা সংমিশ্রিত করার নাম যোগ। যোগ শব্দের এইরূপ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা—"কারণং কার্য্যমেব।" একটী উৎপত্তি দেখিলে তাহার কারণটীকে যোগ বলা যায়। সুকৌশলে কার্য্যনির্ব্বাহ করার নাম যোগ। চিত্তকে একাগ্র করার নাম যোগ এবং পরমাত্মার প্রতি আত্মাকে অর্পণ করাকেও যোগ বলে। শেষোক্ত লয়যোগটী সাধন করিলে বিশেষ যোগবল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। এই যোগবল দ্বারা আকাশে অর্থাৎ শূন্যমার্গে গমন করা যায়। এই যোগবল দ্বারা মৃত্তিকা মধ্যে অনেক দিবস অনাহারে থাকা যাইতে পারে ও মুহূর্ত্ত মধ্যে শতশত যোজন পথ অনায়াসে অতিক্রম করা যায় এবং অপার নাদসমুদ্র পার হইয়া অখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যেখানে যাহা সংঘটিত হইতেছে, তাহা অবগত হওয়া যাইতে পারে ও দীর্ঘায়ু লাভ হইতে পারে। অধিক কি, যোগ বলে সাধিত হয়না, এমন কার্য্যই নাই, ইহার দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করিয়া মহানির্ব্বাণ মুক্তি পর্য্যন্তও লাভ করা যায়। সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের মানবের পরমায়ু অধিক থাকাতে তাঁহারা উক্ত যোগ সকল অভ্যাস করিতে সমর্থ হইতেন। এক্ষণে কলিযুগে জীবের পরমায়ু অত্যল্প, সুতরাং সমুদয় বিষয়ে সংসিদ্ধ

হইবার উপায় একেবারেই সম্ভবেনা। সেই জন্য শব্দ-যোগের ব্যবধান কলিযুগের শ্রেষ্ঠসাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ পরমাত্মার নাম প্রচারের রীতি আছে। কিন্তু সদ্‌গুরু লাভ না হইলে জীবের কেমন করিয়া সেই আশা ফলবতী হইবে? পাষণ্ড স্বেচ্ছাচার গুরুর দ্বারা কোন বিষয় সংসিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। আবার বহু অন্বেষণ করিয়া সদ্‌গুরু লাভ করিতে পারিলে সাধকের সকল মনোরথ পূর্ণ হইয়া যাইবে, সংসারের তিনকুল উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে ইহাও সত্য কথা। গুরু শব্দ নিতান্ত দুরূহ, সামান্য গুণে কেহ কখন এই পরমপদ লাভ করিতে পারে না। যিনি আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল দূর করিয়া স্নায়ুবনিস্পন্দ হইয়াছেন। কামিনীকাঞ্চন যাঁহারপক্ষে বিষবৎ, যিনি ইহার অনিবার্য্য প্রলোভন হইতে একেবারে বিরত হইয়াছেন, যিনি এই দেহ-ভাণ্ডারের অন্তঃপুরে আপনার রাজসিংহাসনে আপনি বিরাজিত হইয়া পরম অমৃত পান করিতেছেন ও মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকৃত অনুরাগী সাধুশিষ্যের মনোরথপূর্ণ করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ সদ্‌গুরুপদ বাচ্য। আজ কাল গুরুশিষ্যের অভাব নাই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গুরুলাভও দুর্লভ, শিষ্য যোগ্য হওয়াও সুকঠিন—যথার্থ সত্যানুরাগীব্যক্তিই শিষ্য-নামের যোগ্য। সহজে গুরুলাভ হয়না বলিয়া আজকাল সকলবিদ্যার শোচনীয়অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং সঙ্গীতবিদ্যারও এইরূপ দশা ঘটিয়াছে। লোকেরা

যাহাকে তাহাকে গুরুনামে অভিহিত করিয়া, যাহার তাহার নিকট যৎকিঞ্চিত শিক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া সকল বিদ্যার এইরূপ অসম্পূর্ণদশা হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে জীবের পরমকল্যাণের জন্য সদ্‌গুরু অন্বেষণ নিতান্তই আবশ্যক। সময়ের উপর লক্ষ রাখিয়া জীবের বিরহযন্ত্রণার [illegible] সাধনের জন্য পরমাত্মার নিকট দয়া প্রার্থনা করিলে একদিন নিশ্চয়ই দয়া করিয়া সদ্‌গুরুদেব আপনার করিয়া লইবেন, তখন আর গুরুশিষ্য সম্বন্ধ থাকিবে না। তখন নিজেই পরম হইয়া যাইবে। সংসারে অনেকেই নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির আসক্তিতেআকৃষ্ট হইয়া নাস্তিকভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, মানব জীবনের আবার মঙ্গলামঙ্গল কি? তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘোর নরকযন্ত্রণা অনিবার্য্য, শেষে মৃত্যু আসিয়া তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া থাকে। কালের করাল মুখ হইতে উত্তীর্ণ না হইতে পারিয়া, তাহারা সাতিশয় যন্ত্রণাকষ্ট ভোগ করিয়া সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করে। একদিকে সাধুরা দেহের অভ্যন্তরে চিদাকাশের আকাশবাণী শুনিতে শুনিতে দেহ ত্যাগ করিয়া আকাশে বা স্বর্গে অধিষ্ঠান করেন। আর একদিকে নাস্তিকমানবগণ তিমিরাচ্ছন্ন সংসারের যন্ত্রণাকষ্ট ভুগিতেভুগিতে শেষে জন্মান্তরকে প্রাপ্ত হয়। এইরূপে একজন স্বর্গে যাইতেছে ও আর এক জন নরক ভুগিতেছে। সংসারের এই সকল অপূর্ব্ব লীলা একটী ধাঁধা। কেহ রাজা হইতেছেন, কেহ সাধুফকির

হইতেছেন, কেহ দীন দুঃখী হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কাল ও মায়ার কর্ম্মফল হইতে কেহ বাঁচিতে পারিতেছে না। অথচ কাহার চেতনা নাই, অনুরাগ নাই, সৎ হইবার পিপাসা নাই—অমৃত পান করিবার বাসনা নাই। হায়! ইহা অপেক্ষা জীবের শোচনীয় বিষয় আর কি হইতে পারে। হে জীব সকল তোমরা তোমাদিগের মঙ্গল সাধন কর, তোমরা কাল ও মায়ার করাল মুখ হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হও। তোমরা স্বকীয় সৎবাসনা পরিপূর্ণ কর, তোমাদিগের পরম মঙ্গল হইবে। পরের দোষ গুণ বিচার করিতে ছাড়, পরনিন্দা পরিহার কর, আপনার দোষ, আপনার মন্দ গুণ সকল বুঝিয়া বুঝিয়া অবলোকন কর, তোমাদিগের পরম মঙ্গল হইবে। তোমরা জন্মমৃত্যু যন্ত্রণা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দেবদুর্ল্লভ অমৃত উপভোগ কর, তোমাদিগের পরম মঙ্গল হইবে। তোমরা সংসারের নরকযন্ত্রণাভোগ ত্যাগ করিয়া সদ্গুরুর চরণসেবা করিতে সচেষ্ট হও, তোমাদিগের পরম মঙ্গল হইবে। অতএব বৃথা সময়ক্ষেপণ না করিয়া নিজনিজ মঙ্গলার্থ যত্নশীল হও, তোমাদিগের মনেরসাধ পূর্ণ হইয়া যাইবে। সর্ব্বদা চেতনালাভ করিয়া দুর্ল্লভ মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদন কর, নতুবা পর জন্মে চৌরাশীলক্ষযোনি ভ্রমণ করিতে হইবে। এই মানবজন্ম অবহেলা করিয়া নষ্ট করিলে আবার মানবজন্ম হইবে না—পুনঃ পুনঃ নিকৃষ্টজন্ম হইবে। এই ভয়েভীত হও, সদ্গুরুরচরণ দৃঢ় করিয়া ধর।

গুরুকে মানুষজ্ঞান করিও না—তাঁহাকে সাক্ষাৎ সত্য-পুরুষ জানিয়া চরণসেবা কর, তোমাদিগের পরম মঙ্গল হইবে। সতীস্ত্রী যেমন আপনার পতিকে সর্ব্বস্ব দেবতা বলিয়া জানে, মৎস্য যেমন জলমগ্ন হয়, চাতক পাখী যেমন স্বাতি নক্ষত্রের জল ভিন্ন আর কিছুই পান করে না, হে জীব সকল তোমরাও সেইরূপ গুরুভক্ত হও। সর্ব্ব-ত্যাগী হইয়া সদ্‌গুরুরচরণে সুমতি প্রদান করিলে সাধ-কের সকলসাধ মিটিয়া যাইবে। ভক্তিতে মুক্তি আছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত ভক্ত কোথায়? গুরুরচরণ সেবার জন্য সর্ব্বত্যাগী গুরুভক্ত কোথায়? যখন প্রকৃতভক্ত হইবে তখনই ভক্তের অধিষ্ঠাত্রী পরম বরণীয়দেবতা সেই সদ্‌গুরুরূপ দেহভাণ্ডারের অভ্যন্তরে দর্শন করিতে পাইবে। যতদিন না কপটতা যাইতেছে, যতদিন না হৃদয়মন সেই চরণে সর্ব্বত্যাগী হইয়া প্রাণ-মন-ধন সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারা যায়, ততদিন সাধকের সদ্‌গুরু লাভ মরীচিকা আশার ন্যায়। অতএব সত্যকে আশ্রয় করিয়া, ধর্ম্মকে সহায় জানিয়া, সর্ব্বদা জীব সকল আপন আপন মঙ্গল সাধন করিতে থাক।

মুসলমান বাদশাদিগের রাজত্বের প্রারম্ভকাল হইতে সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনা অতি গভীরতমভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল। বাদশাদিগের নিজের সঙ্গীত প্রকাশিত ছিল না, তাঁহারা আমাদিগের সঙ্গীতের অনুকরণ করিয়া নিজের মতে অনুগত করিয়া লইয়াছিলেন। কোরাণশাস্ত্রে সঙ্গীত

দ্বারা মনঃসংযোগ প্রক্রিয়ার কোন কথা না থাকাতে, তাঁহারা আমাদিগের ভারতবর্ষীয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীমোদিত পরম মনোমোহনকারী সঙ্গীতবিদ্যাকে উত্তম বিবেচনা করিয়া, ইহার উপর বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতে যত্নশীল হইয়া ছিলেন। সঙ্গীত দ্বারা যে তন্ময়চিত্ত হওয়া যায় আকবর বাদসাহ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। সম্প্রতি পাশ্চাত্য-দিগের মধ্যে সঙ্গীতদ্বারা ঈশ্বর উপাসনা প্রচলিত। বাদশাদিগের বার মোকাম, চব্বিশ গোসা আটচল্লিশ সোবা প্রভৃতি আমাদিগের সঙ্গীতশাস্ত্রের অনুকরণ মাত্র, তাঁহা-দিগের উৎসাহ যত্ন ও অনুকম্পায় সেই সময় অনেকগুলি সুপ্রসিদ্ধ গায়ক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মিয়াতানসেন আকবরবাদশার সভায় প্রধান গায়ক ছিলেন। কথিত আছে যে, তানসেন গান করিলে তাহার কণ্ঠ হইতে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন সুর বাহির হইত। তাঁহার গান শুনিলে বোধ হইত, যেন ঠিক তিন জন লোকে গান করিতেছেন। তাঁহার গানে সকলেই বিমুগ্ধ হইত। এরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা তানসেনের থাকায়, তিনি এতাদৃশ খ্যাতাপন্ন হইয়া ছিলেন। এককণ্ঠে তিনটী কিম্বা চারিটীস্বর একত্রে বাহির করা বড় সামান্য কথা নহে। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমা-দিগের দেশের সঙ্গীতবিদ্যার যথার্থ পরিপক্কতা শ্রীকৃষ্ণমহা-রাজের দ্বারা চরম সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। তাঁহার মুরলীবংশীতে নাদসাগরের অপার মহিমার বিষয় প্রকাশিত ছিল। তিনি মুরলী বাজাইলে সকলে সর্ব্বকর্ম্ম ভুলিয়া

তাঁহার মুরলীবংশী শুনতে আসিত—সকলে এত মোহিত হইত যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি ভিন্ন গোপিনীদিগের আর কিছুই ভাল লাগিত না। তাঁহার এরূপ মোহিনীশক্তির প্রমাণ রাসলীলা ও কালিয়দমন। সামান্য বাঁশেরবাঁশীর মধ্যে যে, এরূপ বিচিত্রক্ষমতা ইহা নিশ্চয়ই ভগবান শ্রীকৃষ্ণমহারাজের পূর্ণশক্তির বিকাশ বলিয়া অবগত হওয়া যায়। যদি বাঁশের বাঁশীর ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে সকলেই সঙ্গীতবিষয়ে অদ্ভুত ক্ষমতা উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

সংস্কৃতশাস্ত্রে কথিত আছে যে, নাদ আকাশ হইতে উৎপন্ন, ঐ নাদ কোন বস্বন্তরের আঘাতে উৎপন্ন হইয়া বায়ুযোগে আকৃষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়া শ্রবণপ্রত্যক্ষ হয়। নাদ দ্বিবিধ—বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির অভিঘাতজনিত নাদকে বর্ণাত্মকশব্দ কহা যায়। যেমন পুস্তকাদি পাঠ করা। আর কোন বস্তুতে অন্য বস্তুর অভিঘাতে যে নাদ অস্পষ্টরূপে উৎপন্ন হয়, তাহাকে ধ্বন্যাত্মক নাদ কহা যায়। যেমন একশব্দ হইতে অন্য একটী সমুত্থিতশব্দ, একটী কাষ্ঠ লইয়া অন্য কাষ্ঠের সহিত ঠক্ ঠক্ শব্দ ইত্যাদি।

উপক্রমণিকা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সপ্তস্বরের বিবরণ।

সেই পরমাত্মা প্রণবরূপে জগৎব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। সেই প্রণবধ্বনি হইতে ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব প্রভৃতি চারি প্রকার বেদের সৃষ্টি হইয়া বেদমন্ত্র সকল ঋষিগণ গান দ্বারা পাঠ করিয়া জগতের যাবতীয় জীবগণকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতেন। সঙ্গীতবিদ্যার সৃষ্টি হইলে পর চতুর্দ্দশ ভুবনে সকল লোকেতেই প্রকাশ হইয়াছিল, তন্মধ্যে এই ভারত মহীখণ্ডে সোমেশ্বর, ভরত, কল্লিনাথ, হনুমান এই চারিজনের চারিমত গানের পদ্ধতিরূপে প্রচলিত হয়। সেই সকল মত হইতে যবনজাতীয় গায়কগণ যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছি, গুণগ্রাহিগণ অনুগ্রহবিতরণে ও শ্রবণাবলোকনে স্বীয় ২ মহত্ব প্রকাশ করিবেন। দেবাদিদেব মহাদেব সেই প্রণবধ্বনিকে প্রথমতঃ সপ্তখণ্ডে বিভাগ করিয়া মূলনাম স্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, যাহাকে হিন্দীভাষায় সুর বলিয়া ব্যবহার করা যায়। প্রথম স্বরের নাম ষড়জ, সংস্কৃত ভাষায় ষকারে, খকারের উচ্চারণ ব্যবহার থাকায় খরজ

ম বিখ্যাত আছে। দ্বিতীয় স্বর ঋষভ, রিখব বলিয়া হার হয়। তৃতীয় স্বর গান্ধার। চতুর্থ স্বর মধ্যম। ঞ্চম স্বর পঞ্চম। ষষ্ঠ স্বর ধৈবত। সপ্তম স্বর নিষাদ ইত্যাদি স্বরের নাম প্রচলিত আছে।

কোমল ও তীব্র স্বর।

ঐ সপ্তস্বরের মধ্যে দুইটী স্বর ষড়জ আর পঞ্চম শুদ্ধ স্বর অর্থাৎ অচল বিকারশূন্য, অন্য পাঁচটী স্বর সচল অর্থাৎ তীব্র, ও কোমল ভাবধারণ করিয়া থাকে। হিন্দী ভাষায় যাহাকে তীয়র ও কোমল বলিয়া ব্যবহার করা যায়। স্বর অগ্রসর হইলে প্রথমনাম তীব্র, দ্বিতীয় অতিতীব্র, তৃতীয় তীব্রতর, চতুর্থ তীব্রতম আর ঐ স্বর পশ্চাৎ গত হইলে ক্রমে কোমল, অতিকোমল, কোমলতর, কোমল-তম এই প্রকার বিকৃতি লক্ষণ ঐ সপ্তস্বর বিকৃতির সহিত গণনায় দ্বাবিংশতি প্রকার নির্দ্দেশ হইয়াছে। অনুলোম বিলোম যাহাকে আরোহী ও অবরোহী বলিয়া থাকে, ষরজস্বর হইতে ক্রমে সপ্তস্বর অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করিলে তাহার নাম আরোহী, ঐপ্রণালীতে নিম্নে আগমন করিলে অবরোহী বলিয়া ব্যবহার হয়।

---

* সপ্তস্বর।

"শ্রুতিভ্যঃ স্যুঃ স্বরাঃ ষড়জর্ষভগান্ধারমধ্যমাঃ।
পঞ্চমো ধৈবতশ্চাথ নিষাদ ইতি সপ্ত তে।
তেষাং সংজ্ঞা সরিগমপধনিত্যপরা মতাঃ॥"

সপ্তস্বরের বিষয় সঙ্গীতশাস্ত্রে এইরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—স, রি, গ, ম, প, ধ, নি ইত্যাদি। স্বর চারি প্রকার হইয়া থাকে যথা—হ্রস্বস্বর—দীর্ঘস্বর, প্লুত-স্বর ও ব্যঞ্জনস্বর ইত্যাদি। পক্ষান্তরে আরও চারি প্রকার সুর যথা, বাদীসুর, সম্বাদী সুর, বিবাদীসুর, ও অনুবাদীসুর ইত্যাদি সুরের বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়! সপ্তসুরগুলি সাতটী পশুর শব্দ হইতে গৃহীত ও সপ্তদেবদেবীর অধিকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। যথা—

স্বরের বিবরণ।

সংখ্যা।	সপ্তসুর।	সপ্তপশুর শব্দ।	সপ্তদেবদেবীর অধিকৃত।
১	ষড়্জ	গাধা	অগ্নি।
২	ঋষভ	বেং	ব্রহ্মা।

---

* সঙ্গীতবেত্তারা পুরাকালে সুরকে ব্রহ্ম বলিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, পরব্রহ্ম সাত দিবসে এই অখণ্ড জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদনুসারে সঙ্গীতের সপ্তসুর প্রচারিত আছে।

	গান্ধার	ছাগল	সরস্বতী।
	মধ্যম	ময়ূর	মহাদেব।
	পঞ্চম	কোকিল	লক্ষ্মী।
৬	ধৈবত	ঘোড়া	গণেশ।
৭	নিষাদ	হস্তী	সূর্য্য।

স্বরের নাম ও উচ্চারণস্থান।

সংখ্যা।	সপ্ত স্বরের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	মূলস্থান।	অন্তঃস্থান।
১	ষড়জ	স	দন্ত	কণ্ঠ।
২	ঋষভ	রি	মূর্দ্ধ	তালু।
৩	গান্ধার	গ	কণ্ঠ	কণ্ঠ।
৪	মধ্যম	ম	ওষ্ঠ নাসিকা	কণ্ঠ।
৫	পঞ্চম	প	ওষ্ঠ	কণ্ঠ।
৬	ধৈবত	ধ	দন্ত	কণ্ঠ।
৭	নিষাদ	নি	দন্ত নাসিকা	তালু।

সপ্তক প্রকরণ।

নাভিস্থল হইতে বক্ষঃস্থল পর্যন্ত যে সকল স্থান তাহার নাম মন্দ্র তাহাতে প্রথম সপ্তকস্বর সংযুক্ত হয়। বক্ষঃস্থল হইতে কণ্ঠদেশ অবধি মধ্যস্থল তাহার নাম মধ্য

তাহাতে দ্বিতীয় সপ্তকস্বর সংলগ্ন থাকে। দেশ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত তারস্থান, একারন্ধ্র নাম তার, তাহাতে তৃতীয় সপ্তকস্বরের সংখ্যা নি, হয়। এইরূপে মন্দ্র মধ্য ও তার ইত্যাদি তিন সপ্তকস্ব সংযোগ আছে। যথাঃ—

সপ্তকের রেখা।

		তার স রি গ ম প ধ নি।
	মধ্য স রি গ ম প ধ নি।	
মন্দ্র স রি গ ম প ধ নি।		

গ্রাম বিচার।

"সামবেদাৎ স্বরা জাতাঃ স্বরেভ্যো গ্রামসম্ভবঃ।
গ্রামেভ্যো জাতয়ো জাতা জাতিভ্যোরাগসম্ভবঃ।"

সঙ্গীতশাস্ত্র মতে মূর্চ্ছনা ও তানাদির আশ্রয় স্বরূপ স্বরসমূহকে গ্রাম কহে। গ্রাম তিন প্রকার যথা—ষড়জ গ্রাম, মধ্যম গ্রাম এবং গান্ধার গ্রাম। শাস্ত্রকর্ত্তারা বলেন, পঞ্চম স্বীয় চতুর্থশ্রুতিতে অধিকৃত ভাবে ধৈবত ত্রিশ্রুতি-সম্পন্ন থাকিলে তাহাকে ষড়জ গ্রাম বলা যায়। আর পঞ্চম

স্বীয় তৃতীয় শ্রুতি সংশ্রিত অথবা ধৈবত চতুঃশ্রুতিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে মধ্যম গ্রাম বলা যায়। দ্বিশ্রুতিবিশিষ্ট গান্ধার, ঋষভের অন্তিম ও মধ্যমের আদি এই শ্রুতিদ্বয় গ্রহণ করিলে এবং দ্বিশ্রুতি বিশিষ্ট নিষাদ ধৈবতের অন্ত্য ও ষড়জের আদিশ্রুতি গ্রহণ পূর্ব্বক চতুঃশ্রুতি সম্পন্ন হইলে গান্ধার গ্রাম হইবে।

মূর্চ্ছনা।

"ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহ অবরোহণম্।
মূর্চ্ছনেত্যুচ্যেতে গ্রামস্থা এতাঃ সপ্ত সপ্ত চ।
গ্রামত্রয়েপি প্রত্যেকং সপ্ত সপ্ত চ মূর্চ্ছনা॥"

গ্রামস্থ কোন স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী ষষ্ঠ স্বর ক্রমান্বয়ে উচ্চারণ করিয়া বিপরীত প্রথম উচ্চারিত স্বরে অবরোহণ করিলে তাহাতে স্বরগুলির যে ভঙ্গী হয় তাহাকে মূর্চ্ছনা কহা যায়।

আর সপ্তস্বরের শ্রুতিস্বরগুলি আরোহী অবরোহীর সহিত বিন্যাসিত হইলে সেই সেই শ্রুতি স্বরগুলিকে মেড় কহা যায়। একবিংশতিপ্রকার মূর্চ্ছনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাঃ—

মূর্চ্ছনার নাম।

সপ্তস্বর।	ষড়জগ্রাম।	গান্ধারগ্রাম।	মধ্যমগ্রাম।
স।	উত্তরমন্দ্রা।	সৌবিরী	নন্দা।
রি।	রজনী।	হারিণাখা।	বিশালা।
গ।	উত্তরায়ণী	কালোপনতা।	সোমপী।
ম।	শুদ্ধ ষড়জা।	শুদ্ধমধ্যা।	বিচিত্রা।
প।	মৎসরীকৃতা।	মার্গী	রোহিণী।
ধ।	অশ্বক্রান্তা।	পৌরবী।	সুখা।
নি।	অভিরুতা।	মন্দাকিনী।	আলাপী।

শ্রুতিবিচার।

"শ্রুত্যনন্তর ভাবী যঃ শব্দোহনুরণনাত্মকঃ।
মনোরঞ্জয়তি শ্রোতুশ্চিত্তং স স্বর উচ্যতে॥"

"স্বরূপমাত্র শ্রবণান্নাদানুরণনাত্মিকা।
শ্রুতিরিত্যুচ্যতে ভেদাস্তস্যা দ্বাবিংশতির্ম্মতাঃ।
ষড়জাদি পরিজ্ঞানং শ্রুতীনাং ফলমেব তৎ॥

————স্বরা শ্রুতিসমুদ্ভবাঃ।
শ্রুতয়ঃ স্থানসম্ভূতাঃ স্থানানি ত্রীণি তত্রহি।
হৃৎকণ্ঠঃ শির ইত্যাসাং ত্রিগুণাচ্চুত্তরোত্তরম্।
প্রত্যেকং স্থান মেতচ্চ দ্বাবিংশতি বিধং ভবেৎ।
হান্মূর্দ্ধ নাড়ি কালগ্না নাড্যো দ্বাবিংশিঃ স্মৃতা॥

"চতস্রঃ পঞ্চমে ষড়জে মধ্যমে শ্রুতয়োমতাঃ।
ঋষভধৈবতে তিস্রো দ্বে গান্ধারে নিষাদকে ॥
"এতে তু ধ্বনিভেদাঃ স্যুঃ শ্রবণাৎ শ্রুতিসংজ্ঞিতাঃ।
উচ্চোচ্চভাবনাপন্নাঃ দ্বিগুণাদুত্তরোত্তরম্ ॥
ক্রমাদুচ্চোচ্চতাযুক্তা বীণাকণ্ঠে তু লক্ষিতাঃ।
তা স্বর মণ্ডল যন্ত্রাদৌ দর্শয়ন্তি সুশিক্ষিতাঃ ॥"

গ্রামস্থ সপ্তক অভ্যন্তরীণ স্থানকে দ্বাবিংশতি সমভাবে বিভক্ত করিলে বিভাজক ধ্বনিরূপ বিন্দুকে শ্রুতি কহে। এবং সেই সেই ধ্বনির মধ্যে যে যে গুলি লইয়া গানে প্রয়োগ করা যায় তাহাকে স্বর কহে।

সপ্ত স্বরের বাইশটী শ্রুতিস্বর প্রাপ্ত হওয়া যায়।—ষড়জের চারি শ্রুতি, ঋষভের তিন শ্রুতি, গান্ধারের দুই শ্রুতি, মধ্যমের চারি শ্রুতি, পঞ্চমের চারি শ্রুতি, ধৈবতের তিন শ্রুতি, ও নিষাদের দুই শ্রুতি হইয়া থাকে। যথা—

শ্রুতির নাম।

স্বরের নাম।	শ্রুতির সংখ্যা।	শ্রুতির নাম।
ষড়জ।	চারি শ্রুতি।	তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দার, ছন্দবত্যা।
ঋষভ।	তিন শ্রুতি।	দয়াবতী, রঞ্জনী, রতিকা।
গান্ধার।	দুই শ্রুতি।	রৌদ্রী, ক্রোধী।
মধ্যম।	চারি শ্রুতি।	প্রসারিণী, বজ্রিকা, প্রীতি, মার্জ্জনী।
পঞ্চম।	চারি শ্রুতি।	ক্ষতি, রক্তা, সন্দীপনী, আলাপনী।
ধৈবত।	তিন শ্রুতি।	মন্দন্তি, রোহণী, রম্যা।
নিষাদ।	দুই শ্রুতি।	উগ্রা, ক্ষোভিণী।

স্বরের নামাদি নির্ণয়।

সপ্তস্বর—	ষড়জ।	ঋষভ।	গান্ধার।	মধ্যম।	পঞ্চম।	ধৈবত।	নিষাদ।
আকৃতি—	ব্রহ্মা।	নারদ।	অগ্নি।	বিষ্ণু।	ইন্দ্র।	শিব।	গণেশ।
সন্তান—	ভৈরব।	মালকোশ।	হিন্দোল।	দীপক।	মেঘ।	শ্রী।	নিঃসন্তান।
রূপ—	রক্তবর্ণ।	ঈষৎপীতবর্ণ।	অতিপীতবর্ণ।	শুভ্রবর্ণ।	কৃষ্ণবর্ণ।	পীতবর্ণ।	বিচিত্রবর্ণ
অধিকার—	জম্বুদ্বীপ।	প্লক্ষদ্বীপ।	শাল্মলিদ্বীপ।	কুশদ্বীপ।	ক্রৌঞ্চদ্বীপ।	শাকদ্বীপ।	পুষ্করদ্বীপ।
বার—	রবি।	সোম।	মঙ্গল।	বুধ।	বৃহস্পতি।	শুক্র।	শনি।
ঋতু—	হিম।	শিশির।	বসন্ত।	গ্রীষ্ম।	বর্ষা।	শরৎ।	
ছন্দ—	অনুষ্টুপ।	গায়ত্রী।	ত্রিষ্টুপ।	বৃহতী।	পংক্তি।	জগতী।	
মতান্তররূপ—	রক্তবর্ণ।	পাটলবর্ণ।	পিঙ্গলবর্ণ।	নীলবর্ণ।	কৃষ্ণবর্ণ।	শুভ্রবর্ণ।	রক্তবর্ণ।
মানবদেহে স্বরোৎপত্তির স্থান	আত্মা।	মস্তক।	হস্তদ্বয়।	বক্ষঃস্থল।	কণ্ঠ।	কটি।	পদদ্বয়।

কড়ি ও কোমল স্বর।

সপ্ত স্বরের মধ্যে পাঁচটীস্বর কোমল ও দুইটী তী
বা কড়িস্বর রাগরাগিণীর সহিত ব্যবহৃত হয়। যথা—

ষড়জ্ কোমলঋষভ, শুদ্ধঋষভ, কোমলগান্ধার, শু
গান্ধার।

পঞ্চম—শুদ্ধমধ্যম বা কড়িমধ্যম, কোমলধৈবত শুদ্ধ
ধৈবত, কোমলনিষাদ ও তীব্র বা কড়ি নিষাদ প্রভৃতি।

মূর্চ্ছনার স্বরগ্রাম।

১ উত্তরমন্দ্রা—স, রি, গ, ম, প, ধ, নি। ধ, নি, স, রি, গ, ম, প, ধ, নি, স, রি, গ।

২ রজনী—নি, স, রি, গ, ম, প, ধ। নি, স, রি, গা, ম, প, ধ, নি, স, রি, গ, ম, প, ধ, নি,।

৩ উত্তরায়ণী—ধ, নি, স, রি, গ, ম, প,। স, রি, গ, ম, প।

৪ শুদ্ধবড়জা—প, ধ, নি, স, রি গ, ম। রি, গ, ম, প, ধ, নি, স, রি, গ, ম, প, ধ।

৫ মৎসরীকৃত—ম, প, ধ, নি, স, রি, গ। গ, ম প ধ নি স রি গ ম প প ধ নি

৬ অশ্বক্রান্তা—গ ম প ধ নি স রি গ ম প ধ নি।

অভিরুক্তা—রি গ ম প ধ নি স। ম প ধ নি স
রি গ ম প ধ নি স।

সৌবিরী—ম প ধ নি স রি গ। নি স রি গ ম প
ধ নি স রি গ ম।

হারিণাশ্বা—গ ম প ধ নি স রি। স রি গ ম প
ধ নি স রি গ ম প।

৩ কলোপনতা—রি গ ম প ধ নি স। রি গ ম প ধ
নি স রি গ ম প ধ।

৪ শুদ্ধমধ্যা—স রি গ ম প ধ নি। গ ম প ধ নি
স রি গ ম প ধ নি।

৫ মার্গী—নি স রি গ ম প ধ। ম প ধ নি স রি
গ ম প ধ নি স।

৬ পৌরবী—ধ নি স রি গ ম প। প ধ নি স রি
গ ম প ধ নি স রি।

৭ হৃষ্যকা—প ধ নি স রি গ ম। ধ নি স রি গ ম
প ধ নি স রি গ।

সঙ্গীতসাধকদিগের উক্ত মূর্চ্ছনাগুলি সাধনা করিতে অসুবিধা বোধ হইলে তাঁহাদিগের পক্ষে কোন সুযোগ্য সঙ্গীতজ্ঞের অনুসন্ধান করা বিশেষ আবশ্যক, তাহা হইলে তাঁহারা উক্ত মূর্চ্ছনাগুলি অতি সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন। আমি সরল ভাষায় বিবৃত করিতে ত্রুটি

করি নাই, পাঠকেরা বুঝিয়া বুঝিয়া শিক্ষা করিলে বোধ হয়, অনেকাংশে কৃতকার্য্য লাভ করিতে পারিবেন। তবে একান্ত পক্ষে যদি আয়ত্তাধীন না হয় সেই জন্য গুরু অন্বেষণ করিয়া সাধকদিগের অভীষ্টসিদ্ধ করিবেন। এইরূপ সদোপদেশ সঙ্গীতসাধকদিগের সকল মনোরথের জন্য অবগত করিলাম।

বাদী, সম্বাদী, বিবাদী, অনুবাদী।

রাগাঙ্গে যে সুর প্রধানরূপে ব্যবহৃত হয় তাহাকে বাদী-সুর কহে, হিন্দুস্থানীতে যাহাকে (জান) কহে। এই নিমিত্তই পণ্ডিতগণ বাদীস্বরকে সুরের রাজা বলিয়া বর্ণনা করেন। বাদীসুরের সহিত যে সকল সুরের মিলন হয় তাহাকে সম্বাদী সুর কহে। যেমন ষড়জ হইতে পঞ্চমে উঠিতে কিম্বা পঞ্চম হইতে ষড়জে নামিতে মধ্যবর্ত্তী তিন সুর সম্বাদী। পণ্ডিতেরা ইহাকে বাদীর অমাত্য কহেন। আর যে সুরের শ্রুতিতে রাগের সৌন্দর্য্যাধিক্য সম্পাদন করে তাহাই বিবাদী নামে নির্দ্দিষ্ট। সকল সুরের শেষেতে যে সুরের মিলন হয় তাহাকে অনুবাদী সুর কহে। অনুবাদী সুর বাদী সুরের ভৃত্যবৎ।

বিকৃত স্বর।

শুদ্ধস্বর স্বস্থান হইতে বিচলিত হইয়া শ্রুত্যন্তর আশ্রয় করিলে বিকৃতস্বর নামে অভিহিত হয়। সঙ্গীত-শাস্ত্রে দ্বাদশটী বিকৃত স্বরের নির্দ্দেশ আছে। যথা—

বিকৃত স্বরের তালিকা।

সংখ্যা।	নাম।	ব্যবস্থিত।	অবস্থা।
১	চ্যুতষড়্জ।	মন্দাসংস্থিত।	দ্বিশ্রুতিবিশিষ্ট।
২	অচ্যুতষড়্জ।	ছন্দবতীস্থ।	দ্বিশ্রুতিবিশিষ্ট।
৩	বিকৃত ঋষভ।	রতিকাস্থিত।	চতুঃশ্রুতিবিশিষ্ট।
৪	সাধারণ গান্ধার।	বজ্রিকাস্থিত।	ত্রিশ্রুতিবিশিষ্ট।
৫	অন্তর গান্ধার।	প্রসারিনীস্থ।	চতুঃশ্রুতিবিশিষ্ট।
৬	চ্যুত মধ্যম।	প্রীতিসংস্থিত।	দ্বিশ্রুতিবিশিষ্ট।
৭	অচ্যুত মধ্যম।	মার্জ্জনীস্থিত।	দ্বিশ্রুতিবিশিষ্ট।
৮	ত্রিশ্রুতিমধ্যম।	সন্দীপনীস্থ।	ত্রিশ্রুতিবিশিষ্ট।
৯	কৈশিক পঞ্চম।	সন্দীপনীস্থ।	চতুঃশ্রুতিবিশিষ্ট।
১০	বিকৃত ধৈবত।	রম্যাসংস্থিত।	চতুঃশ্রুতিবিশিষ্ট।
১১	কৈশিক নিষাদ।	তীব্রাসংস্থিত।	ত্রিশ্রুতিবিশিষ্ট।
১২	কাকলী নিষাদ।	কুমুদ্বতীস্থ।	চতুঃশ্রুতিবিশিষ্ট।

স্বরকে স্বরগ্রাম করিলে এইরূপ বিকৃতস্বরের আবশ্যক হয়।

১। ঋষভকে স্বরগ্রাম করিলে এইরূপ বিকৃত স্বরের আবশ্যক হয়। যথা—

ঋষভ—স্বর। গান্ধার—ঋষভ। কড়িমধ্যম—গান্ধার। পঞ্চম—মধ্যম। ধৈবত—পঞ্চম। নিষাদ—ধৈবত। কোমল-ঋষভ—নিষাদ। এস্থলে কড়িমধ্যম ও কোমলঋষভ এই দুইটী বিকৃতস্বর।

২। গান্ধারকে স্বরগ্রাম করিলে এইরূপ বিকৃত স্বরের আবশ্যক। যথা—

গান্ধার—স্বর। কড়িমধ্যম—ঋষভ। কোমলধৈবত—গান্ধার। ধৈবত—মধ্যম। নিষাদ—পঞ্চম। কোমল-ঋষভ—ধৈবত। কোমলগান্ধার—নিষাদ। ইহাতে কড়ি মধ্যম, কোমলধৈবত, কোমলঋষভ ও কোমলগান্ধার এই চারিটী বিকৃত স্বরের আবশ্যক হইয়াছে।

৩। মধ্যমকে স্বরগ্রাম করিলে এইরূপ বিকৃত স্বরের আবশ্যক যথা—

মধ্যম—স্বর। পঞ্চম—ঋষভ। ধৈবত—গান্ধার। কোমল নিষাদ—মধ্যম। স্বর—পঞ্চম। ঋষভ—ধৈবত। গান্ধার—নিষাদ। ইহাতে কোমল নিষাদের প্রয়োজন হইয়াছে।

৪। পঞ্চমকে স্বরগ্রাম করিলে এইরূপ বিকৃত স্বরের আবশ্যক। যথা—

পঞ্চম—সুর। ধৈবত—ঋখব। নিষাদ—গান্ধার। সুর—মধ্যম। ঋখব—পঞ্চম। গান্ধার—ধৈবত। কড়িমধ্যম—নিষাদ। ইহাতে কড়িমধ্যম মাত্রের সাহায্যে স্বরগ্রাম স্থির হইয়াছে।

৫। ধৈবতকে স্বরগ্রাম করিলে এইরূপ বিকৃত স্বরের আবশ্যক। যথা—

ধৈবত—সুর। নিষাদ—ঋষভ। কোমলঋখব—গান্ধার। ঋখব—মধ্যম। গান্ধার—পঞ্চম। কড়িমধ্যম—ধৈবত। কোমলধৈবত—নিষাদ। ইহাতে কোমলঋষভ, কড়ি মধ্যম ও কোমলধৈবত এই তিনটী বিকৃত স্বরের প্রয়োজন হইয়াছে।

৬। নিষাদকে স্বরগ্রাম করিলে এইরূপ বিকৃতস্বরের আবশ্যক। যথা—

নিষাদ—সুর। কোমলঋখব—ঋখব। কোমলগান্ধার—গান্ধার। গান্ধার—মধ্যম। কড়িমধ্যম—পঞ্চম। কোমল ধৈবত—ধৈবত। কোমলনিষাদ—নিষাদ। ইহাতে কোমল ঋখব, কোমলগান্ধার, কড়িমধ্যম, কোমলধৈবত ও কোমল নিষাদ এই পাঁচটী বিকৃত স্বরের প্রয়োজন হইয়াছে।

বিকৃত স্বরের স্বরগ্রাম।

১। কোমলঋখবকে যদ্যপি স্বরগ্রাম করা যায়, তাহা হইলে এইরূপ বিকৃত ও প্রকৃত স্বরযোগে স্বরগ্রাম স্থির হইবে। যথা—কোমল ঋখব—স্থুর, কোমলগান্ধার—ঋখব, মধ্যম—গান্ধার, কড়িমধ্যমমধ্যম, কোমল ধৈবত—পঞ্চমকোমলনিষাদ—ধৈবত, স্থুর—নিষাদ, ইহাতে প্রকৃতস্থুর মধ্যম এবং খরজ, এই দুইটীমাত্র লাগিবে।

২। কোমলগান্ধারকে যদ্যপি স্বরগ্রাম করা যায়, তাহা হইলে এইরূপ বিকৃত এবং প্রকৃত স্বর যোগে স্বরগ্রাম স্থির হইবে, যথা—কোমলগান্ধার—স্থুর, মধ্যম—ঋখব, পঞ্চম—গান্ধার, কোমলধৈবত—মধ্যম, কোমলনিষাদ—পঞ্চম, স্থুর—ধৈবত, ঋখব—নিষাদ, ইহাতে প্রকৃত স্থুর মধ্যম, পঞ্চম, খরজ ও ঋখব এই চারিটী মাত্র লাগিবে।

৩। কড়িমধ্যমকে যদ্যপি স্বরগ্রাম করা যায়, তাহা হইলে এইরূপ বিকৃত এবং প্রকৃত স্বরযোগে স্বরগ্রাম স্থির হইবে, যথা—কড়িমধ্যম—স্থুর, কোমলধৈবত—ঋখব, কোমলনিষাদ—গান্ধার, নিষাদ—মধ্যম, কোমল ঋখব—পঞ্চম, কোমল গান্ধার—ধৈবত, মধ্যম—নিষাদ, ইহাতে প্রকৃতস্থুর—মধ্যম এবং নিষাদ এই দুইটীমাত্র লাগিবে।

৪। কোমল ধৈবতকে যদ্যপি স্বরগ্রাম করা যায়, তাহা হইলে এইরূপ বিকৃত ও প্রকৃত স্বরযোগে স্বরগ্রাম-

স্থির হইবে, যথা—ধৈবতকোমল—সুর, কোমল নিষাদ—ঋখব, সুর—গান্ধার, কোমলঋখব—মধ্যম, কোমল গান্ধার—পঞ্চম, মধ্যম—ধৈবত, পঞ্চম—নিষাদ, ইহাতে খরজ, মধ্যম ও পঞ্চম এই তিনটী প্রকৃত সুর লাগিবে।

৫। কোমলনিষাদকে যদ্যপি স্বরগ্রাম করাযায়, তাহা হইলে এইরূপ বিকৃত ও প্রকৃত স্বর যোগে স্বরগ্রাম স্থির হইবে, যথা—কোমলনিষাদ—সুর, সুর—ঋখব, ঋখব-গান্ধার, কোমলগান্ধার—মধ্যম, মধ্যম—পঞ্চম, পঞ্চম—ধৈবত, ধৈবত—নিষাদ, ইহাতে প্রকৃতসুর খরজ, ঋখব, মধ্যম, পঞ্চম, এবং ধৈবত এই পাঁচটীমাত্র লাগিবে।

রাগ রাগিণী।

"ভৈরবী গুর্জ্জরী রামকলিকা টোড়িকা তথা।
বৈরাটী স্বরসংযুক্তা, ভৈরবস্য বরাঙ্গনাঃ॥
বাগীশ্বরী ককুভাচ, পর্য্যাকা সোহিণী তথা।
খম্বাবতী গুণকলী, মালকোশস্য বল্লভাঃ॥
বসন্তী পঞ্চমী চৈব, ললিতা চ বিলাবলী।
দেশাক্ষী সহিতা এতা, হিণ্ডোলস্য বরাঙ্গনাঃ॥
মালবী ত্রিবণী গৌরী, পূর্বাচ টঙ্কিকা তথা।
শ্রীরাগস্যাঙ্গনাশ্চাথ, সায়ংকালে প্রগীয়তে॥
মল্লারী সৌরটী চৈব, সারঙ্গা রড়হংসিকা।
মধুমাধ্যাচ সংযুক্তা, মেঘরাগস্য বল্লভাঃ॥"

"ভৈরবো মালকোশশ্চ হিণ্ডোলো দীপকস্ তথা।
শ্রীরাগো মেঘ রাগশ্চ ষড়েতে পুরুষাঃ স্মৃতাঃ॥"
"মৃগাদিরাশীদ্বয় ভানু ভোগাৎ সর্ব্বর্ত্তবঃ
স্যুঃ শিশিরো বসন্তঃ।
গ্রীষ্মশ্চ বর্ষা শ্চ শরৎ তথৈব হেমন্ত নামা
কথিতোত্র ষষ্ঠঃ॥"

দেবাদিদেব মহাদেব সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রথম প্রকাশক, তাঁহার দ্বারা প্রথম সঙ্গীতবিদ্যার সমুজ্জ্বল উচ্ছ্বাস এই ভারতভূমিতে বিকীর্ণ হইতে পরিদৃষ্ট হয়। মহাদেবের প্রধানশিষ্য ব্রহ্মা; ব্রহ্মার পাঁচশিষ্য ভরত, নারদ, তুম্বুরু, হুহু ও রম্ভা। সঙ্গীতশাস্ত্রে চারি প্রকার মত প্রকাশিত আছে। যথা—ব্রহ্মার মত, ভরতের মত, হনুমন্ত মত ও কল্লিনাথ মত। ব্রহ্মা ও ভরতের মতে ছয় রাগ ত্রিশ রাগিণী, হনুমন্ত ও কল্লিনাথের মতে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী হইয়া থাকে। এক্ষণে কলিযুগে হনুমন্তের মত প্রচলিত।

"সঙ্গীতমারত্তৎকৃষ্ণ মুরলী নাদমোহিতঃ।
গোপীভির্গীতমারব্ধমেকৈকং কৃষ্ণ সন্নিধৌ।
তেন জাতানি রাগাণাং প্রহস্রাণি চ ষোড়শ॥"

নারদ সংবাদ।

পরে দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ মুরলী বাজাইলে ষোলসহস্র গেপিনীরা এক একটী রাগিণীরূপে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়াছিলেন বলিয়া, ষোল সহস্র রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে।

তৎপূর্ব্বে আরও ছাপান্নকোটি রাগরাগিণীর নাম সঙ্গীতশাস্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। স্থানাভাব প্রযুক্ত ইহাদিগের নাম প্রকাশিত হইল না। এক্ষণে তৎসমুদয়ের ব্যবহার নাই। মুসলমান বাদসাহদিগের সময়ে ব্রজবাওরা, গোপালনায়ক, নায়ববক্সু, আমিরখুসরু, হিঙ্গুবরস্, হরিদাসস্বামী ও তানসেন প্রভৃতি সুবিখ্যাত গায়কদিগের দ্বারা অনেক নুতন রাগ রাগিণী প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে শাস্ত্রোক্ত প্রচলিত রাগরাগিণীর নাম পাঠকদিগের নিকট জ্ঞাপন করা যাইতেছে। যথা—

রাগের নাম।	রাগিণীর নাম।
১ শ্রী।	মালশ্রী, ধনাশ্রী, মালবী, বসন্তী, আশাবরী।
২ ভৈরব।	ভৈরবী, সৈন্ধবী, বাঙ্গালী, বৈরাটী, মধুমাধবী।
৩ মেঘ।	সুরট, টঙ্কা, ভূপালী, গুর্জ্জরী, দেশকারী।
৪ হিন্দোল।	রামকিরী, বেলাবলী, ললিতা, পঠমঞ্জরী।
৫ মালকোশ।	কুকুভা, খাম্বাবতী, গুণকরী, গৌরী।
৬ দীপক।	দেশী, কামোদী, কর্ণাটী, নাটিকা॥

রাগরাগিণীর নাম।

শ্রীরাগ—রাগিণী গৌরী, পুরবী, মালোয়া, মুলতান, জয়তী। পুত্র—শ্যাম, কল্যাণ, মারু, ইমন, মোনধ্যান, গৌড়। পুত্রবধূ—ভীমপলাশ্রী, ধনাশ্রী, মালশ্রী, বারোয়োঁ, চিত্রাচকোরী, সহচরী—চন্দাবতী। সহচর—মঙ্গল।

২। ভৈরব—রাগিণী ভৈরবী, রামকেলী, যোগিয়া, গুণকেলী, বাঙ্গালী, বরারী। পুত্র—বিভাষ, ললিত, আভীর, কুকুভ, কোশক, অজয়পাল। পুত্রবধূ—কালেংড়া, সোহিনী, রঞ্জেনী, সুহা, সৈন্ধবী, মধনোসহবরি, মধুমাধবী। সহচর—মধুমাত।

৩। মেঘ—রাগিণী মল্লারী, দেশী, সুরট, নাটিকা, তরুণী কাদম্বিনী। পুত্র—সামন্ত, কর্ণাট, বড়হংস, গৌঁড়, অনন্তটঙ্ক। পুত্রবধূ—অম্বুজা, চঞ্চলা মালাবতী, রুদ্রাণী, মঞ্জুঘোষা, মোহিনী, সহচরী—সৌদামিনী। সহচর—সারঙ্গ।

৪। হিণ্ডোল—রাগিণী কানাড়া, শঙ্করাভরণ, সোহাগড়া, মালবী, আভিরী, পটমঞ্জরী। পুত্র—পঞ্চম, বসন্ত, বেহাগ, সিন্ধুড়া, সুরট। পুত্রবধূ—সম্বুরই, গান্ধারী। মালেনী, ত্রিবেণী, সহচরী—প্রমাদিনী। সহচর—পরজ।

৫। মালকোশ—রাগিণীরাগেশ্বরী, বাহার, সাহানা, আডানা, ছায়া, কুমারী, পুত্র—কেদারা, হাম্বির, নট, কামোদ, খাম্বাজ, বাহার। পুত্রবধূ—ভুপালী, কামিনী, ঝিঝিট, কামোদী, বিজয়া। সহচরী—জয়জয়ন্তী। সহচর—শঙ্করী।

৬। দীপক—রাগিণী দীপিকা, বরাটী, গুজরী, অষ্টী, রেওয়া, বহলা। পুত্র—বেলাবল—গান্ধার, খট,

সরফরদা, ত্রিবন, দেশকার। পুত্রবধূ—আশাবরী, টোরী, লীলাবতী, আলাইয়া, রত্নাবলী। সহচরী—সরস্বতী। সহচর—সমপৎ।

রাগের বিবরণ।

সপ্ত স্বর পরস্পর সঙ্গমের দ্বারা ষড়জ হইতে ভৈরব, ঋষভ হইতে মালকোশ, গান্ধার হইতে হিণ্ডোল, মধ্যম হইতে দীপক, পঞ্চম হইতে মেঘ, ধৈবত হইতে শ্রী ও নিষাদ নিঃসন্তান বলিয়া সঙ্গীতশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই রাগরূপ ছয়টী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া তিন বংশে বিভক্ত হইলেন। তাহার সংজ্ঞা, ওড়ব, খাড়ব সম্পূর্ণ, ভাবান্তরে ওড়, খাড় ও সম্পূর্ণ কহিয়া থাকে। তম্মধ্যে হিন্দোল ও মালকোশ পাঁচ স্বরযুক্ত বলিয়া ওড়ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দীপক এবং মেঘ ছয় স্বরযুক্ত খাড়ব বলিয়া বিখ্যাত আছে। ভৈরব ও শ্রী সপ্তস্বরযুক্ত সম্পূরণ বংশজাত বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। ওড়ব বংশে উক্ত দুই রাগাঙ্গে ঋষভ ও পঞ্চম বর্জ্জিত হয়। খাড়ব বংশে দুই রাগ ধৈবত রহিত হইয়াছে। সম্পূরণ বংশে দুই রাগ সপ্তস্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তদনন্তর ঐ ছয় রাগ পরস্পর সংযোগে অনুরাগ ও অনুরাগিণী ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া (নারদ পুরাণে লিখিত) তিন বংশজাত ছাপান্ন কোটি রাগ রাগিণী সৃজন হইয়াছে।

শুদ্ধ, শালক, সঙ্কীর্ণ।

রাগরাগিণীর মধ্যে শুদ্ধ আর শালক দুই প্রকার পদ্ধতি আছে, যাহাকে ভাবান্তরে শালগ কহে। যে রাগে অন্য রাগের সংযোগ নাই, তাহাকে শুদ্ধ রাগ বলা যায়। আর রাগ রাগিণী পরস্পর সংযোগে যে সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইয়াছে তাহাদিগের রাগ শালগ বলিয়া গান করা যায়। ঐ শালগ দুই প্রকার, রাগ শালগ ও একস্বর শালগ রাগ। শালগের বিবরণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। শুদ্ধ এবং শালগ রাগরাগিণীর মধ্যে যাহাদিগের স্বরের বিকৃতি হয় সেই স্থলের স্বরকে শালগ বলিয়া থাকে। আর দুইটী শুদ্ধ রাগ একত্র হইলে সঙ্কীর্ণ শব্দে ব্যবহৃত হয়। ঐ সঙ্কীর্ণ হইতে মহাসঙ্কীর্ণ, মহাসঙ্কীর্ণ হইতে ত্রিবিধ প্রকার ভেদ আছে।

বাদী, সম্বাদী, বিবাদী, অনুবাদীর মতান্তর অর্থ।

সাতটী স্বরের মধ্যে যে স্বর যে রাগের অঙ্গে সর্ব্বদা ব্যবহার হয় এবং রাগরূপ উজ্জ্বল করে সেই রাগের পক্ষে সেই স্বরকে বাদী বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। ঐ বাদী স্বরের নিকটবর্ত্তী যে সকল স্বর অনুগত থাকিয়া মধ্যমরূপে সংলগ্ন থাকে, সেই সকল স্বরের নাম সম্বাদী। যে সকল

স্বর স্বল্প ভাগে ব্যবহার হয়, তাহাদের নাম অনুবাদী, এবং যে স্বর সে ভাগে কদাপি ব্যবহার না হয় তাহাকে বিবাদী স্বর বলাযায়। এই প্রণালীতে বাদী, ইত্যাদি চারি প্রকার স্বরের ভেদ হইয়াছে।

ওড়ব, খাড়ব, সম্পূরণ।

ওড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ স্বরৈঃ ষড়ভিশ্চ ষাড়বঃ।
সম্পূর্ণঃ সপ্তভির্জ্ঞেয় এবং রাগাস্ত্রিধামতাঃ॥"

সঙ্গীত দর্পণ।

রাগরাগিণীরা তিন প্রকার জাতিবিশিষ্ট বলিয়া অবগত হওয়া যায়। যথা—ওড়ব জাত, খাড়ব জাত ও সম্পূরণ জাত। ওড়ব জাত রাগরাগিণীগুলি পাঁচ স্বর বিশিষ্ট হইয়া থাকে, খাড়ব জাতিগুলি ছয় স্বর বিশিষ্ট ও সম্পূরণ জাতি রাগরাগিণীগুলি সপ্তস্বর বিশিষ্ট বলিয়া সঙ্গীত শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়াযায়।

ছন্দ।

সঙ্গীত সম্বন্ধীয় নানা শাস্ত্রে নানা প্রকার ছন্দ প্রাপ্ত হওয়াযায়। ছন্দের নাম বিস্তর, সেই জন্য তৎসমুদয় না উল্লেখ করিয়া কয়েকটী নাম এই স্থলে প্রদান করা যাই-তেছে। যথা—ছন্দপিঙ্গল, ছন্দপ্রকৃতি বা চৌপায়া, ছন্দপজ্-ঝটিকা বা মোহমুদগর, ছন্দকুসুম বা পংক্তি, ছন্দমঞ্জরী বা মালবক, ছন্দ সস্তাবশতক বা লঘুত্রিপদী ইত্যাদি।

শব্দ যখন পরিমিত এক সমকাল বিভাগের দ্বারা উৎপাদিত করা যায়, তখন তাহার নাম ছন্দ। স্বরসংশ্লিষ্ট নানাবিধ কালবিভাগের উপর শব্দের বিবিধ গতি হওয়ায় নানা প্রকার ছন্দের উৎপত্তি হয়। ছন্দ সকলকে মাত্রা ও মাত্রা গতি অনুযায়িক সংলগ্ন করায় নানা প্রকার তালের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা—একটী ও দুইটী মাত্রার উপর যে ছন্দ স্থায়ী হয়, তাহার নাম পটতাল। এইরূপে পাঠকগণ সকল তালের বিষয় বুঝিতে পারিবেন।

আলাপ।

স্বর যোগে কিম্বা কোন তার যন্ত্র যোগে রাগ রাগিণীর রূপ মূর্ত্তিমান করার নাম আলাপচারী। তাহার মধ্যে উলত, পুলত, মূর্চ্ছনা, অংশ, ন্যাস, কলা, গমক, আকার, অলঙ্কার, তান, উপজ, লাগ, ডাঁট, দম, খম, ইত্যাদি বহুতর কার্য্যের নির্দ্দেশ আছে। একারণ কয়েকটী আলাপচারীর উপযোগিতার নাম মাত্র লিখিয়া নিরস্ত হইলাম। রাগরূপ আলাপ করিয়া যে রাগের মূর্ত্তি সঞ্চার হইয়া সংগীত বিষয়ে বিচক্ষণ শ্রোতাদিগের মনে অনুমান হয়, সেই অবস্থার নাম সঞ্চারী। আলাপচারীর বোল সংখ্যা—আনারিনা নাদারে তানা তানেম তানা তানা·নানা নাতারি।

স্বর কম্পনের নাম গমক। অনুলোম বিলোম সহিত মূর্চ্ছনাদি দ্বারা কোন রাগাদিকে সম্যক প্রকারে বিস্তার করার নাম তান। স্বরবিকার অর্থাৎ বদস্বর হওয়ার নাম কাকু। যে কতকগুলি ছন্দ যোজনা করিলে তাহার পদ

সংজ্ঞা হয় তাহাকে তুক কহা যায়, ছন্দ গান বিশেষে চারি পাদে বা দ্বিপাদে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহার এক একটী পদকে তুক বলিয়া জানা যায়। স্বর কখন উচ্চ সপ্তক কখন নিম্ন সপ্তক কখন বা মধ্য সপ্তক সহকারে রাগাদিকে অক্লেশে বিভাগ করিয়া গান করা বা বাজানার নাম বাঁট। রাগাদিতে নানা স্বর কৌশল দর্শনের নাম কর্ত্তব। কর্ত্তব করিবার সময় এমন সতর্ক থাকা উচিত যেন, রাগ-ভ্রংশকর বিবাদী স্বর না লাগে। গায়ক বা সুবাদক কর্ত্তৃক গান অথবা বাদন কালে সুরের সূক্ষ্মাংশ অথবা শ্রুতিগুলি পরস্পর একটু বিচ্ছিন্ন না হইয়া যে একটী চমৎকার সুর দণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহাকে লগ্নদণ্ড বা লাগডাঁট কহে। গায়ক বা বাদকদিগের ইচ্ছাধীন রাগানুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তান করাকে উপজ কহে। প্রতি উপজে অস্থায়ী প্রদর্শনের রীতি আছে। লয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সুরের দীর্ঘ স্থায়িত্বের হিন্দী নাম দম, ও লয় প্রদর্শন সহকারে সুরের সাময়িক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্রামকে থম কহা যায়। রাগের আদিতে যে সুর থাকে তাহার নাম গ্রহস্বর।* আর যে সুরে রাগ শেস করা যায়, তাহাকে ন্যাস স্বর কহা যায়। আলাপের এই কয়েকটী বিষয়ে গায়কদিগের বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

---

* গীতাদৌ স্থাপিতো যস্তু স গ্রহঃ স্বর উচ্যতে। ন্যাসস্বরস্তু বিজ্ঞেয়ো যস্তু গীতসমাপকঃ। বহুলত্বং প্রয়োগেষু স চাংশস্বর উচ্যতে॥ ইতি সঙ্গীতদর্পণং।

তাল।

"তালস্তল প্রতিষ্ঠায়ামিতি ধাতোর্ঘঞি স্মৃতঃ।
গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং যতস্তালে প্রতিষ্ঠিতম্" ॥

সিদ্ধানেশ্বর

"তাকারে শঙ্করঃ প্রোক্তোলকারে পার্ব্বতী স্মৃতা।
শিবশক্তিসমাযোগাত্তাল ইত্যভিধীয়তে ॥"

সঙ্গীতদর্পণ।

"তাণ্ডবস্তাদ্যবর্ণেন লকারো লাস্তশব্দভাক্।
যদা সঙ্গচ্ছতে লোকে তদা তালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥"

সঙ্গীতদর্পণ।

"হস্তদ্বয়স্য সংযোগে বিযোগে চাপিবর্ত্ততে।
ব্যাপ্তিমান যো দশপ্রাণঃ সকালস্তালসংজ্ঞকঃ ॥"

রাগার্ণব।

"মার্গদেশীতি তদ্দেধা তত্র মার্গঃ স উচ্যতে।
যো মার্গিতো বিরিঞ্চ্যাদ্যৈঃ প্রযুক্তো ভরতাদিভিঃ।
দেবস্য পুরতঃ শম্ভোর্নিয়তোহভ্যুদয়প্রদঃ ॥"

ইতি সঙ্গীতরত্নাকরে।

"চচ্চৎপুটশ্চাচপুটঃ ষট্ পিতা পুত্র কোহপিচ।
সম্পাক্কেষ্টাক উদঘট্ট স্তালঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পূর্ব্বং শিবস্য পঞ্চভ্যো মুখেভ্যোনির্গতা ক্রমাৎ ॥"
"দ্বর্গে মার্গাশ্রিতং দেশাশ্রিতং ভূতল রঞ্জকং।"

ইতি সঙ্গীতভাষ্যে।

তাল শব্দের বহু প্রকার বুৎপত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে সে সমস্ত প্রদত্ত হইল না। ফলকথা এই যে, সময়কে ছন্দানুসারে সমভাগে বিভাগ করাকেই তাল বলা যায়। সেই ছন্দ সকল মাত্রার গতিভেদ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন তাল বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

অমরনগরে সুরপতিসভায় দেবদেবীদিগের নৃত্য সময়ে তালের সৃষ্টি হয়। পুরুষদিগের যে নৃত্য তাহার নাম তাণ্ডব, স্ত্রীলোকদিগের নৃত্যের নাম লাস্য। ঐ তাণ্ডব এবং লাস্য উভয় শব্দের আদ্যাক্ষর লইয়া তাল শব্দের নির্দ্দেশ হইয়াছে। ভগবান মহাদেব ঐ তালশব্দ গ্রহণ পূর্ব্বক বহু সংখ্যক তালের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে প্রকারে অসংখ্য রাগরাগিণীর সৃষ্টি হয়, সেই প্রকার অসংখ্য তালের সৃষ্টি হইয়াছে। সঙ্গীতশাস্ত্রে ৩৬০ অধিক তালের উল্লেখ আছে, বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয় প্রকাশিত হইল না। প্রত্যেক তালের অন্তর্গত বহুসংখ্যক ক্রিয়া রহিত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে সংক্ষেপে বিশেষ কয়েক প্রকার ক্রিয়ার বিষয় অবগত করা যাইতেছে। যথা—১ তাল, ২ কাল, ৩ কৃথা, ৪ মান, ৫ প্রস্ত, ৬ জিত ৭ অঙ্গ, ৮ কলা, ৯ জাত, ১০ মার্গ, ১১ গিরি এই একাদশ প্রকার ক্রিয়ার নাম সঙ্গীতশাস্ত্রে উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সঙ্গীতশাস্ত্রে মার্গ ও দেশী দুই প্রকার তালের উল্লেখ আছে। মার্গ তাল স্বর্গে ও দেশী তাল মর্ত্ত্যে, প্রচলিত ছিল। একণে মার্গতাল কেবল মাত্র কীর্ত্তনে ব্যবহৃত

হইয়া থাকে। দেশী তালগুলি এখনও মৃদঙ্গে বা পাখওয়াজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সঙ্গীতশাস্ত্রে পাঁচটী মার্গতালের নির্দ্দেশ আছে। কথিত আছে যে এই পাঁচটী মার্গতাল মহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। যথা—চচ্চপুট চাচপুট, ষট্‌পিতাপুত্রক, সম্পর্কেষ্টাক ও উদঘট্ট ইত্যাদি। এক্ষণে যে যে তালগুলি এদেশে প্রচলিত বলিয়া প্রসিদ্ধ সেইগুলি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পাঠকগণ এই পুস্তকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের পাখওয়াজ ও তবলা শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে তৎসমুদয় তালের বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

লয়। *

"দ্রুতোমধ্যো বিলম্বশ্চ দ্রুতঃ শীঘ্রতমো মতঃ।
দ্বিগুণ দ্বিগুণৌ জ্ঞেয়ৌ তস্মান্মধ্যবিলম্বিতৌ॥"

সঙ্গীতশাস্ত্রে দুইটী স্বরের পরস্পর সম্মিলনকে লয় বলিয়া অবগত হওয়া যায়। যোগশাস্ত্রে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সহযোগ অবস্থাকে লয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

---

* মিয়া তানসেন নিজে তানপুরা বাঁধিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমার জুড়ির স্বর ঠিক হইয়াছে কি না সন্দেহ। তবে মোটামুটী রূপে অনেকেই স্বর বাঁধিতে পারেন। যাঁহাদিগের স্বাভাবিক এমন স্বরবোধ আছে যে, তদ্দ্বারা কোনটী নরম ও কোনটী কড়া তাহা কতক পরিমাণে স্থির করিতে পারেন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে ক্রমে দুইটী সমভাবে অর্থাৎ একভাবে আনিতে পারেন। কিন্তু ঐ স্বরের ঈষৎ তারতম্য প্রনিধান করা ও সূক্ষ্মরূপে মিলন করা অনেক চেষ্টা ও বহুদর্শিতার কার্য্য। নচেৎ একজন ইহাতে চিরকাল লিপ্ত থাকিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন কিনা সন্দেহ।

লয় তিন প্রকার হইয়া থাকে। যথা—দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত। দ্রুত যে পরিমাণে হইবে মধ্য তাহার দ্বিগুণ হইবে ও বিলম্বিত মধ্য লয়ের দ্বিগুণ হইবে।

সঙ্গীতবিদ্যাকে কখন কখন লয়বিদ্যা বলা যায়; ঐ লয় বাদ্য নৃত্য ও গীতের জীবন স্বরূপ। উহার ব্যতিক্রম হইলে সমুদয় উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। লয় বোধ যেমন কঠিন স্বর বোধ হওয়াও তদ্রূপ। ইহা দেখাইয়া দিবার নহে, তবে যাঁহার স্বাভাবিক লয় বোধ থাকে, তিনি অনেক যত্নে ও পরিশ্রমে ক্রমশঃ কিছু কিছু শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারেন। অনেকেরই এক প্রকার স্বাভাবিক লয় বোধ থাকে, সেই লয় বহু দিন ক্রমশঃ আলোচনা করিতে করিতে সূক্ষ্ম লয়ে অবস্থান করে। কিন্তু এমন লোকও অনেক আছেন যে, তাঁহাদের কিছুতেই সূক্ষ্ম লয় বোধ হয় না, এই জন্য সকলে সঙ্গীতবিদ্যা সুচারুরূপে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয় না। কেননা ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখাইয়া দিবার নহে, আর নানা কৌশলে বুঝাইয়া দিলেও বিশেষ সূক্ষ্মতাতে পরিণত হওয়া বড়ই কঠিন বলিয়া বোধ হয়। কথিত আছে যে, লয়ে মুগ্ধ হইয়া মনুষ্য যদি পরমাত্মার উপাসনা করে, তাহা হইলে সে পরিণামে প্রকৃত ‘লয়’ বা পরমাত্মার সহিত অভেদ যোগ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে নির্ব্বিকারে লীন হইয়া যায়। গায়ক ও বাদকের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ; কারণ উভয়ের লয় যদি সমভাবে মিলিত হয় তবে সঙ্গীতের তালবৈষম্য উপস্থিত হয়.

এবং পরস্পরকে বেতালা বলিয়া বাদানুবাদ করতঃ সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য শ্রোতৃগণের চিত্তরঞ্জন কার্য্যকে উৎসাদিত করে। প্রায়ই মনুষ্য মধ্যে এমন একটী অদ্ভুত সংস্কার বর্ত্তমান আছে যে তাহা মনে করিলে ঘৃনার উদ্রেক হয়। সকলেই প্রায় মনে করেন যে, আমার ন্যায় লয় বোধ আর কাহার নাই; আমি যাহা বুঝি তাহাই ঠিক, আর আর সকলেই ভ্রান্তিতে আছেন। এইরূপ পক্ষপাত অনুবোধ নিতান্তই ভ্রমময় বিচার বলিয়া বোধ হয় তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

গীতের সম।

"সমাতীতানুগতাশ্চ বিষমাশ্চ গ্রহামতাঃ।
চত্বারঃ কথিতা স্তালে স্বক্ষ্মদৃষ্টা বিচক্ষণৈঃ॥"

গীতের সম অর্থাৎ বিরাম রাখিবার চারিটী প্রধান স্থান আছে। যথা—সম, অতীত, অনাঘাত ও বিষম। এই চারিটীর এক একটীকে গ্রহ বলিয়া সঙ্গীতশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সমের পর দুই মাত্রা পর্য্যন্ত অতীতের কাল, তাহার পর দুই মাত্রা পর্য্যন্ত অনাঘাতের কাল, এবং শেস দুই মাত্রা বিষমের কাল হইয়া থাকে।

সমের পর প্রথম অর্দ্ধমাত্রাকে সম অতীত বলে, তাহার পর পূর্ণ মাত্রাটীকে পূর্ণঅতীত বলে এবং তাহার পর যে অর্দ্ধমাত্রা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে পর অতীত

বলে। এইরূপে অতীতের তিন স্থানে সম রাখা যাইতে পারে ও অনাঘাতেরও তিনটী সম রাখিবার স্থান নির্দ্দেশ আছে, যথা—প্রথম অনাঘাতজ, পূর্ণনাঘাত ও অনাঘাত কাল। বিষমেও এই প্রকার, বিষমাকর, পূর্ণবিষম ও বিষম কাল আছে। ইহাতে সমযোগ করিলে দশটী সম রাখিবার স্থান নির্দ্দেশ হয়। গুণীব্যক্তিরা কেবল মাত্র উক্ত চারিটী স্থানকে প্রসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে গানের মোকাম রাখিবার বিধি চলিত হইয়াছে। প্রথম সম হইতে উঠিয়া আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও অভোগ এই চারিটী তুকেই সম রাখিতে হইবে। উক্ত চারিটী তুক্ কেবল মাত্র ধ্রুপদ গানে ব্যবহৃত হয়, খেয়াল ও রঙ্গিণ গানে কেবল আস্থায়ী ও অন্তরা পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মাত্রা।

"কালেন যাবতা পাণিঃ পর্য্যেতি জানুমণ্ডলে।
সা মাত্রা কবিভিঃ প্রোক্তা হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতে মতা॥";

যে সময়ে হস্ত জানু উপরি আসিয়া আঘাত উৎপাদন করে সেই সময়কে মাত্রা বলা যায়। মাত্রা তিন প্রকার হইয়া থাকে। যথা—হ্রস্ব, দীর্ঘ, ও প্লুত। আবার সচরাচর হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, অনু ও ব্যঞ্জন নামে মাত্রা ব্যাবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রার বিষয় আর অধিক পাঠক-

দিগের নিকট জ্ঞাপন করিতে হইবে না। এইরূপে বিশেষ যত্নের সহিত মাত্রার বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই পাঠকদিগের মাত্রাবোধ হইবার সম্ভব।

তান।

"তানাস্তেহপ্যূনপঞ্চাশৎ সপ্তস্বর সমুদ্ভবা।
তেভ্য এব ভবন্ত্যন্যেব কুটতানাঃ পৃথক পৃথক।
তেষ্যু পঞ্চসহস্রানি এবস্ত্রিংশচ্চতানি চ॥

সঙ্গীত দামোদর।

সপ্তস্বর আরোহী, অবরোহী, মূর্চ্ছনা ও গমকাদিদ্বারা আলাপ করার নাম তান। সঙ্গীতশাস্ত্রে পাঁচ হাজার চল্লিশ তান ও উনপঞ্চাশ কুট তানের বিষয় উল্লেখ পাওয়া যায়।

উক্ত তানগুলির বিষয় লিখিয়া পাঠকদিগের নিকট জ্ঞাপন করা বড়ই সুকঠীন কার্য্য। কারণ ইহা গুরু উপদেশ ভিন্ন আয়ত্তাধীন হইবেনা সুতরাং এই পুস্তকের মধ্যে তৎসমুদয় সন্নিবেশিত করিলে কোন ফল লাভের সম্ভব নাই। স্থানাভাবেও সুবৃহৎ আকারের পুস্তক হইয়া পড়ে বলিয়া ইহাদিগের বিষয় প্রকাশিত হইল না।

ষড়জাদি নাম করণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১ (স) আদিস্বর—নাসিকা, কণ্ঠ, উরু, জিহ্বা ও দন্ত এই ছয় স্থান হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া ষড়জ নামে অভিহিত।

২ (রি) স্বর—নাভি হইতে সমুদিত বায়ু, কণ্ঠ এবং শীর্ষ ভাগে সমাহত হইয়া ঋষভের ন্যায় নাদাভিব্যক্তি করে বলিয়া ঋষভ নামে অভিহিত।

৩ (গ) স্বর—নাভি হইতে সমুদিত বায়ু, কণ্ঠ এবং শীর্ষ ভাগে সমাহত হয় বলিয়া গান্ধর্ব্বগণের সুখ প্রদান করেন। একারণ গান্ধার নামে অভিহিত।

৪ (ম) স্বর—নাভি হইতে সমুদিত বায়ু, হৃদয়ে অর্থাৎ মধ্যস্থানে সমাহত হইয়া সমুৎপন্ন একারণ মধ্যম নামে অভিহিত।

৫ (প) স্বর—নাভি, হৃদয় কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও শীর্ষ এই পঞ্চ স্থান হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া পঞ্চম নামে অভিহিত।

৬ (ধ) স্বর—নাভি হইতে সমুদিত বায়ু, হৃদয়, কণ্ঠ, তালু ও শীর্ষ এই সমস্ত স্থানে ধৃত বলিয়া ধৈবত নামে অভিহিত।

৭ (নি) স্বর—নাভি হইতে সমুদিত বায়ু, কণ্ঠ, তালু এবং শীর্ষ ভাগে আহত হইয়া সমস্ত স্বরের নিষীদন পুর্ব্বক সমুৎপন্ন বলিয়া নিষাদ নামে অভিহিত।

জাতি-তালিকা।

সংখ্যা	জাতি	মূর্চ্ছনা	অংশ	ন্যাস	অপন্যাস	ষাড়বত্বে বিস্বরা	ঔড়বত্বে বিস্বরা
১	ষাড়্জী	উত্তরায়তা	স গ ম প ধ	স	গ প	নি	০
২	আর্ষভী	শুদ্ধষড়্জা	রি ধ নি	রি	রি ধ নি	স	স প
৩	গান্ধারী	পৌরবী	স গ ম প নি	গ।	স প	রি	রি ধ
৪	মধ্যমা	কলোপনতা	সা রি মা প ধ	ম	স রি ম প ধ	গ	গ নি
৫	পঞ্চমী	কলোপনতা	রি প	প	রি প নি	গ	গ নি
৬	ধৈবতী	অভিরুদ্গতা	রি ধ	ধ	রি ম ধ	প	স প
৭	নৈষাদী	অভিরুদ্গতা	স গ নি	নি	স গ নি	প	স প
৮	ষড়্জকৈশিকী	——————	স গ প	গ	স গ নি	০	০
৯	ষড়্জোদীচ্যবা	অশ্বক্রান্তা	স ম ধ নি	ম	স ধ	রি	রি ধ
১০	ষড়্জমধ্যমা	মৎসরীকৃতা	স রি গ ম প ধ নি	স ম	স রি গ ম প ধ নি	নি	গ নি
১১	গান্ধারোদীচ্যবা	পৌরবী	স ম	ম	স ধ	রি	০
১২	রক্তগান্ধারী	কলোপনতা	স গ ম প নি	গ	ম	রি	রি ধ
১৩	কৈশিকী	হারিনাশ্বা	সা গ ম প ধ নি	গ প নি	স গ ম প ধ নি	রি	রি ধ
১৪	মধ্যমোদীচ্যবা	সৌবীরী	প	ম	স ধ	০	০
১৫	কার্মারবী	শুদ্ধমধ্যা	রি প ধ নি	প	রি প ধ নি	০	০
১৬	গান্ধারপঞ্চমী	হারিনাশ্বা	প	গ	রি প	০	০
১৭	আন্ধ্রী	সৌবীরী	রি গ প নি	গ	রি গ প নি	স	০
১৮	নন্দয়ন্তী	হারিনাশ্বা	প	গ	ম প	স	০

হনুমন্তের মতে রাগ রাগিণী।

রাগের নাম। স্ত্রীগণ।

ভৈরব———ভৈরবী, গুর্জ্জরী, টোরী, রামকরী, বরাটী।

মালকোশ——বাগেশ্বরী, কুকুভা, পর্য্যঙ্ক, শোভনী, খম্ভাবতী।

হিণ্ডোল——বেলাবলী, ভূপালী, মালশ্রী, পঠমঞ্জরী, ললিতা।

দীপক————প্রদীপিকা, ধনাশ্রী, জয়তশ্রী, পলাশিকা, বেহাগ।

শ্রী————মালবী, ত্রিবেণী, গৌরী, গৌরা, পুরবী।

মেঘ————মল্লারী, সোরটী, সারঙ্গা, বড়হংসিকা, মধুমাধবী।

রাগের নাম। প্রিয়াগণ।

ভৈরব———দেশী, রামগিরী, দেশকারী, বিভাষিকা, আশাবরী।

মালকোশ——কৌশকী, দেবগিরী বখারী, সোহিনী, নীলাম্বরী।

হিণ্ডোল——গুণকরী হিণ্ডোলী, শ্যামগিরী, বৈদিকা, অলৈয়া।

দীপক——কেদারী, কানহড়া, পুরীয়া, আভিরীকা, মুলতানী।

শ্রী————এমনি, টঙ্কী, মালীগৌরা, নাগধ্বনি, চৈতকী।
মেঘ————কাগোদী, লঙ্কদহিনী, সামন্তী, বঙ্গালিকা, জৈয়জৈয়বন্তী।

রাগের নাম। পুত্রগণ।

ভৈরব————ষট, রাম, মধু, গান্ধার, হর্ষ, বঙ্গাল, দেশ, সুভাশ, দেবগন্ধার, আশা।

মালকোশ————মাধব, শোভন, সিন্ধু, মারু, মেবাড়, কুন্তল, কলিঙ্গ, সোম, বিহার, লিলরঙ্গ।

হিণ্ডোল————আভীর শুভ্র, ধবল, যন্ত্রাশ, বিমোহক, চন্দ্রকান্ত, স্নেহ, বেদ, গুনসাগর, গম্ভীর।

দীপক————সুহা, নায়ক, ডানা, শঙ্করা, কান্‌হড়া, বেহাগ গারা, নাট, কেদারা পদীপ, শঙ্করাভরণ।

শ্রী————মারবা, পুরবা, শ্য হম, খেম, হম্বিরিক, ভূপাল, জেতশ, কল্যাণ, ধ্যান কল্যাণ।

মেঘ————মল্লার, গৌর, কর্ণাট, জলধর, মালাহক, তৈলঙ্গ, কমল, কুসুম, মেঘনাট, সেবন্ত, সামন্ত, লুম, লগ্নক, ভূপতি, নাট, বঙ্গাল।

মতান্তরে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী।

রাগের নাম। রাগিণীর নাম।

ভৈরব।—বঙ্গালী, ভৈরবী, মধ্যমা, সিন্ধুবী, মধুমাধবী, বরারী।

মালকোশ।—টোড়ী, মাঝ, খম্ভাবতী, গৌরী, গুনকরী, কুকুভা।

হিণ্ডোল।—রামকরী, পঠমঞ্জরী, ললত, বেহাগড়া, দেশাক, বেলাবলী।

দীপক।—দেশা, কাফী, কেদারা, কানাড়া, কামোদী, নট।

শ্রী।—বসন্ত, দেবগান্ধার, মলবী, মালশ্রী, আশাবরী, ধনাশ্রী।

মেঘ।—মল্লারী, গুর্জ্জরী, দেশকার, ভূপালী, স্থরটী, টঙ্কী।

নায়কাদি লক্ষণ।

নায়ক, গন্ধর্ব্ব, গুণকার, কালবৎ, কওয়াল, আতাই এই কয়েক প্রকার শ্রেণীর ক নির্দ্দিষ্ট আছে।

নায়কের লক্ষণ—ব্যাকরণ, অলঙ্কারাদি নানা শাস্ত্র তত্বজ্ঞ, কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন, সঙ্গীত শাস্ত্রে পারদর্শী, কিন্নরের ন্যায় সুকণ্ঠ, বীণাদি যন্ত্র সমূহ বাদন তৎপর, নৃত্যাদি কলা কুশল, মার্গ ও দেশী সঙ্গীতাভিজ্ঞ, দেশী সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা ইত্যাদি নানা গুণসম্পন্ন ব্যক্তি নায়ক নামে অভিহিত।

পূর্ব্বকালে নয় জন নায়ক ছিলেন। যথা—১নং গোপাল নায়ক, ২নং বৈজুবাওয়ারা, ৩নং আমীরখসরু দহলবি, ৪নং নোহঙ্গা, ৫নং চর্জ্জু, ৬নং ভগবান, ৭নং ধুদি খাঁ, ৮নং দানো, ৯নং বক্সু।

গন্ধর্ব্বের লক্ষণ।

যিনি পরম পণ্ডিত, কবি, সঙ্গীতশাস্ত্রে নিপুণ, দেশী সঙ্গীতানভিজ্ঞ এবং মার্গ সঙ্গীতাভিজ্ঞ তিনি গন্ধর্ব্ব নামে অভিহিত।

গুণকার।

পূর্ব্ব লক্ষণ সমূহ সম্পন্ন। যথা—মিয়া তানসেন।

কালবৎ।

যিনি দেশী রাগাভিজ্ঞ অথচ দেশী রাগ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা শূন্য তিনি কালবৎ নামে অভিহিত।

পূর্ব্বকালে চতুর্দ্দশজন কালবৎ দিল্লীতে ছিলেন, তাহাদের নাম। যথা—

১নং লালখাঁ খাণ্ডারবীণকার, ২নং মোল্লা আসাহক্, ৩নং নেজামখাঁ ৪নং হোসেন খাঁ ৫নং সেখ পাঁচু ৬নং সুরজ্ঞান খাঁ ৭নং মেরজা আকেল ৮নং সেখ খেরজা ৯নং চাঁদ খাঁ ১০নং চন্দেয়ার ১১নং মিয়া দাউদ, তানসেনের দুই পুত্র—১২নং তরঙ্গ ১৩নং সুরৎসেন ১৪নং তাজ বাহাদুর।

কওয়াল।

কওল, কলবানা, নক্স, গুল, তারানা প্রভৃতির গায়কগণ কওয়াল নামে নির্দ্দিষ্ট।

আতাই।

পূর্ব্বকথিত সঙ্গীতাদ্যভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাঁহারা বেতন অঙ্গীকার পূর্ব্বক সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেন তাঁহারাই আতাই নামে অভিহিত।

যেমন—আমিরখসরু ও মেরজা আকেল।

সঙ্গীতালোচনা।

আমাদিগের ভারতবর্ষীয় বৈজ্ঞানক প্রণালীমোদিত সঙ্গীতবিদ্যা এত কঠীন যে তাহা বলিতে পারি না। ইহার একখানি সম্পূর্ণ পুস্তক হওয়া নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কারণ শব্দ নিরাকার সুতরাং সুর ও নিরাকার। নিরাকার সাকার রূপ ধারণ করিতে পারে যদি সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে জানা যাইতেছে যে, সঙ্গীত সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করিতে যাওয়াও নিতান্ত বিড়ম্বনার বিষয় তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আরও ভালরূপ জানা যাইতেছে যে, গুরু উপদেশ ভিন্ন ইহার একবর্ণ কেহ কখন আয়ত্তাধীন করিতে পারেন নাই ও পারিবেন না এরূপ প্রকাশ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, গায়কেরা চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছেন যথা।—গুণী, কালাৎ, কওয়ালও আতাই। গুণী উপাধী প্রাপ্ত গায়ক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সঙ্গীত শাস্ত্র সমগ্র পরিদর্শন করিয়া যিনি সঙ্গীত বিদ্যায় প্রকৃত

রূপে অভিজ্ঞ তাঁহাকে গুণী বা প্রকৃত গায়ক বলা যায়। কালামৎ ও কওয়াল ইহারা গুণী অপেক্ষাকৃত নিম্নবিভাগের গায়ক। যে সকল ব্যক্তি সঙ্গীতবিদ্যা উত্তমরূপ না শিক্ষা করিয়া গানের ভ্রষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকে তাঁহাদিগের নাম আতাই—আতাই গায়ক সর্ব্ব নিকৃষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তানসেন, ধুন্দবীর, সুরদাস, সুরজ খাঁ, রমজু খাঁ, লাল খাঁ, ভীমরায়, সুরৎ সেন, দানো, মোল্লা, আসাহক, নিজাম খাঁ, হোসেন খাঁ, সেখ পাঁচু, তাজ বাহাদুর, জ্ঞান খাঁ, সেখ খেজর ও মিয়া দাউদ ইত্যাদি বহুসংখ্যক গায়ক গুণী নামে উক্ত হইয়াছেন। আকবর বাদশার নিকট আরও কতকগুলি নায়ক ছিলেন, যথা—শোভন খাঁ, চাঁদ খাঁ, বীর মণ্ডল খাঁ, তাজ বাহাদুর, বিকিতর খাঁ, মগল খাঁ ও মিশন খাঁ এই সকল গায়কেরা অধিকাংশ ধ্রুপদের উন্নতি করিয়া গিয়াছেন।

জাহাঙ্গির বাদসাহার সভায় তিন জন গায়ক ছিলেন—ছত্র খাঁ, মক্কু খাঁ, ও হামজা খাঁ। শাহজাহান বাদশার নিকট জগন্নাথ নামে একজন উত্তম গায়ক ছিলেন। ইনি "গুণসমুদ্র" উপাধি প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত লাল খাঁ ও দীরা নামক আর দুই জন নায়ক উক্ত বাদশার সভাসদ ছিলেন। গুজরাটে সুলতান বাহাদুরের নিকট নায়ক বক্সু থাকিতেন। সেখানে নায়ক গোপাল গিয়া তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই। নায়ক বক্সু হইতেই প্রথম খেয়ালের সৃষ্টি হয়। গোপাল নায়ক যে যে রাগিণী ও

সঙ্গীতের অংশ অপূর্ণ রাখিয়া যান, সেই সকল তানসেন সম্পূর্ণ করেন, এই নিমিত্ত তাঁহার সুখ্যাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তানসেন ব্রাহ্মণসন্তান, কাশীধামে তাঁহার জন্ম হয়, তাঁহার পিতা একজন সুপণ্ডিত কথক ও গায়ক ছিলেন। তানসেন প্রথমে তাঁহার পিতার নিকটে গান শিক্ষা করেন, পরে বৃন্দাবনে হরিদাসস্বামীর নিকট সঙ্গীত বিষয়ে সম্পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করেন।

গীত।

"গীতজ্ঞো যদি গীতেন নাপ্নোতি পরমংপদং।
রুদ্রাস্যানুচরো ভুত্বা তেনৈব সহ মোদতে।"

গীত নানা প্রকার ছন্দে পরিণত হইয়া থাকে। ধ্রুপদ গান প্রায় চব্বিশ প্রকার হয়। রঙ্গিন গীতগুলি প্রায় পঞ্চাশ প্রকার হইয়া থাকে। পুরাকালে কেবল মাত্র আলাপ ও ধ্রুপদ গানের ব্যবহার ছিল। আলাপগুলি তেনে নাতে নেতে নানুম, তানুম তেনে নেতে নানুম ইত্যাদি বাণী সকলে ও ব্যবহৃত হয়। উক্ত বাণী সকল নানা প্রকার ছন্দে বিভাগ করিলে বহু প্রকার তানও আলাপাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সঙ্গীতশাস্ত্রে ধ্রুপদগানের চারিটী বাণী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—গৌরহরবাণী, নৌহারবাণী, ডগরবাণী ও খাণ্ডরবাণী ইত্যাদি। গানের মধ্যে কেবল আদিকালে গৌরহরবাণীর ধ্রুপদ গান ব্যবহার ছিল বলিয়া সঙ্গীতশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। তৎপর আরও ধ্রুপদগানের ভনিতার বিষয় অবগত

হওয়া যায়। এক্ষণে অবগত হওয়া যাইতেছে যে ধ্রুপদ-গানে কেবল মাত্র উক্ত চারিবাণী ব্যবহার হইয়া থাকে। গোপাল নায়কের দ্বারা খাণ্ডর বাণী ব্যবহৃত, ডগরবাণী হরিদাসস্বামীর ব্যবহৃত, তানসেনের গৌরহরবাণী ও বজুবাওরার নৌহারবাণীর ব্যবহার ছিল। ধ্রুপদগান আরও দ্বাদশ মোকামানুসারে ব্যবহৃত হয়। যথা—

দ্বাদশ মোকামের নাম।

১ গীত।	৫ প্রবন্ধ	৯ পরমাটা।
২ কবিতা।	৬ যুগলবন্ধ	১০ চৌরাষ্টক।
৩ সংহিতা।	৭ ধুয়া।	১১ গরবা।
৪ ছন্দ।	৮ মাটা	১২ ত্রিবট।

আমাদিগের সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রে যেমন ছয়টী প্রধান রাগ ও ছত্রিশটী প্রধান রাগিণী নির্দ্দিষ্ট আছে, যবনদিগের মতেও তেমনি বারটী মোকাম নির্দ্দিষ্ট আছে। তাঁহারা আমাদিগের বহুতর প্রচীন রাগের সারাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক কতকগুলি পারসী ও আরবী রাগের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই দ্বাদশটী মোকাম স্থির করিয়াছেন। সংস্কৃতশাস্ত্রে যেমন এক একটী রাগের ছয়টী করিয়া ভার্য্যা বা রাগিণী কল্পিত হইয়াছে, যবনেরা ও সেইরূপ এক একটী মোকা-মের দুইটী করিয়া ভার্য্যা বা রাগিণী কল্পনা করেন। সেই সকল রাগিণীকে পারস্য ভাষায় শোভা বলে, শোভার

সংখ্যা চব্বিশটী। আমরা যেমন ছয়রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর পরস্পর সংযোগে এক এক রাগের আটটী করিয়া পুত্র নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, যবনেরাও সেই প্রকার মোকাম ও শোভার পরস্পর সংযোগে এক এক মোকামের চারিটী চারিটী করিয়া পুত্র নির্দ্দেশ করে, ঐ পুত্রদিগকে গুস্বা বলে, গুস্বার সংখ্যা আটচল্লিশটী। এক্ষণে আটচল্লিশটী গুস্বার মধ্যে আটাশটী মাত্র প্রচলিত আছে। যথা—

বারো মোকামের নাম।

১ রিহাবি।	৫ বুজুগু।	৯ নুবা।
২ হোসেনী।	৬ কোষাক্।	১০ ওস্বাথ্
৩ রাস্ট্।	৭ ইরাখ্।	১১ জংগুলা।
৪ হিজাজ।	৮ ইস্ফাহান্।	১২ বোস্নলিখ্।

চব্বিশ শোভার নাম।

১ নুরুজি আরব।	৯ হুমাইউন।	১৭ নউরুজি খারা।
২ নুরুজি আজম।	১০ নুজট্।	১৮ মহত্তয়র্।
৩ ভুগা।	১১ রথব্।	১৯ জাবী।
৪ মুহাইয়র্।	১২ টাইয়টী।	২০ আওজ্।
৫ মটরফী।	১৩ মোকালেফ্।	২১ চাহারগা।
৬ পঞ্জগা।	১৪ মগলুব।	২২ গিজল্।
৭ সিগা।	১৫ তব্রেজ্।	২৩ উসীরান্।
৮ হিসার্।	১৬ নস্বাপুরক্।	২৪ সুবা।

গুস্মার নাম।

১ বাহারীণসাথ্।	১১ দেলবর্।	২১ সুরীয়র্।
২ গরীব্।	১২ আওজ্কামাল।	২২ হাএরান্।
৩ সুয়ারা।	১৩ নেগার্।	২৩ জুমালী।
৪ গন্জুদা।	১৪ বিসাল্।	২৪ রুআফজা।
৫ নোবাথ্ক্রক্।	১৫ শোরী।	২৫ হাএরাত্।
৬ সরফরাজ্।	১৬ তরবঙ্গেজ্।	২৬ মোয়াতেদেল।
৭ বাস্তানেগার্।	১৭ বহরী কামাল।	২৭ মুয়ানুবী।
৮ নবাতেকুর্দানীয়া।	১৮ বহরী আসলী।	২৮ পহলভী।
৯ নিয়াবন্দক্।	১৯ এক্তেদাল্।	
১০ সুফা।	২০ গোলেস্তান্।	

রঙ্গিন গান নানা প্রকার হইয়া থাকে। তাহার প্রায় পঞ্চাশটী নাম এই স্থানে পাঠকদিগকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে। যথা—

রঙ্গিন গীতের নাম।

১ খেয়াল	৭ নক্স।	১৩ হোলী।
২ টপ্পা।	৮ গুল।	১৪ গজল।
৩ তেরানা	৯ মেহেদি।	১৫ রেখতা।
৪ চতুরং।	১০ ছুত্তর।	১৬ রুবাই।
৫ কওল।	১১ ঘোড়া।	১৭ টপ্খেয়াল।
৬ কলবানা।	১২ সোবদা।	১৮ ডোগরা।

১৯ লটকা।	৩০ খিলিজ।	৪১ মাড়।
২০ কড়কা।	৩১ মারসিয়া।	৪২ সভাবর্ণন।
২১ ভজন।	৩২ উলটখেয়াল।	৪৩ খেউড়।
২২ পাঞ্চালী।	৩৩ ত্রিবট।	৪৪ কৈজ্জী।
২৩ ঝুমুর।	৩৪ রাস।	৪৫ জোগেড়া।
২৪ দাদরা।	৩৫ জাট।	৪৬ ভাটো।
২৫ খেমটা।	৩৬ সোহেলা।	৪৭ পুরবিয়া।
২৬ ঠুংরী।	৩৭ জিগর।	৪৮ চারিমাসা।
২৭ লাউনি।	৩৮ ঝুলন।	৪৯ বারমাসা।
২৮ পালন।	৩৯ রাগমালা।	৫০ মকামা।
২৯ বিষ্ণুপদ।	৪০ বাধাই।	

গীতের দোষ গুণ বিচার।

গীতের স্বরূপ লক্ষণ পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গীত ধাতু ও মাত্রা এতদুভয়াত্মক। ধাতু ও মাত্রা একত্রিত হইলেই গীতশব্দপ্রতিপাদ্য হয়, সুতরাং ধাতু ও মাত্রা এই দুইটী গীতের সমবায়ী কারণ অর্থাৎ অবয়ব। কারণের দোষ ও গুণ কার্য্যে বর্ত্তে। যেমন স্বর্ণ উত্তম হইলে তন্নির্ম্মিত কুণ্ডলও উত্তম হয়, এবং অধম হইলে অধম হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন, সেই প্রকার ধাতু ও মাত্রা ঐ উভয়ের দোষ গুণ গীতে বর্ত্তিয়া থাকে, অবশ্যই ইহাও

স্বীকার করিতে হইবে। ঐ উভয়ের দোষ কি এবং গুণই বা কি? এই প্রশ্নে প্রথমতঃ দোষের প্রতি দৃষ্টি করাই দোষজ্ঞের উচিত, অতএব পাঠকেরা তাহাই অগ্রে নিরীক্ষণ করুণ।

পুনরুক্তি, শীঘ্রোচ্চারণ, প্রসারণ, লিঙ্গান্যত্ব, বিসন্ধি, সংযুক্তাক্ষরমোক্ষণ, অসংযুক্তের সংযোগ, হ্রস্বদীর্ঘব্যতিক্রম, প্রভৃতি কয়েকটীকে যদিও সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা মহাদোষ বলিয়া জ্ঞান করেন, তথাপি সঙ্গীতশাস্ত্র মতে তৎসমুদয় গীতে দোষ মধ্যে গণ্য হয় না। কিন্তু লজ্জা, ভয়, অপ্রকাশিত্ব অর্থাৎ ধাতু বা মাত্রার অস্পষ্টতা, সানুনাসিকতা অর্থাৎ নিরনুনাসিক বর্ণকে নাসিকা হইতে উচ্চারণ করা, শিরঃকম্পন অর্থাৎ মুদ্রাদোষ, লয়স্থান বিবর্জ্জন অর্থাৎ বেলয়, কাকুস্বর, বিকৃতস্বর অর্থাৎ সুর কর্কশতা, বিশ্রাম অর্থাৎ অযোগ্য স্থানে বিরাম, অশ্লীলতত্ব অর্থাৎ ঘৃণা, অমঙ্গল ও ব্রীড়ার ব্যঞ্জক শব্দ প্রয়োগ, উৎকটতা, অর্থাৎ যে সকল মাত্রা বা রাগ সহসা বোধ হয় না তাহার সংযোগ, বাধিতা অর্থাৎ কাস, নিষ্ঠীবন এবং অন্য কারণ জনিত বাগরুদ্ধতা, ব্যাকুলতা অর্থাৎ গানের সময় অস্থিরতা প্রকাশ করা, তালহীনতা অর্থাৎ বেতালা, এই চতুর্দ্দশটীকে সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা দোষ বলিয়া গীতের সময় তত্ত্বাবৎ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। যদিও সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা এই চতুর্দ্দশ দোষ ব্যতীত গীতে আর অন্য দোষ স্বীকার করেন না, কিন্তু বস্তুগত্যা বিবেচনা

করিতে গেলে আলঙ্কারিকদিগের বিবেচিত দুঃশ্রবত্ব, অনুচিতার্থ-প্রতিপাদনত্ব, অবাচকতা, ক্লিষ্টতা, বর্ণপ্রতিকূলতা, পতৎ-প্রকর্ষতা, কষ্টতা এবং ভগ্নপ্রক্রমতা প্রভৃতি অপর কয়েকটীকে ও গীতের মহাদোষ বলিয়া স্বীকার করা যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে। কঠোর বর্ণদ্বারা যে সকল গীত রচিত হয়, সেই সকল গীত অবশ্যই দুঃশ্রবত্বদোষদুষ্ট বলিতে হইবে। সুতরাং দুঃশ্রবত্ব যে, গীতের দোষ তাহা কেন না স্বীকার করি? এবং ভগ্নপ্রক্রমতা অর্থাৎ রচনার ক্রমভঙ্গ, পতৎ-প্রকর্ষতা অর্থাৎ ক্রমে রচনার অপকর্ষ ইত্যাদি কয়েক-টীকে ও গীতের দোষ বলিয়া স্বীকার করা যায়।

যদ্যপি কেহ বলেন যে, লজ্জা, ভয় ি...কম্পনাদি পূর্ব্বোক্ত অনেকগুলি দোষ গায়কেরই গীতের নহে; গায়কের দোষ গীতদোষ মধ্যে কেন পরিগণিত করি? তাহার সদুত্তর এই যে, যেমন রচকের দোষে গীত দুষ্ট হয়; গায়কের দোষেও সেই রূপ গীত দুষ্ট হইয়া থাকে, হয় গায়ক, নয় রচক, এই অন্যতরকেই গীতের দোষগুণ-সম্পাদক বলিতে হইবে, অন্যথা গীতদোষ গগনকুসুমপ্রায় হইয়া পড়ে।

গীতের যে রূপ দোষ বিচার করা হইল, তদ্রূপ গুণ বিচার করা ও বিহিত। কি কি গুণ গীতে সংঘটিত হয়? আলঙ্কারিকেরা কাব্যে মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ এই তিনটী গুণ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। যদিও সঙ্গীতকারকেরা গীতে তাহার নামগন্ধ ও উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু আমরা গীত-

বিশেষে সেই গুণত্রয়ের সমাবেশ স্বীকার করি। যে গীত শ্রবণ করিলে শ্রোতার চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং আহ্লাদ-সাগর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সেই গানই মাধুর্য্যগুণবিশিষ্ট, যেহেতু তাহাতে মাধুর্য্যগুণের ব্যঞ্জক কোমল পদকদম্ব ও মধুর রচনা বিদ্যমান থাকে। যে গান শুনিলে চিত্ত বিস্ফারিত হয়, যাহার বন্ধন অতিগাঢ়রূপ, তাহাতে ওজঃ, এবং শ্রবণ মাত্র যে গানের পদগুলির অর্থ প্রতীতি হয়, তাহাতে প্রসাদ গুন আছে, ইহাও বলিতে পারা যায়।

সঙ্গীতবিদ্যার বর্ত্তমান অবস্থা।

পাঠকদিগের অবগতির জন্য যে সমস্ত গীতের বিষয় উল্লেখ করা হইল তৎসমুদয় শিক্ষা করিতে হইলে বহু ভাষা শিক্ষা করা নিতান্তই প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। প্রথমতঃ পুরাকালীন গীতের রচিত পদাবলীগুলি বহু ভাষায় রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। কওল, কলবানা প্রভৃতি গীত-গুলি আরবী ভাষায় রচিত। গজল, রেখতা, ও রুবাই প্রভৃতি গানগুলি পারসী ভাষায় রচিত। বাদশাদিগের সময়ে যে সমস্ত গান রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে অধিকাংশ হিন্দী, উরদু, পারসী ও পঞ্জাবী ভাষায় রচিত আছে। এই সমস্ত গীতগুলি আধুনিক অনেক গায়কেরা গান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদিগের ভাষাবোধ না থাকা হেতু এত

অস্পষ্ট হইয়া পড়ে যে তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। ইহার কারণ আমাদিগের দেশের অধিকাংশ গায়কেরা সঙ্গীত-শাস্ত্র জ্ঞানে কিম্বা বহুভাষাভিজ্ঞতায় নিতান্তই অনভিজ্ঞ। সঙ্গীতবিদ্যার উপর তাঁহাদিগের প্রকৃত যত্ন চেষ্টা ও দৃঢ় অধ্যবসায় পরিলক্ষিত হয় না। আমার নিজের স্বল্প অভিজ্ঞতায় এইরূপ জানি যে, প্রকৃতরূপে স্বরাধ্যায় সাধন করিবার জন্য স্বরসাধন, রাগাধ্যায় সাধন করিবার জন্য রাগ অধ্যয়ন, ভাবাধ্যায় সাধন করিবার জন্য প্রকৃতি নিদর্শন, তালাধ্যায় সাধন করিবার জন্য তালবোধ, নৃত্যাধ্যায় সাধন করিবার জন্য মাত্রাবোধ, হস্ত অধ্যায় সাধন করিবার জন্য ছন্দ বিস্তার, ও কোকাধ্যায় সাধন করিবার জন্য লয়বোধ হওয়া নিতান্তই প্রয়োজনীয় তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। উক্ত সপ্তাধ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ নায়ক বলা যায়। ছন্দবোধ হইবার জন্য নানা প্রকার কবিতা প্রসূত পদাবলীগুলি ছন্দের দ্বারা বিভাগ করিয়া সাধনা করিতে হয়। আলাপ, তান ও উপজ অনন্তকোটি হইয়া থাকে। গায়কগণ উক্ত বিষয়গুলি বিশেষ করিয়া সাধনা করিলে সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ মোহিনীশক্তি জন্মিয়া থাকে। গায়কগণ কতদূর স্বরশক্তিতে শ্রোতাদিগের মন মোহন করিতে পারেন ইহার নিদর্শন জন্য সঙ্গীতশাস্ত্রে চারিটী পরীক্ষক নির্দ্দেশিত হইয়াছে, যথা—শিশু, পশু, মৃগ, ব্যাধ ইত্যাদি। এই চারিটীকে যিনি মোহিত করিতে পারেন তিনিই যথার্থ সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ বলিয়া উক্ত,

যাহার সেই গুণ নাই তিনি বহুগুণসত্ত্বেও গায়ক নামে অযোগ্য বলিয়া সঙ্গীতশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন।

"সঙ্গীতশাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, এক সময়ে দেবাদিদেব মহাদেব বিষ্ণুদেবকে সঙ্গীত শুনাইতে-ছিলেন, সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে বিষ্ণুদেব এরূপ বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার গাত্র ঘর্ম্মে গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি হইয়াছিল। বাদশাদিগের সময়ে অনেকগুলি মনোমোহন-কারী গায়ক ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে অবগত হওয়া যায়। আকবর বাদশার সময়ে তানসেন নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। তিনি একসময়ে বাদশার নিকট দরবারি কানাড়া শুনাইয়া আঠারলক্ষ টাকার এক বহু মূল্যের বাজু পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমনও ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, অনেক সময়ে আকবার বাদশা ফকির বেশ ধারণ করিয়া মিয়া তানসেনের গৃহে গান শুনিতে যাইতেন। মিয়া তানসেন তাহাতে বাদশার যথোচিত সম্মান ও মর্জ্জাদা প্রদান করিতে আপনাকে আপনি অযোগ্য বিবেচনা করিয়া, একদিন বাদশার নিকটে তৎ বিষয়ের শোচনা প্রকাশ করিলে, বাদশা সানন্দে বলিয়াছিলেন যে, তানসেন তোমার গানের তুলনা তুমিই—আমার রাজত্বে এত অধিক ধন নাই যে তোমার অমূল্যবান গান শুনিয়া অর্থ উপহার করিব, সেই জন্য তোমার নিকট ফকির বেশ ধারণ করিয়া গান শুনিতে আসিয়াছি—"আমি তোমার গানে অর্থ প্রদান করিব ইহা আমার ন্যায় বাদশার পক্ষে

বিড়ম্বনার বিষয় সন্দেহ নাই।” সঙ্গীতবিদ্যা বাস্তবিকই এত চমৎকার যে ইহার সহিত কোন বিষয়ের তুলনা করা যায় না। আজ কাল সঙ্গীতবিদ্যার অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গীতবিদ্যার প্রকৃত মোহিনী-শক্তিগুলি গায়কদিগের নিকট হইতে বিলুপ্ত প্রায় হইয়া এক্ষণে কেবল কদাকার চিৎকার মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়। স্বরসাধন ও রাগাভ্যাস যেন একেবারে বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে। সঙ্গীতশাস্ত্রে ইহার অধিকারী ও বড় বিরল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাঁহার তাঁহার দ্বারা সঙ্গীতবিদ্যার পরিপক্কতা জন্মায় না—স্বরের পরিপক্কতাসাধন কেবল উদাসীন ফকিরের দ্বারা সংসাধিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে গন্ধর্ব্ব জাতিরা এই বিদ্যাব্যবসায়ী ছিলেন, এক্ষণে সকলেই সঙ্গীতবিদ্যানুশীলন করিয়া থাকেন, কিন্তু কিছুতেই সঙ্গীত-বিদ্যার পরিপক্কতা পরিলক্ষিত হইতেছে না। সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা করিতে প্রকৃত ইচ্ছা থাকিলে গন্তব্য পথ অনুসরণ কেহ অবরোধ করিতে পারে না, ইহা প্রাচীন কথা। কিন্তু এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, সে দৃঢ় অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক চেষ্টাযত্ন কোথায়? বৃথা আড়ম্বরে কিম্বা মৌখিক যত্ন চেষ্টায় সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্তাধীন হইবার নহে। তবে কেমন করিয়া ইহার বিশুদ্ধ আলোচনা না দেখিতে পাইয়া সামান্য বাচনিক অনুষ্ঠানের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিব? ভারতবর্ষীয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীমোদিত সঙ্গীত-বিদ্যা শব্দ যোগান্তর্গত বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ইহার

বিশুদ্ধ আলোচনা অতীব কঠিন কার্য্য। জগৎ সংসারে সঙ্গীতবিদ্যার ন্যায় এমন বিদ্যা আর নাই, সুতরাং যদি ইহার বিশুদ্ধতা একেবারে লুপ্ত প্রায় হইয়া কেবল সঙ্গীতবিদ্যার অসার অনুশীলন থাকিয়া যায়, তাহাহইলে আরও পরম রমণীয় সঙ্গীতবিদ্যার ঘৃণার্হ অবস্থা হইয়া পড়িবে, সেই ভয়ে বলিতেছি যে, তাহা অপেক্ষা ইহার অনুশীলন নিঃশেষিত হওয়াও উত্তম। সজ্জনদিগের সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিতে ঐকান্তিক যত্ন থাকিলে তাঁহারা একেবারে অযোগ্য ব্যক্তির নিকট সঙ্গীত বিদ্যা না শিক্ষা করিয়া বহুদেশ ভ্রমণ ও বহুকষ্ট সহ্য করিয়া উপযুক্ত সঙ্গীতবিদ্যা-বিশারদ সদ্গুরু অন্বেষণ করিয়া সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিবেন। অনুপযুক্ত লোকের দ্বারা সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনা হওয়ায় এই ভয়ানক দশা ঘটিয়াছে। সেই জন্য আর ইহার অবনতি দশা দেখিতে ইচ্ছা করি না। চিরকাল ইহার শোচনীয় দশা অবলোকন করিয়া অনেক সাধুসজ্জন-দিগের হৃদয়মন বড়ই ব্যথিত হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে ইহার পরম মঙ্গল সংসাধিত হউক। অতএব হে সাধু-সজ্জনেরা অপ্রতিহত অধ্যবসায় ও অনলোপম উৎসাহের সহিত ইহার সমৃদ্ধি সচেষ্টায় যত্নশীল হউন!

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

স্বরাধ্যায়।

"তত্র প্রথমোদ্দিষ্টস্য গীতস্য বক্ষ্যমাণত্বান্নাদং
বিনা তদ্রূপপত্তেঃ প্রথমং তমেবাহ তদ্রুক্তং।
ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ।
ন নাদেন বিনা রাগস্তস্মান্নাদাত্মকং জগদিতি॥"

সঙ্গীতনারায়ণঃ।

সঙ্গীত সাধকদিগেরা প্রথমতঃ একটী সেতার কিম্বা বীণ লইয়া কণ্ঠস্বর সাধনা করিলে নিম্নলিখিত স্বরগ্রামগুলিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিবে। পরদাগুলি বিশুদ্ধরূপে আয়ত্তাধীন হইলে তৎপর তানপুরা বাঁধিবার অধিকার জন্মিবে, তখন তানপুরা লইয়া স্বরসাধনা করিলে কোন রূপ অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই।

পাঠকগণ নিম্নলিখিত কণ্ঠসাধন প্রণালীগুলি যত্ন পূর্ব্বক সাধনা করিবেন। এই সকল স্বরসাধন প্রণালীর মধ্যে শাস্ত্রোক্ত ৬৩টী বর্ণালঙ্কারের স্বরগ্রাম প্রদান করা গিয়াছে। স্বরগ্রামগুলি পাঠকেরা নিজে নিজে ইচ্ছামত মাত্রায় বিভাগ করিয়া স্বরসাধনা করিবেন। যথা—

স্বরসাধন প্রণালী।

আরোহী।

(১) সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।

অবরোহী।

সা, নি, ধা, পা, মা, গা, রি, সা।

আরোহী—নিষকর্ষ।

(২) সাসা, রেরে, গাগা, মামা, পাপা, ধাধা, নিনি, সাসা।

অবরোহী—নিষকর্ষ।

সাসা, নিনি, ধাধা, পাপা, মামা, গাগা, রেরে, সাসা।

আরোহী—গ্রেথিত।

(৩) সারে, রেগা, গামা, মাপা, পাধা, ধানি, নিসা।

অবরোহী—গ্রেথিত।

সানি, নিধা, ধাপা, পামা, মাগা, গারে, রেসা।

আরোহী—সন্ধীপ্রচ্ছাদন।

(৪) সারেগা, রেগামা, গামাপা, মাপাধা, পাধানি, ধানিসা,।

অবরোহী—সন্ধীপ্রচ্ছাদন।

সানিধা, নিধাপা, ধাপামা, পামাগা, মাগারে, গারেসা।

আরোহী—অভ্যুচ্ছয়।

(৫) সাগা, রিমা, গাপা, মাধা, পানি, ধাসা।

অবরোহী—অভ্যুচ্ছয়।

সাধা, নিপা, ধাসা, পাগা, মারে, গাসা।

আরোহী—ভদ্র।

(৬) সারেগা, রেগারে, গামাপা, মাপামা, পাধাপা, ধানিধা, নিসানি, সারেসা।

অবরোহী—ভদ্র।

সানিসা, নিধানি, ধাপাধা, পামাপা, মাগামা, গারেসা, রেসারে, সানিসা।

আরোহী—গাত্রবর্ণ।

(৭) সাসাসা, রেরেরে, গাগাগা, মামামা, পাপাপা, ধাধাধা, নিনিনি, সাসাসা।

অবরোহী—গাত্রবর্ণ।

সাসাসা, নিনিনি, ধাধাধা, পাপাপা, মামামা, গাগাগা, রেরেরে, সাসাসা।

আরোহী—ভদ্রানন্দ।

(৮) সারেগামা, রেগামাপা, গামাপাধা, মাপাধানি, পাধানিসা।

অবরোহী—ভদ্রানন্দ।

সানিধাপা, নিধাপামা, ধাপামাগা, পামাগারে, মাগারেসা।

আরোহী—পরিবর্ত্ত।

(৯) সাগামারে, রেমাপাগা, গাপাধানি, মাধানিপা, পানিসাধা, ধাসারেনি, নিরেগাসা।

অবরোহী—পরিবর্ত্ত।

সাধাপানি, নিপামাধা, ধামাগাপা, পাগারেমা, মারেসাগা, গাসানিরে, রেনিধাসা।

আরোহী—বিন্দুত্রিবর্ণী।

(১০) সাসাসারে, রেরেরেগা, গাগাগামা, মামামাপা, পাপাপাধা, ধাধাধানি, নিনিনিসা, সাসাসারে ॥

অবরোহী—বিন্দুত্রিবর্ণী।

রেরেরেসা, সাসাসানি, নিনিনিধা, ধাধাধাপা, পাপাপামা, মামামাগা, গাগাগারে, রেরেরেসা।

আরোহী—পঙ্ক্তালী।

(১১) সারেসারেগা, রেগারেগামা, গামাগামাপা, মাপামাপাধা, পাধাপাধানি, ধানিধানিসা,।

অবরোহী—পঙ্ক্তালী।

সানিসানিধা, নিধানিধাপা, ধাপাধাপামা, পামাপামাগা, মাগামাগারে, গারেগারেসা ॥

আরোহী পঞ্চানন।

(১২) সারেগামাপা, রেগামাপাধা, গামাপাধানি, মাপাধানিসা।

অবরোহী—পঞ্চানন।

সানিধাপামা, নিধাপামাগা, ধাপামাগারে,
পামাগারেসা।

আরোহী—নির্দোষ।

(১৩) সারেসারেগামা, রেগারেগামাপা, গামা-
গামাপাধা, মাপামাপাধানি, পাধাপাধানিসা॥

অবরোহী—নির্দোষ।

সানিসানিধাপা, নিধানিধাপামা, ধাপাধাপা-
মাগা, পামাপামাগারে, মাগামাগারেসা॥

আরোহী—ষড়ানন।

(১৪) সারেগামাপাধা, রেগামাপাধানি,
গামাপাধানিসা।

অবরোহী—ষড়ানন।

সানিধাপামাগা, নিধাপামাগারে, ধাপামা-
গারেসা॥

প্রকারান্তর স্বরসাধন।

(১) সারে সাসা গামা সাসা পাধানিসা॥
(২) সাসা, রেরে, গাগা, মামা, পাপা ধাধা, নিনি।
(৩) সাসাসা, রেরেরে, গাগাগা, মামামা, পাপাপা,
ধাধাধা, নিনিনি।

(৪) সাসাসাসা, রেরেরেরে, গাগাগাগা, মামামামা, পাপাপা, ধাধাধাধা, নিনিনিনি।

(৫) সাসাসারে, গাগাগামা, পাপাপাধা, নিনিনিসা।

(৬) সারেরে, গাগাগা, মামামামা, পাপাপাপা, ধাধাধাধাধা, নিনিনিনিনিনি।

(৭) সারে, রেগা, গামা, মাপা, পাধা, ধানি।

(৮) সারেগা, গামাপা, পাধানি।

(৯) সাসাসারেগা, মমমপাধা।

(১০) সারেরেরেগা, মাপাপাপাধা।

(১০) সারেগাগাগা, মা পাধাধাধা।

(১১) সাগারে, রেমাগা, গাপামা, মাধাপা, পানিধা।

(১২) গাসারে, মারেগা, পাগামা, ধামাপা, নিপাধা।

(১৩) রেগাসা, গামারে, মাপাগা, পাধামা, ধানিসা।

(১৪) সাগা, রেমা গাপা, মাধা, পানি।

(১৫) সারেসা, রেগারে, গামাগা, মাপামা, পাধাপা, ধানিধা।

(১৬) সারেরেমাসা, রেমাগাপারে, গাপামাধাগা, মাধাপানিসা।

(১৭) সাগারেমামাগারেসা, রেমাগাপাপাগামারে, গাপামাধাধামাপাগা, মাধাপানিনিপাধামা।

(১৮) সাগামা, রেমাপা, গাপাধা, মাধানি।

(২০) সারেগা, রেগামা, গামাপা, মাপাধা, পাধানি।

(২১) সাসাসারেসা, রেরেরেগারে, গাগাগামাগা, মামামাপামা, পাপাপাধাপা, ধাধাধানিধা।

(২২) সারেগারে, রেগামাগা, গামাপামা, মাপাধাপা, ধাধানিধা।

(২৩) সামামামাসামা, রেপাপাপাপারে, গাধাধাধাগাধা সানিনিনিসানি।

(২৪) সারেগামা, মাগারেসা, রেগামাপা, পামাগারে, গামাপাধা, ধাপামাগা, মাপাধানি, নিধাপামা।

(২৫) সারেরেসা, রেগাগারে, গামামাগা, মাপাপামা, পাধাধাপা, ধানিনিধা।

(২৬) সারেসাগাসা, রেগারেমারে, গামাগাপাগা, মাপামাধামা, পাধাপানিপা ॥

(২৭) সারে সারে গা সারে গামা, রে গা রেগা মা রেগামাপা, গামাগামাপাগামাপাধা, মাপামা-পাধা মাপাধানি ॥

(২৮) সারেপামাগারে, রেগাধাপামাগা, গামানিধা-পামা।

(২৯) সাগারেসাগারেসা, রেমাগারেমাগারে গাপামা-গাপামাগা, মাধাপামাধাপামা, পানিধাপানি-ধাপা।

(৩০) সাপামাগারে, রেধাপামাগা, গানিধাপামা।

(৩১) সাসারেমাগা, রেরেগাপামা, গাগামাধাপা, মামা-পানিধা।

(৩২) সারেমারেসা, রেগাপাগারে, গানিধামাগা, মাপা-নিপামা।

(৩৩) সারেসা, সারেগারেসা, সারেগামাগারেসা, সারেগামাপামাগারেসা, সারেগামাপাধানিধাপা-মাগারেসা।

(৩৪) সাগামামারেসা, রেমাপাপাগারে, গাপাধাধা-মাগা, সাধানিনিপাধা।

(৩৫) সাসারেরেসাসারেসা, রেরেগাগারেরেগারে, গাগাসাসাগাগাসাগা, মামাপাগামামাপাপা, পাপাধাধাপাপাধাপা, ধাধানিনি ধাধানিধা।

(৩৬) সাসারেরেসাসা, রেরেগাগারেরে, গাগামামা-গাগা, মামাপাপামামা, পাপাধাধাপাপা, ধা-ধানিনিধাধা,

(৩৭) সাগাসাগা, রেমারেমা, গাপাগাপা মাধামাধা, পানিপানি।

(৩৮) সারেসারেগারেগারে, রেগারেগামাগামাগা, গামাগামাপামাপামা, মাপামাপাধাপাধাপা, পা-ধাপাধানিধানিসা।

(৩৯) সাসাগাসাগা, রেরেমারেমা, গাগাপাগাপা, মা-সাধাসাধা, পাপানিপানি।

(৪০) সারেগামাপাধানি। নিসারেগামাপাধানি। ধানিসারেগামাপা। গামাপাধানিসারে। রেগামাপাধানিসা॥

(৪১) মাপাধানি সারেগা। গামাপাধানিসারে।
রেগামাপাধানিসা। সারেগামাপাধানি।
নিসারেগামাপাধা। ধানিসারে গামাপা।
পাধানিসারেগামা।

(৪২) সারেসা। রেগারে। গামাগা। মাপামা।
পাধামা। ধানিধা। নিসানি। সানিসা॥

(৪৩) সাসা রেরে সাসা। রেরে গাগা রেরে। গাগা
মামা গাগা। পাপা ধাধা পাপা। ধাধা নিনি
ধাধা। নিনি সাসা নিনি। সাসা নিনি সাসা।

(৪৪) সাগারেসা। রেমাগারে। গাপামাগা। মাধা-
পামা। পানিধাপা। ধাসানিধা।

(৪৫) সাসা গাগা রেরে সাসা। রেরে মামা গাগা রেরে।
গাগা পাপা মামা গাগা। মামা ধাধা পাপা মামা।
পাপা নিনি ধাধা পাপা। ধাধা সাসা নিনি ধাধা।

(৪৬) সাসা রেগা মাগারেসা। রেমাগামা পামাগারে।
গাপামাপাধাপামাগা। সাধাপাধানিধাপামা।
পানি ধানি সানি ধাপা।

(৪৭) সাগারেমা মাগারেসা। রেমা গাপা পামা গারে।
গাপা মাধা ধাপা মাগা। মাধাপানি নিধা পামা।
পানি ধাসা সানি ধাপা।

(৪৮) সাসা রেরে গাগা সাগারে গারেসা। রেরে গাগা
মামা পামাগা মাগারে। সামা পাপা ধাধা

নিধাপা ধাপামা। পাপা ধাধা নিনি সানিধা নিধাপা ॥

(৪৯) সারেগামা মাগারেসা সারেগারে সারেগামা।
রেগামাপা পামাগারে রেগামাগা রেগামাপা।
গামাপাধা ধাপামাগা গামাপামা গামাপাধা।
মাপাধানি নিধাপামা মাপাধাপা মাপাধানি।
পাধানিসা সানিধাপা পাধানিধা পাধানিসা।

(৫০) সাগারেগা মাগারেগা রেগারেসা সারেগামা।
রেসাগামা পামাগামা গামাগারে রেগামাপা।
গাপামাপাধাপাসাপা মাপামাগা গামাপাধা।
মাধাপাধা নিধাপাধা পাধাপামা মাপাধানি।
পানিধানি সানিধানি ধানিধাপা পাধানিসা ॥

(৫১) সাসা রেরে গাগা মাগা রেগারেসা। রেরে গাগা মামাপামা গামা গারে। গাগা মাপা পাপা ধাপা মাপা মাগা। মামা পাপা ধাধা নিধা পাধা পামা। পাপা ধাধা নিনি সানি ধানি ধাপা ॥

(৫২) সারে সারে সারে গারে। রেগা রেগা রেগা মাগা। গামা গামা গামা পামা। মাপা মাপা মাপা ধাপা। পাধা পাধা পাধা নিধা। ধানি ধানি ধানি ধানি ॥

(৫৩) সাগারেসাসারেগামা। রেমাগাপা রেগামাপা।

গাপামাধা গামাপাধা। মাধাপানি মাপাধানি।
পানিধাসা পাধানিসা ॥

(৫৪) সাগারেমা সারেগামা সারেগামা। রেগামাপা
পাগামারে রেগামাপা। গাপামাধা ধাপাপাগা
গামাপাধা। মাধাপানি নিধাপামা মাপাধানি।
পানিধাসা সাধানিপা পাধানিসা।

(৫৫) সারেগামা মাগারেসা সারেগামা। রেগামাপা
পামাগারে রেগামাপা। গামাপাধা ধাপামাগা
গামাপাধা। পাধানিসা সানিধাপা পাধানিসা।

(৫৬) সারে গামাপাধানি ধাপামাগারেসা। সারে-
গামাপাধা ধাপামাগারেসা। সারেগামাপাধা
পামাগারেসা। সারেগামাপামাগারেসা। সারে
গামাগারেসা। সারেগারেসা। সারেসা।

(৫৭) সাগারেগা মাগারেগা রেগারেসা সারেগামা।
রেগাগামা পামাগামা গামাগারে রেগামাপা।
গাপামাপা ধাপামাপা মাপামাগা গামাপাধা।
মাপাপাধা নিধাপাধা পাধাপামা মাপাধানি।
পানি ধানি সানি ধানি ধানি ধাপা পাধানিসা।

(৫৮) সাসা সারেসাগা। রেরে রেগারেসা। গাগা
গামাগা পা। মামা মাপামা ধা। পাপা
পাধাপানি। ধাধা ধানিধা সা ॥

(৫৯) সারেগারে। রেগামাগা। গামাপামা।
মাপাধাপা। পাধানিধা। ধানিসানি ॥

(৬০) সা মামাসা সামা। রে পাপাপা রেপা। গা ধাধাধা গাধা। মানিনিনি মনি। পা সাসাসা পাসা।

(৬১) সাসা মামা রেরে পাপা। গাগাধাধা। মামা নিনি। পাপা সাসা।

(৬২) সামাসামা সারেগামা। রেপারেপা রেগামাপা গাধা গাধা গামাপাধা। মানি মানি মাপাধানি। পাসা পাসা পাধানিসা।

(৬৩) সারে সাগা সামা সাপা সাধা সানি সাসা। রেগা রেমা রেপা রেধা রেনি রেসা। গামা গাপা গাধা গানি গাসা। মাপা মাধা মানি মাসা। পাধা পানি পাসা। ধানি ধাসা। নিসা।

(৬৪) সারে রেগা গামা। রেগা গামা মাপা। গামা মাপা পাধা। মাপাপাধা ধানি। পাধা ধানি নিসা।

(৬৫) সাগা সাগা সারেগামা। রেমা রেমা রেগামাপা গাপা গাপা গামা পাধা। মাধা মাধা মাপাধানি। পানি পানি পাধানিসা।

(৬৬) সাগা রেগা সারেগামা। রেগা গামা রেগামাপা গাপা মাপা গামাপাধা। সাধা পাধা মাপাধানি। পানি ধানি পাধানিসা।

(৬৭) সারেগা রেগামা গারেসা রেগামা। রেগামা গাপাপা মাগারে গামাপা। মাপাধা পাধানি ধা-পামা পাধানি। পাধানি ধানিসা নিধাপা ধানিসা।

(৬৮) সামাগামা সারেগামা। রেপামাপা রেগামাপা।
গাধাপাধা গামাপাধা। সানিধানি মাপাধানি।
পাসানিসা পাধানিসা।

(৬৯) সাসা মামা গাগা রেসা সারে গারে সারেগামা।
রেরে পাপা মামা গারে রেগা মাগা রেগামাপা।
গাগা ধাধা পাপা মাগা গামা পামা গামা পাধা।
মামা নিনি ধাধা পামা মাপা ধাপা মাপা ধানি।
পাপা সাসা নিনি ধাপা পাধা নিধা পাধানিধা।

(৭০) সামাগারে। রেপামাগা। গাধাপামা। মানি-
ধাপা। পাসানিধা।

(৭১) সারে গামা গারে সারে গারে সারেগামা। রেগা
মাপা মাগা রেগামাগা রেগামাপা। গামা পাধা
পামা গামাপামা গামাপাধা। মাপাধানি ধাপা
মাপাধাপা মাপাধানি। পাধানিসা নিধা পাধা-
নিধা পাধানিসা।

(৭২) সারে গারে সারে সারে সারেগামা। রেগা
মাগা রেগা রেগা রেগামাপা। গামা পামা গামা-
গামা গামাপাধা। মাপাধাপা মাপামাপা মাপা-
ধানি। পাধানিধা পাধাপাধা গাধানিসা।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

রাগাধ্যায়।

"ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ।
ন নাদেন বিনা রাগস্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ॥"

এই অধ্যায়ে রাগ রাগিণীর স্বরগ্রাম গুলি বিশুদ্ধ সঙ্গীত শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। রাগ রাগিণী গুলির স্বরগ্রাম প্রদান করিয়াছি বলিয়া পাঠকেরা ইহা গুরু উপদেশ ভিন্ন আয়ত্তাধীন করিতে পারিবেন না। ইহা অতীব সুকঠিন কার্য্য, সহজ কর্ম্ম নহে। পাঠকেরা রাগ রাগিণীর স্বরগ্রাম গুলি* যথানিয়মে আয়ত্তাধীন করিবার জন্য সাধ্যসাধন করিতে অবহেলা করিবেন না। সঙ্গীত-সাধকদিগের ঐকান্তিক যত্ন চেষ্টার গুণে ইহাতে অনেক পরিমাণে সফলতা লাভ হইবার সম্ভব।

---

* রাগ রাগিণীর স্বরগ্রাম গুলি অহবল প্রণীত "সঙ্গীতপারিজাতের" মতানুসারে লিখিত হইয়াছে।

এই স্থলে নিম্নলিখিত রাগ রাগিণীর স্বরগ্রাম প্রদান করা যাইতেছে। যথা—

রাগ রাগণীর নাম।

(১) রাগিণী সৈন্ধব।
(২) রাগিণী সম্পূর্ণ ধনাশ্রী।
(৩) রাগিণী মেঘমল্লার।
(৪) রাগিণী নীলাম্বরী।
(৫) রাগিণী মালবশ্রী।
(৬) রাগিণী গৌরী।
(৭) রাগিণী মল্লারী।
(৮) রাগিণী বসন্ত।
(৯) রাগ পঞ্চম।
(১০) রাগিণী ভৈরবী।
(১১) রাগিণী ভূপালী।
(১২) রাগ ভৈরব।
(১৩) রাগ বসন্তভৈরব।
(১৪) রাগিণী বাঙ্গালী।
(১৫) রাগিণী বিভাষ।
(১৬) রাগিণী টৌড়ি।
(১৭) রাগিণী কল্যাণ।
(১৮) রাগিণী রামকিরী।
(১৯) রাগিণী সারঙ্গ।
(২০) রাগিণী গুণকরী।
(২১) রাগিণী বড়হংস।
(২২) রাগিণী বেলবলী।
(২৩) রাগিণী কেদারী।
(২৪) রাগিণী ললিতা।
(২৫) রাগিণী দেশী।
(২৬) রাগিণী টঙ্ক।
(২৭) রাগ নটনারায়ণ।
(২৮) রাগিণী ছায়ানট।
(২৯) রাগ শ্রী।
(৩০) রাগিণী পাহাড়ী।
(৩১) রাগিণী দেবগিরী।
(৩২) রাগিণী দেবগান্ধার।
(৩৩) রাগিণী ত্রিবণী।
(৩৪) রাগিণী হংস।
(৩৫) রাগিণী জয়শ্রী।

রাগ রাগিণীর স্বরলিপি।

(১) রাগিণী সৈন্ধব।

ধা সা রে মা মা পা পা ধা ধা। সা নি ধা ধা পা মা-পা মা গা গা গা গা রে সা। ধা সা রে মা মা গা রে গা রে পা মা গা রে। নি নি ধা মা পা মা গা রে। পা পা মা রে গা গা গা রে সা।

(২) রাগিণী সম্পূর্ণধনাশ্রী।

গা মা পা নি সা। রে সা নি ধা পা মা। গা মা পা মা গা রে সা। গা মা পা নি পা নি সা রে পা নি সা নি ধা পা মা। গা মা পা মা পা মা গা মা গা রে সা। পা মা পা মা গা রে সা। নি ধা পা মা। গা মা পা মা পা গা রে সা পা নি সা রে সা নি সাসা।

(৩) রাগিণী মেঘমল্লার।

সা সা সা রে মা পা ধা সা সা ধা পা মা গা রে সা। সা সা রে মা রে মা পা ধা ধা সা সা ধা পা ধা রে সা সা সা ধা সা সা পা ধা ধা মা মা রে সা সা সা রে মা রে সা রে সা রে ধা সা সা॥

(৪) রাগিণী নীলাম্বরী।

সা রে গা মা পা ধা নি সা সা নি ধা পা মা পা মা সা রে গা মা পা মা গা রে সা মা পা মা রে গা সা সা

সা পা পা পা পা পা মা পা পা পা পা পা মা। পা পা পা মা পা পা পা মা নি ধা পা মা গা রে গা সা পা সা সা রে গা মা সা পা ধা নি ধা পা মা গা রে গা মা পা মা গা রে সা গা পা গা গা রে গা মা গা গা রে সা রে সা সা সা সা সা সা সা নি সা সা সা সা নি ধা নি সা রে সা নি সা সা সা।

(৫) মালবশ্রী।

মা পা ধা নি সা গা সা নি সা নি ধা ধা পা ধা ধা ধা পা মা পা পা মা মা গা সা ধা ধা ধা পা মা মা পা পা। নি ধা নি সা মা মা গা সা গা সা নি সা নি নি ধা পা ধা ধা পা ধা ধা পা মা পা পা মা গা সা নি ধা নি সা সা সা।

(৬) রাগিণী গৌরী।

রে মা পা নি সা নি ধা পা সা গা রে গা রে সা। নি সা রে মা গা রে গা রে সা নি নি সা নি সা। নি ধা পা মা পা সা ধা পা মা পা মা গা রে গা রে সা নি সা নি সা। মা পা ধা পা মা গা রে সা নি সা। রে মা পা মা গা রে মা গা গা রে নি সা। রে মা গা রে গা রে সা নি সা নি ধা পা মা গা রে সা নি সা রে রে গা মা গা রে সা মা সা সা সা মা।

(৭) রাগিণী মল্লারী।

সা রে মা পা ধা সা রে। সা ধা সা ধা পা মা পা মা গা রে সা রে রে মা সা ধা সা রে মা পা মা গা রে সা রে

মা সা ধা সা সা মা সা মা। রে মা পা ধা মা পা ধা ধা সা সা রে রে রে রে মা গা রে সা ধা ধা সা ধা পা মা পা সা গা রে রে সা ধা ধা ধা সা সা সা।

(৮) রাগিণী বসন্ত।

সা রে গা মা পা ধা নি সা সা নি ধা পা মা পা মা গা মা। গা মা পা ধা নি ধা ধা পা মা পা মা মা গা মা। সা রে গা মা পা ধা সা রে গা মা পা মা গা রে সা সা নি ধা পা ধা পা মা ধা ধা পা গা রে সা নি ধা নি সা সা সা।

(৯) রাগ পঞ্চম।

সা গা মা ধা নি সা সা নি ধা সা গা মা গা সা মা গা মা। ধা নি সা সা গা সা গা মা সা নি ধা নি সা নি ধা নি সা সা নি সা নি ধা মা গা সা গা মা গা সা গা মা গা মা গা সা। নি ধা নি সা ধা মা মা গা সা নি ধা নি সা সা।

(১০) রাগিণী ভৈরবী।*

সা রে গা মা পা ধা নি। সা নি ধা পা মা গা রে সা। সা রে গা মা পা মা গা রে সা মা গা রে গা রে সা রে গা নি সা। সা গা মা গা মা গা মা পা মা গা রে সা। ধা পা মা গা রে সা গা রে নি সা গা গা মা গা মা পা মা গা রে সা গা গা মা নি নি ধা মা গা রে সা সা সা রে সা নি নি সা সা মা।

---

* ভৈরবী, বিভাষ, আলাইয়া, দেবগিরী, কুকুভা, যোগিয়া, গান্ধার প্রভৃতি রাগ সমুদয়কে এক্ষণে করুণারসের রাগ বলিয়া

(১১) রাগিণী ভূপালী।

গা পা ধা সা রে গা রে সা সা ধা পা গা পা গা রে গা রে সা ধা সা। গা পা ধা সা রে গা রে গা গা গা গা রে রে রে রে গা রে গা রে সা ধা ধা সা মা।

(১২) রাগ ভৈরব।

ধা নি সা গা মা ধা নি সা মা গা মা নি ধা নি সা নি ধা নি নি মা গা মা। সা গা মা ধা মা গা মা গা মা গা মা নি ধা নি সা ধা নি নি ধা নি নি ধা নি সা স্মা।

(১৩) বসন্ত ভৈরবী।

পা নি সা রে গা মা পা মা গা রে সা নি সা রে নি সা নি ধা। ধা নি সা। মা গা রে সা নি সা রে নি সা নি ধা। ধা নি সা স্মা। ধা নি সা রে গা স্মা। ধা ধা পা মা পা মা গা স্মা। সা রে গা মা গা রে না নি ধা নি সা স্মা।

অবগত হওয়া যায়। সিন্ধুড়া, নট, মালব, শঙ্করা, পুরিয়া প্রভৃতি রাগ সমূহ বীর রসের বলিয়া প্রসিদ্ধ। কলিঙ্গড়া বা কালংড়া, পরাজিকা বা পরজ, কেদারা, ললিত, খট প্রভৃতি শৃঙ্গার রসের রাগ বলিয়া প্রচলিত আছে। সোহিনী এবং বাহার এই দুইটীও শৃঙ্গার রসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভৈরব, কল্যাণ, ভূপালী, শ্যাম, হাম্বির, আড়ানা, সাহানা প্রভৃতি রাগ হাস্যরসের অঙ্গ এবং উৎসব ও মঙ্গল কর্ম্মে গীত হইয়া থাকে। বীভৎস, রৌদ্র, ভয়ানক এবং অদ্ভুত এই চারিটী রসের কোন নির্দ্দিষ্ট রাগ এক্ষণে প্রায় দেখা যায় না।

(১৪) রাগিণী বাঙ্গালী।

সা গা মা পা নি সা সা নি পা না মা গা সা। সা গা মা পা পা নি পা মা গা মা পা মা গা সা নি সা নি মা পা নি সা নি সা গা সা নি সা নি পা মা পা নি গা মা পা সা।

(১৫) রাগিণী বিভাষ।

গা পা ধা সা রে গা পা মা গা রে সা সা নি ধা পা ধা সা সা নি ধা নি ধা পা গা পা মা গা রে সা সা রে সা রে সা সা সা নি ধা পা ধা সা সা নি ধা পা মা পা মা গা রে সা সা রে সা রে সা সা সা নি ধা পা ধা পা মা পা পা ধা মা সা নি ধা পা ধা পা পা মা গা গা রে সা। সা রে সা নি ধা পা ধা ধা সা রে রে সা পা মা গা রে সা।

(১৬) রাগিণী টোড়ী।

সা রে গা মা পা ধা নি সা সা নি ধা পা মা গা গা গা রে সা। রে সা নি সা নি ধা ধা নি সা রে গা রে সা রে সা নি সা নি ধা। গা গা গাম্মা গা রে গা রে সা রে নি সা নি ধা সা রে গা মা পা ধা ধা পা মা গা মা গা রে সা নি সা রে রে সানি ধা ধা ধা নি সা।

(১৭) রাগিণী কল্যাণ।

গা পা ধা সা রে গা রে সা সা নি ধা পা ধা নি ধা ধা পা পা মা গা গাপা মাগা গা সা রে গাগা রে গা গা গা

সা নি ধা পা পা ধা ধা পা গা পা মা গা পা মা গা মা গ গা রে সা। সা সা সা নি ধা পা গা পা ধা সা রে গা পা মা গা গা রে সা। সারে গা পা পা গা ধা সা গা রে গা রে সা সা নি ধা পা সা নি ধা পা ধা পা মা গা গা গাপা মা গা গা রে সা সা নি ধা পা ধা সা স্মা।

(১৮) রাগিণী রামকরী।

ধা সা রে গা পা মা গা রে সা সা রে গা পা গা পা পা ধা সা গা রে গা সা নি ধা পা ধা পা মা গা গা মা মা গা গা রে সা গা নি ধা পা গা পা ধা সা সা রে সা রে গা পা পা মা গা গা গা রে সা সা রে গা পা ধা ধা পা গা পা পা গা পা গা গা রে সা সা রে রে সা রে গা সা রে গা সা রে গা সা রে গা পা গা পা ধা সা গা রে সা সা নিধা পা ধা পা মা গা রে সা। সা রে সা রে সা সা।

(১৯) রাগিণী সারঙ্গ।

সা রে গা মা পা ধা নি সা। সা নি ধা পা মা গা রে সা। সা রে গা মা পা পা ধা পা পা মা গা মা পা মা গা মা গা রে সা। সা রে গা রে সা।

(২০) রাগিণী গুণকরী।

ধা সা সা ধা পা মা পা। পা মা মা রে সা। সা ধা ধা পা মা পা পা মা মা রে সা। সা রে গা গা গা গা মা গা রে সা। ধা রে সা সা সা গা ধা সা সা সা ধা পা মা মা মা মা মা রে সা। ধা রে রে রে রে সা ধা সা সা ধা

পা মা পা ধা মা রে সা। সা রে গা ম গা রে সা। সা ধা পা মা পা মা মা মা মা মা সা রে সা। সা সা রে সা মা পা মা মা রে সা রে রে রে সা স্মা।

(২১) রাগিণী বড়হংস।

সা রে গা মা পা নি সা সা নি ধা পা মা রে গা মা রে সা। সা সা সা নি ধা পা পা নি সা রে গা মা পা মা মা রে গা মা পা ধা পা মা পা ধা পা সা পা মা রে পা মা। রে গা মা রে সা রে সা সা নি ধা পা মা মা পা মা মা মা। পা পা মা রে গা মা রে সা সা রে গা মা পা সা রে পা রে পা ধা পা মা পা ধা পা মা পা মা রে পা মা রে গা মা রে সা। রে সা সা নি ধা পা মা মা মা মা পা। পা পা মা রে গা রে গা মা রে সা। সা রে গা মা পা ধা পা মা সা রে গা মা রে সা। পা পা গা মা পা মা রে গা মা রে গা মা রে সা রে সা নি সা স্মা।

(২২) রাগিণী বেলাবলী।

গা মা পা ধা সা রে সা নি ধা পা ধা। মা পা রে গা মা রে সা।৷ সা রে গা মা পা ধা পা মা গা পা রে গা মা রে সা৷ সা রে ধা পা গা রে গা মা রে মা গা পা ধা সা সা নি ধা পা ধা পা মা রে গা সা রে সা।৷ রে গা পা মা রে গা মা রে সা।৷ সা রে গা পা ধা পা সা নি ধা পা ধা ধা পা মা রে গা মা রে সা। সা ধা পা মা রে গা মা রে সা। রে মা রে সা নি ধা পা ধা পা মা রে গা মা রে সা।

(২৩) রাগিণী কেদারী।

গা মা পা নি সা গা মা গা সা নি প নি সা। গা পা সা নি পা মা মা গা সা গা মা পা মা গা সা। গা মা পা নি পা মা গা সা নি সা নি সা নি সা নি মা পা নি পা মা গা মা পা মা গা সা নি স্মা।

(২৪) রাগিণী ললিতা।

সা রে গা মা ধা নি সা সা নি ধা মা গা রে সা রে সা নি সা নি সা নি ধা নি নি সা নি ধা নি সা নি ধা নি নি সা রে গা মা গা রে সা নি সা ধা নি সা নি সা নি নি ধা মা ধা নি সা রে গা মা গা রে সা নি ধা নি ধা মা মা গা রে স রে সা নি সা সা ধা নি সা মা গা রে সা নি ধা নি সা স্মা।

(২৫) রাগিণী দেশী।

সা গা সা ধা নি সা। সা নি ধা মা গা মা গা সা সা গা মা ধা মা ধা নি সা। সা গা সা নি সা নি ধা মা গা মা গা সা নি সা স্মা।

(২৬) রাগিণী টঙ্ক।

সা রে গা মা পা নি সা সা নি ধা পা নি ধা পা ধা পা মা পা ধা পা মা গা রে সা। সা রে গা মা পা নি ধা ধা পা গা রে সা। পা গা রে সা নি ধা পা পা ধা সা রে গা মা পা গা রে সা রে সা।

(২৭) রাগ নটনারায়ণ।

গা মা পা ধা নি সা সা নি ধা পা মা মা পা মা মা মা। রে গা মা রে সা ধা নি সা ধা নি। সা সা নি পা সা।

সা নি সা নি সা নি ধা পা ধা নি সা সা নি পা। ধা নি ধা পা মা মা পা মা মা মা রে গা মা রে সা।

(২৮) রাগিণী ছায়ানট।

ধা সা সা রে গা মা পা ধা সা নি ধা পা মা মা মা রে ধা ধা পা মা পা মা মা গা মা রে ধা পা সা মা মা রে সা রে সা সা সা।

(২৯) রাগ শ্রী।

রে রে রে পা মা গা গা রে গা রে সা সা সা সা নি সা নি ধা পা মা পা নি নি সা। নি সা রে মা মা পা পা নি নি সা রে গা রে সা নি সা নি সা নি নি ধা পা মা পা মা পা মা মা মা গা রে রে গা রে রে গা রে সা নি নি সা স্মা।

(৩০) রাগিণী পাহাড়ী।

সা রে মা পা ধা পা পা মা পা রে রে মা রে মা রে রে সা নি সা। রে মা পা ধা পা মা পা পা রে সা রে রে সা নি সা স্মা।

(৩১) রাগিণী দেবগিরী।

সা রে গা মা পা ধা নি সা সা নি ধা পা মা গা রে সা। ধা নি সা ধা নি সা রে গা মা পা ধা পা মা পা মা রে মা রে সা। সা রে গা মা পা ধা নি সা রে গা মা পা পা মা রে সা। ধা নি সা সা ধা নি সা রে সা নি সা।

(৩২) রাগিণী দেবগান্ধারী।

গা মা পা ধা নি ধা ধা পা মা গা রে নি ধা নি সা সা সা সা নি নি ধা নি সা নি ধা ধা পা মা গা রে সা নি ধা নি সা।

(৩৩) রাগিণী ত্রিবণী।

সা রে গা মা পা ধা নি সা সা নি ধা পা গা রে গা রে সা নি সা। সা রে গা মা পা পা গা রে গা পা গা রে গা রে সা রে সা। গা মা পা গা রে সা সা রে গা মা গা রে সা রে সা নি সা ম্মা।

(৩৪) রাগিণী হংস।

গা পা ধা সা সা ধা পা গা পা গা রে সা রে সা সা রে গা পা ধা সা গা রে সা রে ধা সা ধা পা গা পা গা রে সা। সা রে সা রে গা মা পা গা রে সা রে গা রে ধা সা সা ধা সা সা রে গা পা গা রে সা রে সা ধা সা ম্মা।

(৩৫) রাগিণী জয়শ্রী।

নি সা গা রে গা মা পা নি ধা পা মা গা মা গা গা রে সা নি সা গা রে সা নি সা গা রে সা নি সা গা রে। গা মা পা মা পা মা গা রে সা নি সা পা নি সা গা মা পা নি সা রে সা নি সা নি ধা পা মা গা মা পা মা গা রে সা। নি নি সা গা রে রে সা নি সা ম্মা।

☞ উপরোক্ত রাগ রাগিণীর স্বর লিপিগুলি সঙ্গীত সাধকদিগের পক্ষে কঠিন বোধ হইলে তাঁহারা এই পুস্তকস্থিত রাগ রাগিণীর লক্ষণ বা রাগ রাগিণীর স্বরূপ লক্ষণগুলি বিশেষ করিয়া পাঠ করিলে অনেক পরিমাণে সরল বোধ হইতে পারে। তৎপর রাগাভ্যাস করিলে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। বহুসংখ্যক রাগের স্বরলিপি আছে, আমি বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয় প্রকাশ করিলাম না।

রাগ রাগিণীর ঠাট স্বরগ্রাম।

রাগরাগিণীর নাম।	ঠাটস্বরগ্রাম।
(১) শ্রীরাগ।———	সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নি সা।
(২) মালবশ্রী।———	সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।
(৩) ত্রিবণী।———	ধা, নি, সা, গা, মা, ধা।
(৪) গৌরী।———	সা, গা, মা, ধা, নি, সা।
(৫) কেদার।———	সা, গা, মা, পা, নি, সা।
(৬) মধুমাধবী।———	সা, রে, মা, পা, নি, সা।
(৭) পাহাড়ী।———	সা, গা, মা, ধা, নি, সা।
(৮) বসন্ত।———	সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।
(৯) দেশী।———	রে, গা, মা, ধা, নি, সা, রেরে।
(১০) দেবগিরী।———	সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।
(১১) বরাট।———	সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।
(১২) টৌড়ী।———	মা, পা, ধা, নি, সা, রে, গা, মা।
(১৩) ললিতা।———	সা, গা, মা, ধা, নি, সা।
(১৪) হিণ্ডোলী।———	সা, গা, মা, পা, নি, সা, সা।
(১৫) ভৈরব।———	ধা, নি, সা, গা, মা, ধা।
(১৬) ভৈরবী।———	সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি।
(১৭) বাঙ্গালী।———	সা, গা, মা, পা, নি, সা।
(১৮) সৈন্ধবী।———	সা, গা, মা, পা, ধা, নি, সা,।
(১৯) রামকিরী।———	সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।
(২০) গুর্জ্জরী।———	রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা, রে।

(২১) গুণকরী।—— নি, সা, গা, মা, পা, নি।
(২২) পঞ্চম।——— সা, রে, গা, মা, ধা, নি, সা।
(২৩) বিভাষা।———সা, গা, মা, ধা, নি, সা।
(২৪) ভূপালী।———সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।
(২৫) কর্ণাটিকা।——নি, সা, রে, গা, পা, ধা, নি, নি।
(২৬) বড়হংসিকা।— নি, ধা, রে, গা, পা, পা, পা, ধা, নি, নি।
(২৭) মালবী।——— নি, সা, গা, মা, ধা, নি, নি।
(২৮) পটমঞ্জরী।——পা, ধা, নি, সা, রে, গা, মা, পা।
(২৯) মেঘ।——— ধা, নি, সা, রে, গা, মা, পা, ধা, ধা।
(৩০) মল্লারী।———ধা, নি, রে, গা, মা, ধা।
(৩১) সৌরটী——— পা, ধা, নি, সা, গা, মা, পা।
(৩২) কাবেরী।—— সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, ধা।
(৩৩) কৌশকী।—— সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি সা।
(৩৪) গান্ধারী।———সা রে গা মা পা ধা নি সা।
(৩৫) হরশৃঙ্গারী।——ধা নি সা রে গা মা পা ধা।
(৩৬) নটনারায়ণ।— সা রে গা মা পা ধা নি সা।
(৩৭) কাম্বোদী।—— সা রে গা মা পা ধা নি সা।
(৩৮) কল্যাণী।—— পা ধা নি সা রে গা মা পা।
(৩৯) আভেরী।—— পা ধা নি সা রে গা মা পা।
(৪০) নাটিকা।—— সা রে গা মা পা ধা নি সা।
(৪১) সারঙ্গী।———সা রে গা মা পা ধা নি সা।
(৪২) হাম্বিরী।—— ধা নি সা রে গা মা পা ধা॥

হনুমন্তের মতে রাগ রাগিণীর স্বরগ্রাম।

রাগ রাগিণীর নাম। স্বরগ্রাম।

(১) ভৈরব।——ধা, নি, সা, গা, মা ধা।

(২) মধুমাধবী।——মা, পা, ধা, নি, সা, রে, গা, মা।

অথবা——মা, পা, নি, সা, গা, মা।

(৩) ভৈরবী।——মা, পা, ধা, নি, সা, রে, গা, মা।

অথবা——ধা, নি সা, গা, মা, ধা।

(৪) বাঙ্গালী।——সা, গা, মা, পা, নি, সা।

অথবা——ধা, নি, সা, গা, মা, ধা।

(৫) বরাটী।——সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।

(৬) সৈন্ধবী।——সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।

অথবা——সা, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।

(৭) টোড়ী।——মা, পা, ধা, নি, সা, রে, গা, মা।

অথবা——সা, রে, গা, মা, পা, ধা নি, সা।

(৮) খম্ভাবতী।——ধা, নি, সা, রে, গা, মা ধা।

(৯) গৌরী।——সা, গা, মা, ধা, নি, সা।

(১০) গুণকিরী।——পা, নি, সা, গা, মা, পা, নি।

অথবা——সা, গা, মা, পা, নি, সা।

(১১) কুকুভা।——ধা, নি, সা, রে, গা, মা, পা, ধা।

(১২) হিণ্ডোল।—সা, গা, মা, পা, নি, সা, নি, পা, মা, গা, সা।

(১৩) বেলাবলী।——ধা, নি, সা, রে, গা, মা, পা, ধা।

(১৪) রামকিরী।——সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।

(১৫) দেশাক্ষী।——গা, মা, পা, ধা, নি, সা, গা;

অথবা——গা, মা, পা, ধা, নি, সা, রে, গা।

(১৬) পটমঞ্জরী।——পা, ধা, নি, সা, রে, গা, মা, পা।

(১৭) ললিতা।——সা, গা, মা, পা, নি, সা।

(১৮) দীপক।——সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।

(১৯) কেদারী।——নি, সা, গা, মা, পা, নি, নি।

(২০) কানাড়া।——নি, সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, নি।

(২১) দেশী।——রে, গা, মা ধা, নি, সা, রে।

(২২) কামোদী।——ধা, নি, সা, রে, গা, মা, পা, ধা।

(২৩) নাটিকা।——সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।

(২৪) শ্রীরাগ।——সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।

অথবা——নি, গা, মা, পা, ধা, নি, সা, রে।

(২৫) বসন্ত।——সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।

(২৬) মালবী।——নি, সা, গা, মা, ধা, নি।

(২৭) মালবশ্রী।——সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।

(২৮) ধনাশ্রী——সা, গা, মা, ধা, নি, সা।

(২৯) আশাবরী।——ধা, নি, সা, মা, পা, ধা।

অথবা——মা, ধা, নি, সা, রে, গা, মা।

(৩০) মেঘরাগ।——ধা, নি, সা, রে গা, মা, পা, ধা।

(৩১) গৌড়।——ধা, নি, রে, গা, মা, ধা।

(৩২) দেশকারী।——সা, রে, গা মা, পা, ধা, নি, সা।

(৩৩) ভুপালী।——সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।

অথবা——সা, গা, মা, ধা, নি, সা।

(৩৪) গুর্জ্জরী।——রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা, রে।
(৩৫) টঙ্ক।——সা, গা, মা, পা, ধা, নি, সা, সা।

রাগের শঙ্কর লক্ষণ।*

রাগের নাম।	যে সকল রাগের মিশ্রণে সমুৎপন্ন।
১ শুদ্ধনট।	বাগেশ্বরী, মধুমাধ ও পুরিয়া।
২ কানড়নট।	নট ও কানাড়া।
৩ কেদার নট।	নট ও কেদারা। মতান্তরে—কেদারা ও নটনারায়ণ।
৪ আভীর নট।	নট ও আভিরী।
৫ হাম্বির নট।	নট ও হাম্বির।
৬ কামোদ নট।	নট ও কামোদ।
৭ সারঙ্গ নট।	নট ও সারঙ্গ।
৮ মল্লার নট।	নট ও মল্লার।
৯ কল্যাণ নট।	নট ও কল্যাণ।
১০ নট।	কোকব, পুরবী, কেদারা ও বেলাবল
১১ নট নারায়ণ।	মধুমাধ, বেলাবল, শঙ্করাভরণ ও লঙ্গধন।
১২ কদম্ব নট।	ধনাশ্রী, কানাড়া, শুদ্ধ, ঢোল, আভিরী, মধুমাধ, কেদার।

---

* রাগের শঙ্কর লক্ষণ গুলি সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত হনুমন্ত মতানুসারে লিখিত হইল।

১৩ রাজ নারায়ণ নট।—গাম্ভারী, পুরিয়া ও টোড়ী।

১৪ কামোদ।—বেলাবল ও গৌড়।

১৫ সামন্ত কামোদ।—কেদারা ও কামোদ।

১৬ কল্যাণ কামোদ।—ইমন্ ও কামোদ।

১৭ তিলক কামোদ।—কামোদ ও নট।

১৮ সাহানা।——ফরোদস্ত ও কানাড়া।

১৯ আড়ানা।——মল্লার ও কানাড়া।

২০ পুরিয়া।—— ঢোল, শ্রী, মঙ্গলা, টঙ্ক ও কানাড়া।

২১ শুদ্ধ কল্যাণ।—টঙ্ক, কামোদ ও গৌঁড়।

২২ ইমন্।———সুদ্ধ, কল্যাণ ও কেদারা।

২৩ ক্ষেম কল্যাণ।—হাম্বির ও কেদারা।

২৪ জয়েৎ কল্যাণ।—সুদ্ধ, কল্যাণ ও জয়েৎশ্রী।

২৪ ধনাশ্রী।———মারু, আশাবরী ও টোড়ী।

২৫ মালশ্রী।——কেদারা, শঙ্করাভরণ, সরস্বতী ও মধুমাধ।

২৬ নট।————গান্ধার, বরারী, শ্যাম, টোড়ী, গুর্জ্জরী ও আশাবরী।

২৭ সুরাষ্টক।— বাঙ্গালী, ভৈরব, গান্ধার, পঞ্চম ও গুর্জ্জরী।

২৮ গাম্ভারী।— ধনাশ্রী ও সুরাষ্টক। মতান্তরে—সারস্বৎ এবং ধানশ্রী।

২৯ মধুমাধ।— মালশ্রী, সুদ্ধ, কল্যাণ ও মল্লার।

৩০ সরস্বতী।— শঙ্করাভরণ, নট নারায়ণ ও সুদ্ধ।

৩১ বড়হংস।— রুদ্রাণী, জয়তী, মারু, দুর্গা ও ধনাশ্রী।

৩২ বলনেহ।—রামকেলী, শ্যাম, পুরবী, সুন্দরী, গুণকলী ও গান্ধার।

৩৩ নামধন।— মল্লার, সুহা, শঙ্করাভরণ, কেদারা ও বেলাবল।

৩৪ গান্ধার।— সিন্ধু, ভৈরব, দেবগিরী, গৌরী ও আশাবরী।

৩৫ ফরোদস্ত।—গৌরী, কানেড়া, শ্যাম ও পুরবী। (ইহা আমীর খুস্‌রু কৃত।)

৩৬ পটমঞ্জরী।—মারু, ধুলশ্রী, গাম্ভারী ও ধনাশ্রী।

৩৭ দেওশাক।—শঙ্করাভরণ, কানাড়া ও মল্লার।

৩৮ কামোদ।— গৌরী ও সুরাষ্টক। মতান্তরে—সুরটী ও সুঘরাই।

৩৯ বেলাবলী।—গৌড়, সারঙ্গ ও বেলাবল।

৪০ ভীমপলাশ্রী।—ধনাশ্রী ও পুরবী।

৪১ বেহাগড়া।—সরস্বতী, কেদারা ও মারোয়া।

৪২ লয়লাবতী।—ললত, জয়েৎশ্রী, ও দেশকার।

৪৩ মনোহর।—গৌরী, মারোয়া ও ত্রিবণ্‌।

৪৪ টঙ্ক।— শ্রী, ভৈরব ও কানেড়া।

৪৫ আভিরী।—দেশকার, কল্যান, শ্যাম ও গুর্জ্জরী।

৪৬ হংসমঙ্গলা।—শঙ্করাভরণ, সুরট ও আড়ানা।

৪৭ শ্রীসমাধ।—শ্রী, সুদ্ধ, মালশ্রী, ভীমপলাশ্রী ও টঙ্ক।

৪৮ দেশী।— টোড়ী ও মট্‌।

৪৯ দেবগিরী।—সুদ্ধ, পুরবী ও সারঙ্গ।

৫০ কোলাহল।—কল্যাণ, বেহাগড়া ও কানাড়া।

৫১ শ্রীরমণ।—শ্রী, শঙ্করাভরণ ও মালশ্রী।

৫২ কৌকব।—পূরবী, বেলাবল, কেদারা, মারু ও দেবগিরী।

৫৩ দেবগিরী।—সরস্বতী, মালশ্রী, গান্ধারী।

৫৪ গুর্জ্জরী।—রামকেলী ও ললত।

৫৫ মালগুর্জ্জরী।—শ্যাম, মঙ্গলাষ্টক, গান্ধার ও রামকেলী। মতান্তরে—গৌরী ও সুরট।

৫৬ বিচিত্রা।—ত্রিবণ্, বরারী, গৌরী ও জয়েতী।

৫৭ শ্রী।—টঙ্ক, গৌরী ও বড়হংস।

৫৮ কেদারা।—কোকব, বেলাবল ও পূরবী। মতান্তরে—বাগেশ্বরী, নট ও কামোদ।

৫৯ হিণ্ডোল।—পঞ্চম, ভৈরব, পুরিয়া ও লয়লাবতী।

৬০ মেঘ।—কল্যাণ, বসন্ত, কামোদ ও সামন্ত।

৬১ বসন্ত।—বেলাবল, সারঙ্গ দেবগিরী, নট ও মল্লার।

৬২ ভৈরব।—পুরিয়া, কানাড়া, সুদ্ধ ও হিণ্ডোল।

৬৩ ভৈরবী।—ললত, পঞ্চম, সারঙ্গ, সুদ্ধ, বেলাবল ও বরারী। মতান্তরে—সুদ্ধ, শ্যাম ও ভৈরব।

৬৪ কুলী।——পঞ্চম, মঙ্গলা, দেশকার, রামকেলী ও গুর্জ্জরী।

৬৫ মাধব।—মল্লার, সুদ্ধ, বেলাবল ও নটনারায়ণ।

৬৬ বেলাবল।—কেদারা ও কল্যাণ।

৬৭ **বঙ্গাল**।—মারু, ললত, গৌরী ও ধনাশ্রী।

৬৮ বিভাষ।—গুর্জ্জরী, আশাবরী ও বেলাবল।

৬৯ পঞ্চম।——ললত ও বসন্ত। মতান্তরে—হিণ্ডোল, গান্ধার ও মনোহর।

৭০ সুহা।——বিভাষ ও মালশ্রী। মতান্তরে—বিভাষ সুদ্ধ ও রাগেশ্বরী।

৭১ সুরট।——পঞ্চম, ভৈরবী, গুর্জ্জরী, গান্ধার ও কল্যাণ।

৭২ গৌরী।——জয়জয়ন্তী ও আশাবরী।

৭৩ মালকোশ।—ষট্, সারঙ্গ, হিণ্ডোল, বসন্ত, জয়জয়ন্তী ও পঞ্চম।

৭৪ খাম্বাজী।—মল্লার ও মালশ্রী।

৭৫ দুর্গা।—গৌরী, মালশ্রী, সারঙ্গ ও লয়লাবতী।

৭৬ মালাবতী।—পঞ্চম, নট, হাম্বির, সুদ্ধ ও কামোদ।

৭৭ মারোয়া।—পরজ, বিভাষ ও গৌরী।

৭৮ মারু।—সুরট, গৌরী, সারঙ্গ। মতান্তরে—সুরট, মল্লার, বেলাবল ও সারঙ্গ।

৭৯ জয়তী।—পুরিয়া, সামন্ত ও ললত।

৮০ পুরবী।—মারোয়া ও গৌরী। মতান্তরে—দেবগিরী, গৌঁড় ও গৌরী।

৮১ **রুদ্রাণী**।—জয়তী, ললত, পঞ্চম ও লয়লাবতী।

৮২ গৌঁড়।—মল্লার, ধনাশ্রী ও বেলাবল।

৮৩ **মঙ্গলাষ্টক**।—কেদারা, কানেড়া, জয়েৎশ্রী ও কল্যাণ।

৮৪ **জয়জয়ন্তী**।—ধুনশ্রী, বেলাবলী ও সুরট।

৮৫ ভূপালী।—কল্যাণ ও গৌড়। মতান্তরে—বেলাবল
ও কল্যাণ।

৮৬ কাফী। —শঙ্করাভরণ ও গৌরী।

৮৭ হাম্বির।—মারু ও শঙ্করাভরণ।

৮৮ সামন্ত ভারতী।—মল্লার ও সারঙ্গ।

৮৯ বাগেশ্বরী।—ভৈরব, কেদারা, গৌরী, সিন্ধুড়া, গান্ধার,
দেবগিরী, ধনাশ্রী, কানাড়া ও আশাবরী।
মতান্তরে—ধনাশ্রী ও কানাড়া।

৯০ জয়তী।—বিভাষ, টোড়ী ও সাহানা।

৯১ বিজয়া।—টোড়ী, গান্ভারী ও পুরিয়া।

৯২ কুম্ভ।—ধনাশ্রী ও সরস্বতী।

৯৩ মল্লার।—বেলাবল, সারঙ্গ ও সুরট। মতান্তরে—সারঙ্গ,
নট, মেঘ।

৯৪ সারঙ্গ।—নটমল্লার ও দেবগিরী।

৯৫ গৌরা।—ত্রিবণ, গৌরী ও নট।

৯৬ কলায় —বেলাবল, মল্লার, কানাড়া ও নট।

৯৭ কর্ণাট।—গুর্জ্জরী, ললত, বিভাষ ও পঞ্চম।

৯৮ দেশকার।—পরজ, সুরট ও সরস্বতী।

৯৯ পরজ।—গান্ধার, ধনাশ্রী ও মারু।

১০০ আশাবরী।—মারু ও টোড়ী।

১০১ পটমঞ্জরী।—নট ও মালশ্রী।

১০২ গুণকেলী।—টোড়ী, গুজ্জরী, দেশকার, ললত, দেশ
ও আশাবরী।

১০৩ ত্রিবণী।—শঙ্করাভরণ, জয়শ্রী ও নটনারায়ণ।

১০৪ গান্ধার।—জয়তশ্রী, কেদারা, শ্রী ও মারু।

১০৫ বড়হংস।—মধুমাধ, সুদ্ধ, হাম্বির, নটনারায়ণ।

১০৬ সুরটী।—সিন্ধুড়া ও বড়হংস।

১০৭ সৈন্ধবী।—আভিরী ও আশাবরী।

১০৮ মারোয়া।—শ্রী, ললত, কানাড়া ও দেওসাক।

১০৯ জয়েত।—গৌরী ও ললত।

১১০ রাজহংস।—মালব, শ্রী এবং মনোহর।

রাগ রাগিণীর লক্ষণ।

ছয়রাগ। জাতি। ঠাটস্বর।

(১) শ্রী।—সম্পূরণ জাত রাগ। ইহাতে কড়ি নিষাদ, ঋষভ কোমল, গান্ধার কোমল ও ধৈবত কোমল হইয়া থাকে।

(২) ভৈরব।—সম্পূরণ জাত রাগ। ইহাতে কড়ি নিষাদ, ঋষভ কোমল, গান্ধার কোমল ও ধৈবত কোমল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৩) পঞ্চম।—ওড়ব জাত রাগ। ইহাতে ঋষভ কোমল, পঞ্চম ও গান্ধার বর্জ্জিত হইয়া থাকে।

(৪) মেঘ।—ইহা খাড়ব জাত রাগ।—গান্ধার বর্জ্জিত আছে।

(৫) হিণ্ডোল।—ইহা ওড়ব জাত রাগ। ইহাতে পঞ্চম ও গান্ধার বর্জ্জিত হইয়া থাকে।

(৬) নটনারায়ণ।—সম্পূরণ জাত রাগ। ইহাতে সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাগিণীর নাম। জাতি। ঠাট স্বর।

(১) মালব।—সম্পূরণ জাত রাগ। ইহাতে সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২) মল্লার।—সম্পূরণ জাত রাগ। ইহাতে সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৩) বসন্ত।—ওড়ব জাত রাগ। ইহাতে ঋষভ কোমল, পঞ্চম ও গান্ধার বর্জ্জিত হইয়া থাকে।

(৪) কর্ণাট।—সম্পূরণ জাত রাগ। ইহাতে সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৫) ধনাশ্রী।—সম্পূরণ জাত রাগ। ইহাতে ঋষভ কোমল, ধৈবত কোমল ও মধ্যম কড়িস্বর হইয়া থাকে।

(৬) মালশ্রী।—ওড়ব জাত রাগ। ইহাতে ধৈবত ও গান্ধার বর্জ্জিত হইয়া থাকে।

(৭) রামকরী।—সম্পূরণ জাত রাগ। ইহাতে কোমল ঋষভ, কোমল ধৈবত ও কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৮) সিন্ধুড়া।—সম্পূরণ জাত রাগ। ইহাতে ঋষভ কোমল ও নিষাদ কোমল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৯) আশাবরী।—সম্পূরণ জাত রাগ। ইহাতে কোমল ধৈবত, কোমল গান্ধার, কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১০) ভৈরবী।—সম্পূরণ জাত রাগ। ইহাতে পঞ্চম ব্যতীত সমস্ত সুর কোমল হইয়া থাকে।

(১১) বেলাবলী।—খাড়বজাত রাগ। ইহাতে মধ্যম বর্জ্জিত হইয়া থাকে, কেবল কড়ি মধ্যম সুরের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

(১২) কানাড়া।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত সুর কোমল হইয়া থাকে, কেবল ঋষভ শুদ্ধ হয়।

(১৩) মাধবী।—ওড়ব জাত রাগ। ইহাতে গান্ধার ও ধৈবত বর্জ্জিত আছে।

(১৪) কেদারা।—ওড়ব জাত রাগ। ইহতে গান্ধার ও ঋষভ বর্জ্জিত আছে।— মধ্যম জান সুর হইয়া থাকে।

(১৫) গান্ধার।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত কোমল সুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১৬) গৌরী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—ইহাতে সমস্ত কোমল সুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১৭) কৌমারিক।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৮) বল্লারী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত কোমল সুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১৯) কাফী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—কেবল গান্ধার কোমল হইয়া থাকে।

(২০) বৈরাগী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত কড়ি স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২১) টোড়ী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সব কোমল। শুদ্ধ মধ্যম ও কড়ি মধ্যম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২২) ললিত।—খাড়ব জাত রাগ।—নিষাদ নাই। ধৈবত ও গান্ধার ব্যতীত সব কোমলস্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২৩) পটমঞ্জরী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—কেবল গান্ধার কোমল হইয়া থাকে।

(২৪) গুর্জ্জরী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সব কোমল ও কড়ি মধ্যম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২৫) বিভাষ।—খাড়ব জাত রাগ। কেবল নিষাদ বর্জ্জিত হয়। মতান্তরে—বিভাষ রাগিণীটী সম্পূরণ জাত হইয়া থাকে।

(২৬) প্রদীপিকা।—সম্পূরণ জাত রাগ।—গান্ধার কোমল, ঋষভ কোমল ও কড়ি মধ্যম স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২৭) দেশকারী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২৮) পাহাড়ী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২৯) ভূপালী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৩০) রামকেলী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—কোমল ঋষভ, কোমল ধৈবত ও কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৩১) গারা।—সম্পূরণ জাত রাগ।—ঋষভ কোমল হয়।

(৩২) কামোদী।—সম্পূরণ জাত রাগ। নিষাদ কোমল হয়।

(৩৩) কল্যাণ।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সব শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৩৪) বাঙ্গালী।—সম্পূরণ জাত রাগ। সব কোমল সুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৩৫) যোগিয়া।—সম্পূরণ জাত রাগ।—গান্ধার ব্যতীত সমস্ত সুর কোমল হয়।

(৩৬) খট।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত কোমল সুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৩৭) দেবগান্ধার।—সম্পূরণ জাত রাগ।—ঋষভ কোমল, ধৈবত কোমল ও শুদ্ধ গান্ধার ব্যবহৃত হয়।

(৩৮) ভটিয়ারী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—ঋষভ কোমল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৩৯) আনন্দ ভৈরবী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত কোমল সুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৪০) আলাহিয়া।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত কোমল সুর ব্যবহৃত হয়।

(৪১) কালাংড়া।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত কোমল সুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৪২) দেবগিরী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৪৩) কুকুভ।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(৪৪) শুক্লবেলাবল।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৪৫) সরফরদা।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৪৬) সুহা।—সম্পূরণ জাত রাগ।—গান্ধার কোমল, ধৈবত কোমল ও নিষাদ স্বর কোমল ব্যবহৃত হয়।

(৪৭) সিন্ধু।—সম্পূরণ জাত রাগ।—গান্ধার ও নিষাদ কোমল স্বর ব্যবহৃত হয়।

(৪৮) টোরী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত কোমল, শুদ্ধ মধ্যম ও কড়ি মধ্যম ব্যবহৃত হয়।

(৪৯) কাফী টোরী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—গান্ধার কোমল, ধৈবত কোমল ব্যবহৃত হয়।

(৫০) লক্ষ্মীটোরী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সব কোমল স্বর ব্যবহৃত হয়।

(৫১) গুর্জ্জরী টোরী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সব কোমল স্বর ব্যবহৃত হয়।

(৫২) মুদ্রাটোরী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সব কোমল, কেবল মধ্যম শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়।

(৫৩) খটটোরী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সব কোমল স্থর ব্যবহৃত হয়।

(৫৪) স্থহাটোরী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সব কোমল স্থর ব্যবহৃত হয়।

(৫৫) খাম্বাজ টোরী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—ধৈবত ও মধ্যম শুদ্ধ ও কড়ি মধ্যম ব্যবহৃত হয়।

(৫৬) স্থঘরাই টোরী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সব কোমল স্থর ব্যবহৃত হয়।

(৫৭) জোয়ানী টোরী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—গান্ধার কোমল ব্যবহৃত হয়।

(৫৮) বাহাদুরীটোরী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সব কোমল স্থর ব্যবহৃত হয়।

(৫৯) নার্জরি টোরী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সব কোমল স্থর ব্যবহৃত হয়।

(৬০) গুর্জ্জরী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সব কোমল ও কড়ি মধ্যম ব্যবহৃত হয়।

(৬১) স্থঘরাই।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সব কোমল স্থর ব্যবহৃত হয়।

(৬২) সারঙ্গ।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সব শুদ্ধ স্থর ব্যবহৃত হয়।

(৬৩) বৃন্দাবনী সারঙ্গ।—সম্পূরণ জাত রাগ।—কেবল নিষাদ স্থর শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়।

(৬৪) মধুমাধব সারঙ্গ।—ওড়ব জাত রাগ।—ধৈবত ও গান্ধার বর্জ্জিত হইয়া থাকে।

(৬৫) সামন্ত সারঙ্গ।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(৬৬) বড়হংস সারঙ্গ।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(৬৭) মিয়া সারঙ্গ।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(৬৮) গৌড় সারঙ্গ।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(৬৯) পটহংসিকা।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(৭০) দেওসাক।—সম্পূরণ জাত রাগ।—গান্ধার কোমল ব্যবহৃত হয়।

(৭১) মারু।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(৭২) বসন্তমারু।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(৭৩) ভীমপলাশ্রী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—কোমল গান্ধার, কোমল ধৈবত ও কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হয়।

(৭৪) মুলতান।—সম্পূরণ জাত রাগ।—গান্ধার কোমল, ধৈবত কোমল, শুদ্ধ নিষাদ ও কড়ি মধ্যম ব্যবহৃত হয়।

(৭৫) রাজবিজয়।—সম্পূরণ জাত রাগ।—কোমল গান্ধার ব্যবহৃত হয়।

(৭৬) ধানি।—সম্পূরণ জাত রাগ।—কোমল গান্ধার ব্যবহৃত হয়।

(৭৭) ধবশ্রী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(৭৮) মালীগৌরা।—সম্পূরণ জাত রাগ।—ধৈবত কোমল ব্যবহৃত হয়।

(৭৯) আহিরী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত কোমল স্বর ব্যবহৃত হয়।

(৮০) পুরবী।—সম্পূরণ জাত রাগ।—কোমল ঋষভ, কোমল ধৈবত, শুদ্ধ মধ্যম ও কড়ি মধ্যম ব্যবহৃত হয়।

(৮১) পুরিয়া (দিন)।—সম্পূরণ জাত রাগ।—সমস্ত কোমল স্বর ব্যবহৃত হয়।

(৮২)—পুরিয়া (রাত)।—খাড়ব জাত রাগ।—পঞ্চম বর্জ্জিত ব্যবহৃত হয়।

(৮৩) জয়শ্রী।—সম্পূরণ জাত রাগ—সমস্ত কোমল স্বর ব্যবহৃত হয়।

(৮৪) ঢোল।—সম্পূরণ জাত রাগ—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(৮৫) সাজগিরী।—সম্পূরণ জাত রাগ—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(৮৬) টঙ্ক।—সম্পূরণ জাত রাগ—ঋষভ কোমল ব্যবহৃত হয়।

(৮৭) চিত্রাগৌরী।—সম্পূরণ জাত রাগ—ঋষভ কোমল ও নিষাদশুদ্ধ ব্যবহৃত হয়।

(৮৮) ছায়ানট।—সম্পূরণ জাত রাগ—সব শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(৮৯) গৌড়।-সম্পূরণ জাত রাগ—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(৯০) সাহানা।—সম্পূরণ জাত রাগ—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(৯১) হাম্বির।—সম্পূরণ জাত রাগ—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(৯২) ইমন।—সম্পূরণ জাত রাগ—কড়ি মধ্যম সুর ব্যবহৃত হয়।

(৯৩) খাম্বাজ।—খাড়ব জাত রাগ—পঞ্চম সুর বর্জ্জিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

(৯৪) পরজ।—সম্পূরণ জাত রাগ—ঋষভ কোমল, ধৈবত কোমল ও কড়ি মধ্যম সুর ব্যবহৃত হয়।

(৯৫) জয়জয়ন্তী (সুরট)।—সম্পূরণ জাত রাগ—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(৯৬) জয়জয়ন্তী (কানাড়া)।—সম্পূরণ জাত রাগ—কোমল গান্ধার ব্যবহৃত হয়।

(৯৭) বাগেশ্রী।—সম্পূরণ জাত রাগ—সমস্ত কোমল সুর ব্যবহৃত হয়।

(৯৮) কানাড়া।—সম্পূরণ জাত রাগ—ধৈবত কোমল, গান্ধারকোমল ও নিষাদ কোমল ব্যবহৃত হয়।

(৯৯) দরবারিকানাড়া।—সম্পূরণ জাত রাগ—সমস্ত কোমল, কেবল ঋষভ শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১০০) নায়কিকানাড়া।—সম্পূরণ জাতি—রাগ—সমস্ত কোমল সুর ব্যবহৃত হয়।

(১০১) কৌশকী কানাড়া—সম্পূরণ জাত রাগ—সমস্ত কোমল সুর ব্যবহৃত হয়।

(১০২) মুদ্রাকানাড়া।—সম্পূরণ জাত রাগ—সমস্ত কোমল সুর ব্যবহৃত হয়।

(১০৩) বাগেশ্রী কানাড়া।—সম্পূরণ জাত রাগ—সমস্ত কোমল সুর ব্যবহৃত হয়।

(১০৪) গারা কানাড়া।—সম্পূরণ জাত রাগ—নিষাদ কোমল ব্যবহৃত হয়।

(১০৫) কাফী কানাড়া।—সম্পূরণ জাতি—গান্ধার কোমল ব্যবহৃত হয়।

(১০৬) কোলাহল কানাড়া।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত সুর ব্যবহৃত হয়।

(১০৭) মঙ্গল কানাড়া।—খাড়ব জাতি—মধ্যম বর্জ্জিত হইয়া থাকে।

(১০৮) খাম্বাজ কানাড়া।—খাড়ব জাতি—পঞ্চম বর্জ্জিত হইয়া থাকে।

(১০৯) নাগধ্বনি কানাড়া।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১১০) আড়ানা কানাড়া।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১১১) সুঘরাই কানাড়া।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১০২) সুহা কানাড়া।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১১৩) হোসেনী কানাড়া।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১১৪) মিয়া কানাড়া।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১১৫) সাহানা কানাড়া।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১১৬) লুম।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১১৭) বেহাগ।—ওড়ব জাতি—ধৈবত ও ঋষভ বর্জ্জিত হইয়া থাকে।

(১১৮) বেহাগড়া—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১১৯) সম্পূরণ—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১২০) শঙ্করা—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১২১) শঙ্করাভরণ—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১২২) রতিবাহি।—সম্পুরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(১২৩) স্বরট।—ওড়ব জাতি—ধৈবত ও গান্ধার বর্জ্জিত হইয়া থাকে।

(১২৪) নট।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(১২৫) বৃহন্নট।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(১২৬) কেদার নট।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(১২৭) কল্যাণ নট।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(১২৮) ছায়ানট—সম্পূরণ জাতি।—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(১২৯) কদম্ব নট।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(১৩০) হাম্বির নট।—সম্পূরণ জাত রাগ—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(১৩১) কামোদ নট।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(১৩২) আহিরী নট।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(১৩৩) ঝিঝিট।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(১৩৪) বারোয়া।—সম্পূরন জাতি—গান্ধার কোমল ব্যবহৃত হয়।

(১৩৫) পিলু।—সম্পূরণ জাতি—গান্ধার ও ঋষভ কোমল সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৩৬) ঝালোয়া।—খাড়ব জাতি—পঞ্চম সুর বর্জ্জিত হইয়া থাকে।

(১৩৭) মল্লার।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১৩৮) মেঘ মল্লার।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১৩৯) সুরট মল্লার।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর হইয়া থাকে।

(১৪০) দেশ মল্লার।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৪১) নট মল্লার।—সম্পূরণ জাতি—সব শুদ্ধ সুর হইয়া থাকে।

(১৪২) জয় মল্লার—সম্পূরণ জাতি—সব শুদ্ধ সুর হইয়া থাকে।

(১৪৩) নায়কি মল্লার—সম্পূরণ জাতি—সব শুদ্ধ সুর হইয়া থাকে।

(১৪৪) অরুণ মল্লার।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৪৫) ধূরিয়া মল্লার।—সম্পূরণ জাতি।—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৪৬) সুরদাসী মল্লার।—সম্পূরণ জাতি।—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৪৭) জাজমল্লার।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৪৮) জয়জয়ন্তী মল্লার।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৪৯) মিয়া মল্লার।—সম্পূরণ জাতি—গান্ধার কোমল সুর হইয়া থাকে।

(১৫০) সোহিনী—খাড়ব জাত রাগ—পঞ্চম বর্জ্জিত হইয়া থাকে।

(১৫১) ললিত।—খাড়বজাতি—কেবল ঋষভ, মধ্যম ও নিষাদ কোমল হইয়া থাকে।

(১৫২) গৌরীশ্যাম।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৫৩) সুহাশ্যাম।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৫৪) বরারিশ্যাম।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৫৫) কনরশ্যাম।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৫৬) সুঘরাই।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৫৭) রামটৌরী।—সম্পূরণ জাতি—গান্ধার কোমল হইয়া থাকে।

(১৫৮) রগুলী টৌরী।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৫৯) রসবতী টোরী।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(১৬১) মালতী টোরী।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(১৬২) লীলাবতী।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(১৬৩) শ্যাম পুরবী।—সম্পূরণ জাতি—শুদ্ধ মধ্যম ও কড়ি-মধ্যম ব্যবহৃত হয়।

(১৬৪) মনোধ্যান।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(১৬৫) জয়তী।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(১৬৬) দেশকেলী।—সম্পূরণ জাতি—গান্ধার কোমল হইয়া থাকে।

(১৬৭) রূপশ্রী।—সম্পূরণ জাতি—ঋষভ কোমল হইয়া থাকে।

(১৬৮) পরমানন্দ।—সম্পূরণ জাতি—গান্ধার কোমল হইয়া থাকে।

(১৬৯) পলাশ।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(১৭০) মায়ারবি।—সম্পূরন জাতি—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(১৭১) নাগধ্বনি সামন্ত—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(১৭২) অজয়পাল।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত সুর শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়।

(১৭৩) মঙ্গল গুর্জ্জরী।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৭৪) মালগুর্জ্জরী।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৭৫) বাহার গুর্জ্জরী।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃতর হয়।

(১৭৬) কাভেরী।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৭৭) কোশল।—সম্পূরণ জাতি—কোমল গান্ধার ও কোমল ধৈবত ব্যবহৃত হয়।

(১৭৮) কলিঙ্গ।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৭৯) ঐরাবত।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৮০) শ্রীটঙ্ক।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত কোমল সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৮১) কনর।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৮২) ধুন্।—সম্পূরণ জাতি—সমস্ত শুদ্ধ সুর ব্যবহৃত হয়।

(১৮৩) অহং।—সম্পূরণ জাতি—কোমল গান্ধার, শুদ্ধ গান্ধার, শুদ্ধ মধ্যম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাগ রাগিণীর সময় নিরূপণ।

ছয় রাগ ছয় ঋতুতে ব্যবহৃত হয়। যথা—গ্রীষ্মঋতুতে ভৈরব, বর্ষা ঋতুতে মেঘ, শরৎ ঋতুতে মালকোষ, হিমন্ত ঋতুতে দীপক, শীত ঋতুতে শ্রী, ও বসন্ত ঋতুতে হিণ্ডোল রাগ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।—

দিবাবিভাগের রাগ রাগিণী।

বেলা একদণ্ড হইতে পাঁচ দণ্ড পর্য্যন্ত—ভৈরব, ভৈরবী, বঙ্গালী, রামকেলী, দেশকার, যোগিয়া, খট, আশাবরী, গান্ধার, দেব গান্ধার, ভটিয়ারি, গুনকেলী, আনন্দ ভৈরবী ও কালাংড়া ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বেলা ছয় দণ্ড হইতে দশ দণ্ড পর্য্যন্ত—বিভাষ, দেব-গিরী, কুকুভা, আলাহিয়া, বেলাবলী, পটমঞ্জরী, সরফরদা, ও সুহা ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বেলা দশ দণ্ড হইতে ষোল দণ্ড পর্য্যন্ত—সিন্ধুড়া, কাফী, সিন্ধু, টোড়া, গুর্জ্জরী, সুঘরাই, ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বেলা সতর দণ্ড হইতে বিশ দণ্ড পর্য্যন্ত বৃন্দাবনী সারঙ্গ, মধমাত সারঙ্গ, গৌড় সারঙ্গ, শুদ্ধ সারঙ্গ, পটহংসিকা, দেশসাক, ও বসন্ত বাহার ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

একুশ দণ্ড হইতে চব্বিশ দণ্ড পর্য্যন্ত—ভীমপলাশ্রী, রাজবিজয়, ধানী, ধবশ্রী, মুলতান, পিলু ও মালীগৌরা ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পঁচিশ দণ্ড হইতে আটাশ দণ্ড পর্য্যন্ত—পূরবী, বরাট, আহিরী, ধনাশ্রী, মালশ্রী, দিনপুরিয়া, ধামশ্রী, ও ঢোল ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাত্রিকালের রাগ রাগিণী।

সন্ধ্যা এক দণ্ড হইতে পাঁচ দণ্ড পর্য্যন্ত—কামোদ, ছায়ানট, কেদার, শ্যাম, হাম্বির ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ছয় দণ্ড হইতে দশ দণ্ড পর্য্যন্ত—ইমন কল্যান, ভুপালী, জয়জয়ন্তী, ও রাতপুরিয়া ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এগার দণ্ড হইতে পোনের দণ্ড পর্য্যন্ত—শুদ্ধ কানাড়া, খাম্বাজ, পরজ, সাহানা, বাগেশ্রী, সিন্ধুড়া, লুম, ও মালকোষ ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ষোল দণ্ড হইতে বিশ দণ্ড পর্য্যন্ত—বেহাগ, বেহাগড়া, সম্পূরণ, টঙ্ক, শঙ্করা, শঙ্করাভরণ, রতিবাহি, স্থরট, ঝিঝিট, বারোঁয়া, মালোয়া, ও মেঘ ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

একুশ দণ্ড হইতে পঁচিশ দণ্ড পর্য্যন্ত—নট্টনারায়ণ, কেদারা, কর্ণাট, ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ছাব্বিশ দণ্ড হইতে উনত্রিশ দণ্ড পর্য্যন্ত—হিণ্ডোল, সোহিনী, কামোদ এবং ত্রিশ দণ্ডের সময়ে ললিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রাতকালে ভৈরব রাগ* অরম্ভ হইয়া দিবা সাড়ে দশ দণ্ডের পর মেঘ রাগ গান করা যায়। দিবা একুশ দণ্ডের

---

* বসন্ত, মালকোষ, হিণ্ডোল, প্রভৃতি কয়েকটী রাগ, বসন্ত কালে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাহার এবং সোহিনী এই দুইটী রাগও বসন্ত কালের

মধ্যে দীপক, সন্ধ্যার সময় শ্রীরাগ, রাত্র সাড়ে একুশ দণ্ডের পর মালকোষ, রাত্র একুশ দণ্ড গতে হিণ্ডোল রাগ আরম্ভ করা যায়।

এইরূপ প্রণালীতে অন্যান্য রাগ রাগিণী সকল গান করিবার বিধি প্রচলিত আছে।

বাদশাদিগের সময়ে সুপ্রসিদ্ধ গায়কদিগের

হিন্দী ভাষায় রচিত ধ্রুপদ গীত।†

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

প্রথম আদ রাগ ভৈরব গায়ো। মুরলীমে মধুর সপ্তস্বর কনেহ।

আরোহী অবরোহী একইশ মুরছনা বাইশ সুরত উনপঞ্চাশ কোট সে তান।

ব্যবহার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মেঘ, জয়জয়ন্তি, মল্লার, সোরট, গৌড় বা গৌড়কিরী প্রভৃতি কয়েকটী রাগ বর্ষাকালে সর্ব্বক্ষণ ব্যবহার করা যায়। বসন্ত এবং বর্ষা এই দুইটী ঋতু ব্যতীত অবশিষ্ট চারিটী ঋতুর অনুযায়ী কোন বিশেষ রাগ আধুনিক মতে প্রচলিত নাই।

† মুসলমান বাদশাদিগের সময়ে সুপ্রসিদ্ধ গায়কেরা অসংখ্য অসংখ্য ধ্রুপদ গান রচনা করিয়াছিলেন। সঙ্গীত সাধকদিগের বিশেষ উপযোগী সেই সেই গীতের কয়েকটী মাত্র প্রদান করা হইয়াছে। গুরু উপদেশ ভিন্ন তাহা স্বরলিপি করিলে কোন ফল লাভ হইবেনা একারণ স্বরলিপি প্রদান করা হয় নাই।

ধাধানি সাসাসা রেরেরে গাগাগা মামামা পাপাপা ধাধাধা নিনিনি সাসাসা নিনিনি ধাধাধা পাপাপা মামামা গাগাগা রেরেরে সা সপ্তস্বর তিন গ্রাম সঙ্গীত মত লেহো গুরুনপৈ সাধকে তব পাবে সাগরা গান মান।

রাগিণী রামকেলী—তাল চৌতাল।

কানাহায়া আজু বনবাঁশরী বাজাইলে সিধি সিধি সিধি তান। শুনতহি ধুন মৃগ যোঁও ভুলরহি বাবরি ভই হো সুধ বুধ ছুবিসরাই।

রাগিণী কল্যাণ—তাল চৌতাল।

অচল রাজ করো কোট বরস লো চিরঞ্জীব রহো রাজা-ধিরাজ রাজারাম চন্দ্র। জৌলোঁ ধ্রুব ধরণ তরণ পবন পাণী গগন মেরু লোমকিশি আওর বল হোয়ে মরকণ্ড আদি ঋষি আসিশ দেং জৌলোঁ জগমে ভান হিন্দ।

গুণী গন্ধর্ব্ব কিন্নর গাবই নারদমুনি বীণ বাজাবই ব্রহ্মা বেদধ্বনি করে অমঙ্গল সব দূর হোবে দুঃখ দ্বন্দ ফন্দ সিংহাসন বয়েঠে শুভ ঘড়ি শুভদিন শুভপল মহোরৎ শুভ নক্ষত্র সাথ অমৃত যোগ। শুভ চন্দ্র তানসেন মন ভয়ো আনন্দ।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

দিজে দিদার হোবে করায় মন কুঁ তুম হো জগৎকে আধার। অলখজ্যোত নিরঙ্কার রচো অখিল সরদার। ভক্ত

মুক্ত দাতার তুমহো মধুসুদন মুরার। তিহারি জগৎ অপারম্পার একহি অনেক হোবে ব্যাপো সংসার। 'তুহি ব্রহ্ম বিষ্ণু ত্রিপুরার। তুহি আদি তুহি অন্ত তুহি সব জগ ভরপুর রহো তানসেনকে প্রভু নিরঞ্জন নিরবিকার।

রাগিণী কানাড়া—তাল চৌতাল।

অচল রাজ করো লাখ বয়স লো কায়েম রহো মহম্মদ সাহ আকবর সাহ পাদশা হো কুস্ হোত ছত্র তখত সব দেশ দেশতে লিহে খেয়রাত। অনেক জগলো রাজ করো হোয় এয়েসেহি জস হোয় শুভ নক্ষত্র আদে সব দুনিয়াকে ভয়ে মনকে কাজ জাত।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল চৌতাল।

আজ মেরে ভাগ জাগে পিয়াভোর ভয়ি শুধ লাই। ইতনি ভয়ি নেহাল পিয়া তোম পৈ বলবল গই। তনমন প্রাণ তুমহি নিশদিন তুমমেরে রঙ্গ গারি তানসেন প্রভুতুম চতুর শিরমণি রসবশ তেহারে ভেয়ি।

রাগিণী কেদার—তাল চৌতাল।

এ মেরে ভাগ জাগে পিয়া ভোর হু শুধলাই। মৈ এতনো ভুলমন বাতহু বলমাহু তুম পর বল গই। অধর অঞ্জন মহা- বর ভাল মতগত আউর ভই। তানসেনকে প্রভু ঠাড়ে রহো বলইয়া কহো কাঁহা পাই তিয়নাই।

রাগিণী হাম্বির—তাল ঢিমেতেতালা।

ভোরহি কুঞ্জ মহলকে আগনমধলী তা বীণ বাজাবৎ গাবৎ পিয়া প্যারী সোয়ৎ কছু জাগৎ রস ভরি তান শুনি শুনি সুন্দর মুদে নয়ন মুষকাবৎ। গৌর শ্যাম অবিরাম পরস্পর অতি আনন্দ কছু কহৎ তন আওৎ। রসিক গোবিন্দ যুগল ছবি উপর এনতোরত বার বার বলিজাবত।

রাগিণী জয়জয়ন্তি—তাল ঝাঁপতাল।

অনতরিতমান আয়েহো জু মেরে গৃহ অরসীলে নৈন বৈন তোতরাত। অঞ্জন অধর ধরে সৌহৈ পিক লিক তোহৈ কাহেকু লাজত ঝুটি সোহৈ খাত। পেচহু সবারত পেচহু অনাবত এতে পর তেরে ছিভোঁ হোয়ি চিতবতগাত। নন্দদাস প্রভু প্যারী হিয়ে বসত আতে ভুল নাম কহিকো নিকশি জাত।

রাগ মালকোষ—তাল আড়াচৌতাল।

এরি বংশীনাদ সুর সাধকে বাজাই প্রবীন কানহ সপ্তস্বর তান মধুর ধ্বনি। শ্রবণ শুনত কছু সুধ নারহি আলি ভনক পরি মেরে কান শুনি শুনি। তনমন রোম রোম ব্যাকুল ভয়িরি জিত লিয়ে গন্ধর্ব্ব নারদমুনি গুণী বৈজুকে প্রভু নরনারী পশুপক্ষি মোহে আওর মোহে সুর নর মুনি।

রাগিণী গৌড়—তাল ঢিমেতেতালা।

মোহন সৃষ্টিকে আধার তমকো অব রাখলিজিয়ে গোপাল নৈন প্রাণ সুখ দিজে তনতে দুঃখ দূর কিজিয়ে এতনি বিনতি

মেরি শুন লিজিয়ে হাল। পতিত পাবন করুনাসিন্ধু দীন দুঃখ ভঞ্জন অনেক রূপ-লীলা-ধারী ভক্ত বৎসল যুগ যুগ ভয়ে কৃপাল। মদন মোহন মধুসুদন মুরার সতীসুদামা দ্রৌপদী সহায়কারী তানসেন প্রভু ভক্ত প্রতিপাল।

রাগিণী মধুমাধবসারঙ্গ—তাল চৌতাল।

এ আজ বাঁশরী বাজাই বন মধকৌন ঢঙ্গ কৌনরঙ্গ ফুঁকি ফুঁকি। শুনত শ্রবণ সুধি রহি নহি তনকি ভরি হো বারকি বৃন্দাবন নিশি হোয়ি রিঝুকি ঝুকি। ব্রহ্মাবেদপাঠত ভুলে শিব সমাধ সহ ভোলে সুর নর মুনি মোহে দেবকু নাদেখে লুকি লুকি। সপ্তসুর তিন গ্রাম একইশ মুরছনা লে তান-সেন প্রভু মুরলী বজাবত বোলত মোর কোকলাকুহুকি কুহুকি।

রাগিণী বৃন্দাবনী সারঙ্গ—তাল চৌতাল।

যাদিনতে মোহন মুরলী বাজাই তাদিনতে হো তনমন গয়ি হু বিদায়। সপ্তসুরনকি আরোহী অবরোহী রসভরি তান শুনায়। ভুলি সুধ খানপান সেজহুকো সোয়বোচে কচে কৌঠরহি মুরঝায়। মেরে তো জীবন ধন হোয় বলিহারি রাখোঙ্গি গরব লাগায়।

রাগিণী আড়ানা—তাল ঝাঁপতাল।

ভোর ভয়ে আয়ে লাল ধরত পগডগমগ গাত। পাগল টীসি শরিরাজত নৈল উনীদে গতি কম্পি জাত। অধরণ অঞ্জন পিক কপোলন নায়কে চিহ্ন দেখিয়াত গাত।

চতুর্ভুজ দাস প্রভু গিরীধারণ ভালে তুম আয়ে হো মোহে দেখাবত প্রাত।

রাগিণী বিভাষ—তাল চৌতাল।

তেঁনি শালাল সঙ্গ ঋতমানি মৈজানি পগডগ মগ পরতন না শুধে। শিথল বসন কোটিকে শরাজাত আনন স্নদে সব বোলত কেছু অটপটিতবানী। য়হ ছবি মো মন ভই মিটি হোয়ি চঞ্চল তাই পীকলী কপোলকলগানী। সুরদাস প্রভু রিঝি রহি ধন্য ধন্য নব কুঞ্জ রাণী।

রাগিণী রাজবিজয়—তাল চৌতাল।

প্রথম লিজিয়ে প্রাতহি হরি হরি হরি হরি হরি নিশদিন ঘড়ি পলছল অষ্টজাম। যশোদানন্দ আনন্দ কন্দ মধুসূদন বালমকুন্দ ভক্তবৎসল জনবিশ্রাম। দামোদর দয়াসিন্ধু ভক্তবৎসল ভগবান বৈকণ্ঠপতি বৃন্দাবনধাম। বনবারী বৈজপ্রভু বদ্রীনাথ বিটল বিষ্ণুবামন ব্রজবিশ্রাম।

রাগিণী শ্যাম—তাল চৌতাল।

প্যারে তুহি ব্রহ্ম তুহি বিষ্ণু তুহি রুদ্র তুহি শিব শক্তি তুহি সূর্য্য তুহি গণেশ। জল স্থল পবন পানী তুহি তেজ তুহি আকাশ তুহি অগ্নি তুহি জ্যোতি তুহি সুরেশ। তুহি উচ তুহি নিচ তুহি সবহি অনেক বিচ তুহি চন্দ্র তুহি দীনেশ। তুহি এক তুহি অনেক তুহি গুরু-চেলা অলখ বৈজুবাবরা তুহি সহদার তুহি তেকটত ক্লেশ।

রাগিণী ছায়ানট—তাল রূপক।

প্রথম উঠে ভোরহি রাধাকৃষ্ণ কহমন রাসোঁ। হোবে সব সিদ্ধ কাজ। ইহলোক পরলোককে স্বামী ধ্যান ধরে ব্রজরাজ। পতিত উদ্ধারণ জন প্রতিপালন দীনদয়াল নাম লেত জায়ে দুঃখ ভাজ। তানসেনকে প্রভু কো সুঁমরো প্রতিহি জগমে রহে তেরি লাজ।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল ধামার।

কবকে খিলার ভয়ো জু হোরি হেলত মেরে সাথ আপনি কর। আউরণ পাঁয়ে রঙ্গ জরত নাডরত পকরে পকরে কর অঞ্চল দেত উঘার। এয়েসে কো নিলজ তোসে সনমুখ হোয়েলরে। চেতসিংহজু গুনন ভরে হো সব বিধি কো রিঝবার।

রাগিণী ভূপালী—তাল ধামার।

আজ জো তু সনমুখ হোয়ে খেলে জাগে ঋতবহি জানি হোঁ সোই শরণ মে ধরিত। অঙ্গহি ভরত ভরত কুম্ভিলায় হো চম্পক কলিকে হরিত। কাহে কান নেহি খেলতহি জানি হৈ কৌনলো বাতলো তুহি পরসি।

রাগিণী হাম্বির—তাল ধামার।

আজ ভনক হোলী খেলরি। প্রেম প্রীত গাঁট পরি হো য়ো ভরুয়া হোয় সে খেলারি। কৃষ্ণ রসিক মুটি গুলাল ভর বরবশ আঁখিন পেলেরি।

রাগিণী ছায়ানট—তাল ধামার।

রামচন্দ্র খেলত হো হোরি উঠত গুলাল ভর ভর ঝোরি। রঙ্গতভূম তাঁহা হোত অরুণ নভ পিচকারণ ঝরে কর বোরি। গাবত গন্ধর্ব্ব নাচত কিন্নর দেখত স্থীয় মুখ বোরি। সব হোয় দেত যাওয়া প্রভুমনভয়ে কৃপাবার লঘুজন ওরী।

রাগিণী আড়ানা—তাল ধামার।

হোরি কে নয়ে ছএল ভয়ে হো করত ফিরত ঘর ঘর সএল। কাহুসোঁ ডরত আওর লরত কাহুকোঁ ভরত ভুজ কাহুকো করত হো চপাএল। আবির গুলালে উড়ত গায়ত ডপহি বাজত হো গএল। জানকীদাস নট নাগর বর হরি গিরীধর সুন্দর যৌবন রসকে চখেল।

মুসলমান বাদসাদিগের সময়ে রচিত রঙ্গিন গান। *

রাগিণী কেদারা—তাল ঢিমে তেতালা।

বন ঠনে কাঁহাচলে।

এই সিকো মন ভাওয়ে সাঁও অরে সলোনে কাহ্নাজি।
এয়সে দেখোঁ জেয়সে দুজেকোঁ চন্দ্রম ছিপায়,
লোগোঁ দেত দেখাই॥

---

* অজবাওরা গোপাল নায়ক, তানসেন, হরিদাস স্বামী, ইছাবসে ও নায়ক ধুন্দবীর প্রভৃতি গায়কগণ ধ্রুপদ গানের উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

রাগিণী দেশ মল্লার—তাল জলদ তেতালা।

যাকো নাম না জানো ঠেকানা।
সখি মোহে ওয়াহি দেশ্‌কো জানা ॥
যাঁহা ছুট্‌ যায় যমফান্দা, যাঁহা ডুনিয়া নেহি কুছ ধান্দা,
যাঁহা উদয় নেহি শশী ভানা ॥
যাঁহা বেদ পুরাণা ব্রহ্মাণা, যাঁহা কেতাব কেরাণা।
না মৌলনা, যাঁহা হিন্দু তোরক্‌ সমানা ॥
যাঁহা আগম পবন নেহি পানি, যাঁহা মরৎ জীয়ৎ নেহি জানি
যাঁহা জাকো ফের না আনা ॥

রাগিণী পরজ—তাল ধামার।

বরসানেতে আয়ে হামে জানো পিয়া নাশনে
তেহার পছানে।
কহুঁ কাজর কহুঁ পিকনিক অনগণ রূপতাক
শোহাজাত বাখান ॥

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল জলদ তেতালা।

কোএরিয়া গোলেরি পীয়ু কৌন দেশ জনকিবারে
মেরা মন লাগিল।
দেন্টপরি তাওতে লালনকি ওন বিনা রহিল না জ্ঞান ॥

নন্দন খাঁ, শা সদারং নায়ক বক্সু, আমির খসরু; জামী, মীরা জানি, শোরী মিঞা প্রভৃতি গায়কগণ খেয়াল ও টপ্পা প্রভৃতি গানের অশেষ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে গোলাম নবী নিজ পত্নী শোরীর নামে টপ্পা রচনা করেন। একারণ শোরীর টপ্পা বলিয়া বিখ্যাত আছে।

রাগিণী হাম্বির—তাল তেওট।

চামেলি ফুলি চম্পা, গোলাবে গুঁথে লাইয়োরে।
মানেনিঞা হরওয়া নওসাকেগনে হারওয়া॥
মহম্মদ সিস মতিয়ানা, কোসেহেরা আচ্ছা
বঁনেরা, আওর পহনে সুহা সারা॥

রাগিণী গৌড় সারঙ্গ—তাল জলদ তেতালা।

এরি অঞ্জন বিনা কাজরারে।
গোরি তেরি নয়ন সলোনে মদ ভরে পিয়াকে প্যারে।
চঞ্চল চপল চপলাসী চমকত খঞ্জন মীন মৃগ
ওয়ারে ওয়ারে ডারি॥

রাগিণী চেতাগৌরী—তাল ঠুংরী।

ভ্রাতা ভয়ে জঙ্গলকে বাসি।
যাকো নাম জপত নিশী বাসর সুরনর
মুনি কৈলাশী।
ধৃক জীবন এ বৃথা হামারো, থা ভেই জননী কূলনাশী

রাগিণী লুম ঝিঝিট—তাল কাওয়ালী।

হামসে ছলবল কর সেঞিয়া, সৌতনি ঘরে
গেয়ে রহে রে।
ভোর হোকে আয়ে সেঞিয়া, হামসে কিনি বাতরে,
মিঠি মিঠি বতিঞা করকে রোহন রাহে রহে রে॥

রাগিণী গৌড় সারঙ্গ—তাল আড়াঠেকা।

নিদান আওয়ে রৈন বিতি জাত।
উন বিনা কছু না সোহায় ॥
শ্যাম সুন্দরকো উধ পুছ ঘড়ি ঘড়ি বিরহ না সাতায় ॥

রাগিণী পিলু মুলতানী—তাল কাওয়ালী।

অটলাতে ওজারিঞারে মদসোঁ ভরি।
মেয় যমুনা জলে ভরনে যাত রহি ॥
ভিঙ্গ গেই মোরি সোরঙ্গ চুন্দরিঞারে।
সওদা হোত করলে প্যারে।
চার দেনেন কি লাগি বাজোরিঞারে ॥

রাগিণী পিলু—তাল কাওয়ালী।

ছেয়মা গারিলা দেরে সোনেঙ্গে সারে লোগাঙা।
কেতে সমঝও সমঝত নাহিরে,
সাস নন ঘরে দে গারি ॥

রাগিণী সাওন—তাল একতালা।

সাওন মন ভাওন রে সজনী সখী সাওন ভাওনকে,
সুধালে বিরহকে বোলে কোত্রলিয়া কো।
এরি এরি বৃন্দাবনমে মউরা বোলে,
দাদর করে সুয়া বোল বোল পীয় পীয় ॥

রাগিণী ভৈরবী— তাল কাওয়ালী।

আঙ্গিয়া মোরি মসক গেই রাত।
এ আঙ্গিয়া মে লাল লাগি হেয়,
ছোড়া লাগি তেরি হাত॥

রাগিণী সিন্ধুড়া—তাল ধামার।

আয়া ফাগন মাসরি সজনী খেলোঙ্গি ফাগ
বানায়ে বানায়ে।
কেসর কি পিচকারি, বনৌঙ্গি আবীর,
গোলালে ওড়ায়ে ওড়ায়ে॥

রাগিণী সিন্ধুড়া—তাল ধামার।

নঙ্গর মধমাতি ডোরে হো ফাগনমে।
আবির গোলালে ওড়ায়ে॥
গারি গায়ে গায়ে, তারিদে চলিয়ে,
লঙ্গলচকায়ে।

রাগিণী কাফিসিন্ধু—তাল যৎ।

ফাগন কে দিন চার,
এ সখীরি আপন বালমকো মাঙ্গেনা দেরে॥
হীরাভি দেওঙ্গি, মোতিভি দেওঙ্গি,
লাল দেওঙ্গি থারি ভরকে॥
যো কুছু মাঙ্গে, সোই কুছু দেওঙ্গি,
বসন্ত দিয়া নেহি যায়॥

রাগিণী কাফিসিন্ধু—তাল যৎ।

মৈয় তো বেচেনে যাতে দহিরি।
আচরা মোরা ছোড়ো কানহাইয়া॥
যো তু কহেঁদো দহিকো ভুকে, তড়পত লাওঅতন্নৈনা,
না দহি লেওঙ্গি, না বেচেনে দেওঙ্গি,
এয়সে টিট কান্হাইয়া॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল যৎ।

নাখেলোঁ তোরে সঙ্গ হোরি মৈয় কানা,
নঞি আঙ্গিয়া মোরি ভিঙ্গি সারি।
ভিট লঙ্গরোয়া বরজ নেহি মানে,
ভর ভর মারে পেচকারী॥

রাগিণী বাহার—তাল যৎ।

ভুকওয়ে ভমরওয়া পীয়াকে বাত।
মোরি পীয়াকে বাত জিয়াকে সাত॥
আইলি বসন্ত সব ফুলি ফুলে,
মোরা পীয়াবেনে এ যৌবন ঞিহুই যাত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমেতেতালা।

মাম্নুনা বেসরি ইয়ারবে।
বেসরি আলা মুঙ্গবে দেওআঁড়িদিকি দিঠাঞি গোনাহাবে॥
মোপর ছাঁড়ে লাগি লড়তেরিবে মিঞা,
এয়সা তো সাড়েশোরি দিঠাদি পানা গোনাহারে॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমেতেতালা।

দোনয়নামড়ে লাগে তু সাড়েনালবে।
স্থননিমঢমহেড়া ইয়ার ॥
চশমে মন দরচশমতো চশমানেতো জায়ে,
দিগর মন তামাসায়তোদারম তু তামাসায় দিগর।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমেতেতালা

বরকোই নামারম পায়াবে।
সারে জাহাঁ মেয় তো ঢুঁড় ফিরে ॥
যো তু সেঞিয়াদি জটি পরওয়ান,
লেদা আজবতরেহিদিঞা শোরি রাখেথি ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠুংরী

সাঁওলিয়া তেঁইত মন লিনুরে।
তেরে সাঁওলি স্থরতিপরে মন লোভাওঁ,
চলো চলো কান্ত যৌবন রস লিনুরে ॥
তেরে রসকে মুরলিয়া বাজনে লাগে,
সপ্তস্থর তেরে গ্রামরে,
গায়ন গায়ন গায়ন রে ব্রজকি সখীয়ন রেউরে মগন ॥

রাগিণী লুম ঝিঝিট—তাল কাওয়ালী

মৈয় তোকেতরে সেইঞা নাহি যাইহোঁরে।
মোরিবেহিঞা তোমবোরি সেইঞা চড়িয়া তোড়িরে ॥
মোসে বরাজোরিকিনি সেইঞা মেয় নাহি যাইহোঁরে ॥